Contents

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১২তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা
মে ২০০৯

Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

১২তম বর্ষ মে ২০০৯ ইং ৮ম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

আদর্শ চির অম্লান

আমাদের প্রথম পরিচয় আমরা **মানুষ**। আমরা জ্ঞানসম্পন্ন প্রাণী। আমাদের দ্বিতীয় পরিচয় আমরা **মুসলমান**। আমরা সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র দাসত্ব করি। আমাদের তৃতীয় এবং বৈশিষ্ট্যগত পরিচয় হ'ল আমরা **আহলুল হাদীছ**। আমরা সার্বিক জীবনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারী। এ দু'টি উৎসের প্রতি অবিচল আস্থা ও পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমেই মানুষ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে। কেননা মানুষের জ্ঞান কোন বিষয়ে সত্য ও মিথ্যার চূড়ান্ত ফায়ছালা দানের ক্ষমতা রাখে না। বরং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র 'অহি' অভ্রান্ত সত্যের চূড়ান্ত উৎস। মানুষের জ্ঞান আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধানের ব্যাখ্যাকারী হ'তে পারে। কিন্তু পরিবর্তনকারী বা রহিতকারী হ'তে পারে না। রাজনীতিকের রাজনীতি মিথ্যা হ'তে পারে। অর্থনীতিকের অর্থনীতি মিথ্যা হ'তে পারে। দার্শনিকের দর্শন মিথ্যা হ'তে পারে। বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান মিথ্যা হ'তে পারে। কিন্তু পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের একটি হরফও মিথ্যা হবে না। পৃথিবীর সকল যুক্তিবাদী ও শান্তিবাদী মানুষকে এক সময় অহি-র বিধানের কাছে ফিরে আসতেই হবে। এখানে আত্মসমর্পণ করতেই হবে। নানাবিধ অপযুক্তির আড়ালে দুনিয়ার মানুষ সর্বদা কুরআন ও সুন্নাহকে এড়াতে চেয়েছে। ইসলামের নিয়ন্ত্রিত জীবনধারা থেকে মুক্ত হবার জন্য শয়তান সর্বদা মানুষকে কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে। আলেম-জাহিল, জ্ঞানী-মূর্খ কেউ শয়তানের খোঁচা থেকে মুক্ত নয়।

পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক দর্শন আজ মানুষের শান্তিময় সমাজকে ক্ষমতালোভী অসংখ্য দলে বিভক্ত করে পরস্পরে সদা মারমুখী হিংস্র পশুর সমাজে পরিণত করেছে। ইহুদী-

নাছারাদের পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক দর্শন মানুষের পারস্পরিক সহমর্মী সমাজকে হৃদয়হীন হাঙর-কুমীরের সমাজে পরিণত করেছে। ধর্মনিরপেক্ষ বস্তুবাদী দর্শন মানুষকে বস্তুসর্বস্ব ও স্বার্থান্ধ বানিয়েছে। চিরন্তন মানবীয় সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সহানুভূতি আজ সমাজ থেকে বিদায় নিতে চলেছে। মানুষ্যকল্পিত নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠান ধর্মের নামে ও রসম-রেওয়াজের নামে বদ্ধ জোয়ালের ন্যায় মানুষের কাঁধে চেপে বসে আছে।

এক্ষণে আহলেহাদীছের দায়িত্ব কী হবে? তারা কি পাশ্চাত্য রাজনীতির ও অর্থনীতির পদলেহী হবে? তারা কি সেক্যুলার, ছূফী ও মডারেট ইসলামিষ্ট সনদ নেবার জন্য গলদঘর্ম হবে? তারা কি ধর্মনিরপেক্ষ ও বস্তুবাদী সংস্কৃতির পুচ্ছধারী হবে? তারা কি আনুগত্যহীন দলবাজ হবে? কিংবা চরমপন্থী অস্ত্রবাজ হবে? কোনটাই নয়। কেননা সে তো কুরআন ও সুন্নাহ্র ধারক ও বাহক হ'তে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ছাহাবা ও তাবেঈনের সনিষ্ট অনুসারী হওয়াই তো তার গতিপথ। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে হাতে-দাঁতে আঁকড়ে ধরাই তার চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। সে কখনোই পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে বাতিলের সঙ্গে আপোষ করতে পারে না। বরং সর্বাবস্থায় সে পুঁতি-গন্ধময় পরিস্থিতি পরিবর্তনের সংগ্রাম করবে। কুরআন ও সুন্নাহ্র স্বচ্ছ আলোয় সে পথ দেখবে। মানুষের বানোয়াট তন্ত্র-মন্ত্রের চাকচিক্যে সে পথহারা হবে না। সে যদি কখনো একা হয়ে যায়, তথাপি তাকে কুরআন ও হাদীছের হেফাযতকারী হ'তে হবে। কোন অবস্থাতেই আলোর পথ ছেড়ে অন্ধকার পথে যাওয়া যাবে না। কারণ **'আহলেহাদীছ'** প্রচলিত অর্থে কোন মাযহাব, মতবাদ, ইযম বা School of thought-এর নাম নয়। বরং এটি একটি পথের নাম। যে পথ আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র পথ। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথ। **এ পথের শেষ ঠিকানা হ'ল জান্নাত**। **'আহলেহাদীছ'** তাই চরিত্রগত দিক দিয়ে একটি দা'ওয়াত বা একটি আন্দোলনের নাম। এ আন্দোলন ইসলামের নির্ভেজাল আদিরূপ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। আধুনিকতার চমক দেখে বা বিলাসিতার জৌলুসে এ আন্দোলনের সত্যিকারের কর্মীরা কখনো পথ হারায় না। জীবনের উত্তাল পথে কুরআন ও সুন্নাহ্র দু'টি রেলপথে এরা দৃঢ়ভাবে অবস্থান করে। যুলুম-অত্যাচারের ভয় ও প্রলোভনের ফাঁদ তাদেরকে এ আন্দোলন থেকে ফিরিয়ে নিতে পারে না। এ আন্দোলন বিশ্বমানবতাকে সকল বিভক্তি ও দলাদলি ভুলে শেষনবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের একক নেতৃত্বে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ মহাজাতিতে পরিণত করতে চায়।

বিপ্লবী আদর্শ ও পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান হিসাবে আহলেহাদীছগণ ইসলামকে সর্বযুগীয় সমাধান বলে বিশ্বাস করেন এবং ইসলামের গতিশীল ও Dynamic হওয়ার স্বার্থেই ইজতিহাদকে সকল যুগে অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং তাক্বলীদে শাখছীকে অবশ্য বর্জনীয় বলে মনে করেন। কিন্তু ইজতিহাদের নামে কুরআন ও হাদীছের প্রকাশ্য নির্দেশ ও মূলনীতিকে লংঘন করে মধুর বদলে বিষ ভক্ষনে তারা রাযী নন। 'মতপার্থক্যসহ ঐক্যে'র নামে তারা শিরক ও বিদ'আতকে হযম করে কোন ঐক্যজোট করতে পারেন না। তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্র সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারকে অক্ষুন্ন রেখেই তারা মুসলিম উম্মাহকে একটি ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করতে চান। আহলেহাদীছের এই আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য চির অম্লান ও শাশ্বত। যা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেউ **'আহলেহাদীছ'** থাকতে বা হ'তে পারে না। আল্লাহ আমাদের সকলকে হেদায়াত করুন- আমীন!!

[স.স.]

Contents

হীলা-বাহানাকারীদের শাস্তি

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَواْ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ-

'আর তোমরা তাদের বিষয়ে ভালরূপে জানো, যারা তোমাদের মধ্যে শনিবারের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছিল। তখন আমরা তাদের বলেছিলাম, তোমরা নিকৃষ্ট বানর হয়ে যাও' *(বাক্বারাহ ২/৬৫)*।

অত্র আয়াতে মদীনার ইহুদীদেরকে তাদের পূর্ববর্তীদের একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, হে কিতাবধারীগণ! তোমরা তো ভালভাবেই অবগত রয়েছ তোমাদের পিছনের সেই ঘটনা, যা ছিল তোমাদের সাপ্তাহিক পবিত্র দিন শনিবারে মাছ ধরার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার কৌশল অবলম্বনের শাস্তি স্বরূপ। কৌশলটি ছিল এই যে, তারা শনিবারে ফাঁদ পেতে মাছ আটকাতো এবং পরের দিন রবিবারে তা ধরে নিত। প্রকাশ্যে দেখাতো যে, তারা আল্লাহ্‌র নিষেধাজ্ঞা মেনে শনিবারে মাছ ধরছে না। তাদের এই প্রতারণার শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে বানরে পরিণত করা হয়।

শনিবারের ঘটনা :

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত শনিবারের ঘটনাটি ছিল হযরত দাঊদ (আঃ)-এর সময়কার। বনু ইস্রাঈলের জন্য শনিবার ছিল সাপ্তাহিক ছুটির দিন ও উপাসনার দিন। ঐদিন সমুদ্রে মাছ ধরা তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। সুদ্দী বলেন, স্থানটির নাম ছিল আয়লাহ (أيلة) যা ফিলিস্তীনের একটি শহরের নাম এবং যা সাগরের তীরে অবস্থিত ছিল। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে যে, স্থানটি ছিল আয়লাহ ও তূর পাহাড়ের মধ্যবর্তী 'মাদইয়ান' (مدين) নামক শহর।

এলাকার ইহুদীদের পেশা ছিল মাছ ধরা। ওদেরকে আল্লাহ এভাবে পরীক্ষা করেন যে, শনিবারের ইবাদতের দিন ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ উপরে ভেসে উঠে কিনারের ধারে চলে আসত। আবার পরের দিন চলে যেত। ইহুদীরা আল্লাহ্‌র এ পরীক্ষা বুঝতে পারেনি। শয়তানী ধোঁকায় পড়ে ওরা শনিবারের দিন মাছ ধরার ফন্দি আঁটতে লাগলো। অবশেষে তাদের একজন চতুর ব্যক্তি এই কৌশল অবলম্বন করল যে, সাগরতীর থেকে কাছাকাছি নালা খুঁড়ে তাতে জোয়ারের পানি প্রবেশ করালো এবং যার মুখে ভাটিতে মাছ আটকানোর ব্যবস্থা করল। আগের দিন রাতেই সে নালার মুখ খুলে দিল। ফলে শনিবারে তাতে মাছ এসে ভরে গেল। সন্ধ্যায় সে নালার মুখ বন্ধ করে মাছ আটকে দিল এবং পরের দিন রবিবার সকালে তা ধরে নিল। তারপর সে দেখল যে, আল্লাহ্‌র গযব আসলো না। অতএব তার দেখাদেখি অন্যেরাও শুরু করে দিল এবং দুষ্ট লোকেরা ব্যাপকভাবে এই প্রতারণা আরম্ভ করে দিল। শহরের ঈমানদার লোকেরা তাদের বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা কর্ণপাত করল না। ফলে তারা তাদের সঙ্গ ত্যাগ করে পৃথক এলাকা ভাগ করে নিয়ে সেখানে বসবাস করতে থাকে। দুই বসতির মাঝখানে তারা দেওয়াল দিয়ে দেয়। ফলে তাদের যাতায়াত পথও পৃথক হয়ে গেল। এইভাবে ঈমানদারগণ ফাসেকদের থেকে পৃথক হয়ে যাবার পর এবং সর্বোপরি দাঊদ (আঃ) তাদেরকে লা'নত করার পর তাদের উপর আল্লাহ্‌র গযব নেমে এলো।[1]

একদিন ঈমানদার মহল্লার লোকেরা ফাসেকদের মহল্লায় অস্বাভাবিক রকমের নীরবতা দেখতে পেল। তাদের দরজা বন্ধ দেখে তারা সন্দেহে পতিত হলো। অবশেষে তারা দরজা টপকে ভিতরে প্রবেশ করে এক আজব দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে গেল যে, সব কমবয়স্ক পুরুষ ও নারী বানর-বানরী হয়ে গেছে এবং বুড়ো-বুড়ি সব শূকর-শূকরী হয়ে গেছে। অথচ আগের মতোই তাদের মধ্যে মানুষের অনুভূতি ও বোধশক্তি রয়েছে। ঈমানদারগণ তাদের কাছে গেলে তারা তাদের গায়ে মুখ লাগিয়ে কাঁদতে থাকে ও চোখ দিয়ে দরদর করে অশ্রু ঝরাতে থাকে। কিন্তু কিছু বলতে পারে না। তারা কিছু খেতেও পারে না, পান করতেও পারে না। এইভাবে তিন দিন তিন রাত মর্মান্তিক কষ্ট ভোগ করে তারা সবাই মৃত্যু বরণ করে। আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার এই শাস্তি পার্শ্ববর্তী ও দূর-দূরান্ত হ'তে আসা হাযার হাযার মানুষ প্রত্যক্ষ করে। এতে তাদের মধ্যে ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা হ'তে বিরত হয়।[2]

ঈমানদারগণের বেঁচে যাওয়া ও অবাধ্যদের কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হবার এরূপ পাশাপাশি চাক্ষুষ ঘটনা নিঃসন্দেহে শিক্ষাপ্রদ ও পরবর্তীদের উপদেশ গ্রহণের যোগ্য। কুরআন নাযিল না হ'লে পূর্বকালের এই ঘটনা আমরা কখনোই জানতে পারতাম কি-না সন্দেহ। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ-

'অতঃপর আমরা এ ঘটনাকে সমসাময়িক ও পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহভীরুদের জন্য উপদেশে পরিণত

১. *কুরতুবী, ইবনু কাছীর।*
২. *কুরতুবী, ইবনু কাছীর।*

Contents

করি' *(বাক্বারাহ ২/৬৬)*। نَكَال অর্থ الزجر، العقوبة প্রতিফল, ধমকি, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ইত্যাদি। যা সীমা লংঘন থেকে বাধা দেয়। সেজন্য লাগামকে 'নাকাল' (نكال) বলা হয়। কেননা তা বাধা দেয়।

আল্লাহ বলেন, ফিলিস্তীনের আয়লাবাসী অভিশপ্ত ইহুদীদের বানর-শূকরে পরিণত হওয়ার উক্ত ঘটনাকে আমরা সেযুগের লোকদের এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকল পৃথিবীবাসীর জন্য শিক্ষাপ্রদ ঘটনায় এবং উপদেশমূলক দৃষ্টান্তে পরিণত করি। যেমন তার পূর্বে ফেরাউনকে সদলবলে নদীতে ডুবিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেবার ঘটনাকে আল্লাহ জগদ্বাসীর জন্য শিক্ষণীয় ঘটনা হিসাবে উল্লেখ করে বলেন,

فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَّخْشَى-

'অতঃপর আল্লাহ তাকে (ফেরাউনকে) পাকড়াও করলেন পরকাল ও ইহকালের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দ্বারা'। 'নিশ্চয়ই এর মধ্যে শিক্ষা রয়েছে ঐ ব্যক্তির জন্য, যে (আল্লাহকে) ভয় করে' *(নাযে'আত ৭৯/২৫-২৬)*।

অবাধ্য মানুষকে শাস্তি দিয়ে আল্লাহ চান তা দেখে যেন অন্য মানুষ ফিরে আসে এবং আল্লাহ্র প্রতি অনুগত হয়। যেমন তিনি বলেন,

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ-

'আমরা তোমাদের আশপাশের জনপদ সমূহ ধ্বংস করে দিয়েছি এবং বারবার আয়াত সমূহ শুনিয়েছি, যাতে তারা ফিরে আসে' *(আহক্বাফ ৪৬/২৭)*। এখানে মক্কার অবাধ্য লোকদেরকে তাদের পার্শ্ববর্তী শামের আশপাশে আদ, ছামূদ, লূত প্রভৃতি বিগত জাতি সমূহের ধ্বংস লীলার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা তারা জানতো এবং ব্যবসায়িক সফরে গিয়ে ঐসব স্থান দেখবার সুযোগ পেত। বস্তুতঃ এরূপ ধ্বংসের ঘটনা সকল দেশেই আল্লাহ দেখিয়ে থাকেন। কোথাও ভূমিকম্প দিয়ে, কোথাও ঘূর্ণিঝড় বন্যা ও সাইক্লোন দিয়ে, কোথাও আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোতের মাধ্যমে, কোথাও দাবানলের মাধ্যমে, কোথাও ভূমিধ্বসের মাধ্যমে। যাতে অন্য মানুষ তা দেখে আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসে ও তাঁর প্রতি অনুগত হয়। কিন্তু তা থেকে উপদেশ গ্রহণকারী মানুষের সংখ্যা চিরদিনই কম থাকে। আল্লাহ বলেন,

كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ-

'এটাতো (দুনিয়াবী) শাস্তি। আর পরকালের শাস্তি তো আরও ভয়ংকর, যদি তারা জানত' *(ক্বলম ৬৮/৩৩)*।

শিক্ষণীয় বিষয় :

(১) ইহুদীরা মূলতঃ ঈমানদার ছিল। কিন্তু দুনিয়াবী লোভ তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে এবং তওরাতের বিকৃতি, নানা অপব্যাখ্যা ও বিভিন্ন হীলা-বাহানা করে তারা আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করতে থাকে। আল্লাহ তাদেরকে তওবা করার সুযোগ দিয়েছিলেন এবং আযাব পাঠাতে দেরী করেছিলেন। কিন্তু এতে তারা অপরাধ কর্মে আরও দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। এক সময় তারা আল্লাহ্র গযব আসবে বলে ঈমানদারগণের ভয় দেখানোকেই অবিশ্বাস ও উপহাস করতে থাকে। এযুগেও যেটা অবিশ্বাসীদের মধ্যে দেখা যায়।

(২) হীলা-বাহানা ও অবাধ্যতায় নেতৃত্ব দিয়েছিল সম্প্রদায়ের দুশ্চরিত্র কিছু ধূর্ত নেতা। অথচ গযবের শিকার হ'ল বাচ্চা-বুড়ো সবাই। এর দ্বারা অন্যদের সাবধান করা হয় যেন তারা এমন লোকদের নেতা হিসাবে মেনে না নেয়, যাদের কারণে তাদের সবাইকে শাস্তি ভোগ করতে হয়।

(৩) এ ঘটনায় কওমের নেতাদের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারী রয়েছে তারা যেন নিজেদের হীন স্বার্থ ও খেয়াল-খুশীর বশবর্তী হয়ে এমন সব কাজ না করেন, যার ফলে তাদের অনুসারীরা এমনকি তাদের নিষ্পাপ বাচ্চা ও বৃদ্ধরাও আল্লাহ্র গযবের শিকার না হয়ে পড়ে। এ যুগের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অদূরদর্শিতা ও খেয়াল-খুশী নেতৃত্বের কবলে পড়ে সারা বিশ্বে কেবলি বন্দুক আর বোমার তান্ডব চলছে। যাতে হাযারো নিরীহ বনু আদমের জীবনহানি ঘটছে অহরহ। এগুলি আল্লাহ্র অবাধ্যতার দুনিয়াবী প্রতিফল মাত্র। যা অন্যদের জন্য শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত বৈ কিছুই নয়।

وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ 'এবং আল্লাহভীরুদের জন্য উপদেশ'। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, اَلَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 'ঐ ঘটনার পরদিন থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকল আল্লাহ ভীরুদের জন্য এতে উপদেশ রয়েছে' *(ইবনু কাছীর)*। মাওয়ার্দী বলেন, যদিও ঘটনাটি জগদ্বাসী সকলের জন্য শিক্ষাপ্রদ, তথাপি মুত্তাক্বীদের জন্য খাছ করা হয়েছে একারণে যে, তারা উপদেশ গ্রহণের ব্যাপারে অবাধ্য ও হঠকারী কাফেরদের থেকে ভিন্ন'। যুজাজ বলেন, এ ঘটনায় উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত রয়েছে যেন তারা (কোনরূপ হীলা-বাহানায়) আল্লাহকৃত হারামকে হালাল না করে। তাহ'লে তাদের উপরেও অনুরূপ শাস্তি নেমে আসবে, যেরূপ শনিবারের নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারীদের উপরে শাস্তি নেমে এসেছিল' (কুরতুবী)। আল্লাহ বলেন,

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ-

‘আপনি বলুন, তিনিই ক্ষমতাশালী এ ব্যাপারে যে, তিনি তোমাদের উপর আযাব প্রেরণ করবেন তোমাদের উপর থেকে অথবা পদতল থেকে অথবা তোমাদেরকে দলে-উপদলে বিভক্ত করে পরস্পরকে মারমুখো করে একের দ্বারা অন্যের উপর শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবেন। দেখুন, কেমন বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমরা নিদর্শন সমূহ বর্ণনা করি, যাতে তারা বুঝতে পারে’ *(আন'আম ৬/৬৫)*।

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ ইবনু বাত্ত্বাহ হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) প্রমুখাৎ একটি হাদীছ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاترتكبوا ما ارتكب اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل- ‘ইহুদীরা যেরূপ পাপ করেছিল, তোমরা সেরূপ পাপাচার কর না। আর তা এই যে, সামান্যতম বাহানা দিয়েও তোমরা আল্লাহকৃত হারাম সমূহকে হালাল করো না’। ইবনু কাছীর বলেন, وهذا اسناد جيد এর সনদ ‘জাইয়িদ’ (উত্তম)।[৩]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তোমাদের উপর তিনটি ব্যাপারে খুশী হন ও তিনটি ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হন। তিনি খুশী হন এ ব্যাপারে যে, তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না (২) তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে কঠিনভাবে ধারণ করবে এবং বিচ্ছিন্ন হবে না (৩) আল্লাহ যাদেরকে তোমাদের নেতা বানিয়েছেন, তোমরা পরস্পরে তাদের সদুপদেশ দিবে। পক্ষান্তরে তিনটি কাজে তিনি ক্রুদ্ধ হন (১) আজে-বাজে কথা বলা (২) অধিক অধিক প্রশ্ন করা (৩) মাল বিনষ্ট করা।[৪] অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, তিনটি বস্তু মানুষকে ধ্বংস করে। (১) প্রবৃত্তির অনুসরণ করা (২) লোভ-লালসার দাস হওয়া (৩) আত্ম-অহংকারে লিপ্ত হওয়া। শেষেরটিই হ’ল সবচেয়ে মারাত্মক’।[৫]

বস্তুতঃ আজকাল তুচ্ছ কারণে ও নানা হীলা-বাহানায় সমাজে দলাদলি, মামলাবাজি, মাল-সম্পদ ধ্বংস ও খুন-খারাবি লেগেই আছে। সমাজ নেতাগণ জনকল্যাণের বাহানা দিয়ে রাজনীতির নামে সমাজকে দলে দলে বিভক্ত করছেন ও মানুষকে একে অপরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছেন। পরিস্থিতির বাহানা দিয়ে আল্লাহ্র আইনকে পাশ কাটিয়ে নিজেদের মনগড়া আইনের যাঁতাকলে মানুষকে নিষ্পেষণ করে যাচ্ছেন। সূদ-ঘুষ-জুয়া-লটারী-মওজূদদারী ইত্যাকার হারাম সমূহকে কার্যতঃ হালাল করে নিজেদের মনগড়া পুঁজিবাদী আইনের মাধ্যমে নিরীহ মানুষের রক্ত শোষণ করে চলেছেন। অন্যদিকে ধর্মনেতাগণ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে এবং সালাফে ছালেহীনের বুঝকে পাশ কাটিয়ে নানারূপ যুক্তি ও হীলা-বাহানায় নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতা চালিয়ে যাচ্ছেন। এভাবে পৃথিবীতে যুলুম ও অত্যাচার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ফলে ঘূর্ণিঝড় সিডর-নার্গিস, সুনামী, ভূমিকম্প ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে উপর-নীচ সবদিক থেকে গযব আসছে। তবু আমরা সাবধান হচ্ছি না।

মনে রাখা আবশ্যক যে, যালেম ফেরাউনকে সাবধান করার জন্য আল্লাহ তার কওমের উপর একে একে নয় প্রকারের গযব নাযিল করেছিলেন এবং তাকে বিশ বছর অবকাশ দিয়েছিলেন। কিন্তু ফেরাউন এগুলিকে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ ভেবেছিল। মূসা (আঃ)-এর উপদেশে সে কর্ণপাত করেনি। ফলে নেমে আসে চূড়ান্ত শাস্তি এবং সে সদলবলে সাগরে ডুবে মরে। অথচ মূসা ও তাঁর সাথীগণ নাজাত লাভ করেন। আল্লাহ আমাদের হেদায়াত করুন- আমীন!

৩. *আলবানী, ইরওয়া হা/১৫৩৫।*
৪. *মুসলিম হা/৪৫৭৮ ‘বিচার সমূহ’ অধ্যায় ৫নং অনুচ্ছেদ।*
৫. *বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৫১২২।*

দরসে হাদীছ

সামাজিক ঐক্য ও শান্তি

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عن عبادة بن الصامت قال: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. وفي رواية : وَعَلَى أَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيْهِ بُرْهَانٌ. (متفق عليه)-

অনুবাদঃ হযরত ওবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাতে বায়‘আত করলাম এই কথার উপরে যে, আমরা দুঃখে ও সুখে, আনন্দে ও বিষাদে আমীরের আদেশ শ্রবণ করব ও তাঁকে মান্য করব এবং বায়‘আত করলাম এ কথার উপরে যে, আমাদের উপরে অন্যকে প্রাধান্য দিলেও (আমরা আমীরের আনুগত্য করে যাব) এবং একথার উপরে যে, আমরা কখনোই নেতৃত্ব নিয়ে ঝগড়া করব না এবং সর্বদা সত্য কথা বলব। আর আল্লাহ্র জন্য সত্য কথা বলায় কোন তিরষ্কারকারীর তিরষ্কারকে ভয় করব না’।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আমরা নেতৃত্ব নিয়ে ঝগড়া করব না, তবে যখন তোমরা তার মধ্যে প্রকাশ্য কুফরী দেখতে পাবে যে বিষয়ে তোমাদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে প্রমাণ থাকবে’।[৬]

রাবী ওবাদাহ বিন ছামেত আল-খাযরাজী (রাঃ) হ’লেন সৌভাগ্যবান সেই মহান ছাহাবী, যিনি ১২ ও ১৩ নববী বর্ষে হজ্জের মওসুমে ইয়াছরিব হ’তে মক্কায় আগত বায়‘আতকারী দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। শেষোক্ত বায়‘আতে কুবরায় অংশগ্রহণকারী ৭৫ জনকে যে ১২ জন নেতার অধীনে ন্যস্ত করা হয়, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। যাদের নিকট থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পুনরায় ‘নাক্বীব’ হিসাবে বায়‘আত নেন এবং বলেন, তোমরা তোমাদের কওমের উপর দায়িত্বশীল যেমন হাওয়ারীগণ ছিলেন ঈসা ইবনে মারিয়ামের পক্ষ থেকে দায়িত্বশীল’।[৭]

উক্ত বায়‘আতের পূর্বে এর পরকালীন গুরুত্ব এবং সম্ভাব্য দুনিয়াবী কষ্ট-দুঃখ ভোগের কথা তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর তাদের পক্ষ হ’তে প্রশ্ন রাখা হয় যে, আমাদের জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতির বিনিময়ে আমরা কি পাব? জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘জান্নাত’ (الجنـــة)। তখন তারা বলেন, اُبْـــسُطْ يَـــدَكَ ‘আপনার হাত বাড়িয়ে দিন’।[৮] প্রথমে নেতা হিসাবে আস‘আদ বিন যুরারাহ অতঃপর একে একে সবাই রাসূলের হাতে হাত রেখে বায়‘আত করেন ও আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন। ঐ সময় উপস্থিত ৭৫ জনের মধ্যে দু’জন মহিলা মুখে বলার মাধ্যমে বায়‘আত করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে বায়‘আতকারী অন্যতম খ্যাতনামা ছাহাবী জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ খাযরাজী (রাঃ)-এর বর্ণনায় বায়‘আতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলিও উল্লেখিত ছিল। যেমন- (১) আনন্দে ও অলসতায় সর্বদা আমীরের কথা শুনবে ও মানবে (২) কষ্টে ও স্বচ্ছলতায় (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় করবে (৩) সর্বদা ভাল কাজের নির্দেশ দিবে ও অন্যায় কাজে নিষেধ করবে (৪) সর্বদা আল্লাহ্র পথে দণ্ডায়মান থাকবে এবং আল্লাহ্র জন্য কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদকে পরোয়া করবে না (৫) যখন আমি তোমাদের নিকটে (হিজরত করে) পৌঁছে যাব, তখন তোমরা আমাকে সাহায্য করবে এবং যেভাবে তোমরা তোমাদের জান-মাল ও স্ত্রী-সন্তানদের হেফাযত করে থাক, অনুরূপভাবে আমাকে তোমরা হেফাযত করবে। বিনিময়ে তোমাদের জান্নাত লাভ হবে’।[৯] এতে খুশীতে উদ্বেলিত হয়ে তারা বলে ওঠেন, ربح البيع لاَنُقيل ولانستقيل ‘ব্যবসায়িক লাভের এই চুক্তি আমরা কখনোই ভঙ্গ করব না এবং ভঙ্গ করার আবেদনও করব না’।[১০]

এভাবেই সুদূর অতীতে ১৩ নববী বর্ষের হজ্জ মওসুমে ৬২২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে আইয়ামে তাশরীক্বের মধ্যভাগের এক গভীর রাতে অনুষ্ঠিত বায়‘আত ও ইমারতের মাধ্যমে বিশ্ব ইতিহাসে ইসলামী সমাজ বিপ্লবের সূচনা হয়। যার মূল শিকড় প্রোথিত ছিল গভীর ঈমানের উপরে এবং স্রেফ পরকালীন মুক্তির চেতনা ও জান্নাত লাভের উদগ্র বাসনার উপর। যা পরবর্তীতে সৃষ্টি করে শতধাবিভক্ত ও দুনিয়া পূজারী জাহেলী আরবের বুকে এক অনন্য সাধারণ ও ঐক্যবদ্ধ মানবীয় সমাজ, যেখানে ছিল না কোন অমানবিক ক্রিয়াকর্ম, ছিল না অসামাজিক ও অন্যায় কোন তৎপরতা। কারণ বায়‘আত হয়ে থাকে ইসলামী বিধি-বিধান মেনে

৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৬৬ ‘নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা’ অধ্যায়।
৭. যাদুল মা‘আদ ১/৪৩।
৮. সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৪৪৬।
৯. ইমাম আহমাদ ‘হাসান’ সনদে এটি বর্ণনা করেছেন এবং হাকেম ও ইবনু হিব্বান একে ছহীহ বলেছেন; আর-রাহীক্ব পৃঃ ১৪৯।
১০. ইবনু জারীর, কুরতুবী, ইবনু কাছীর, তওবাহ ১১১।

Contents

চলার আন্তরিক ও স্বতঃস্ফূর্ত অঙ্গীকারের উপর। একাকী হৌক বা সম্মিলিতভাবে হৌক ইসলামী বিধানকে নিজ জীবনে ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবায়িত করাই হ'ল বায়'আতের মূল উদ্দেশ্য। যার চূড়ান্ত লক্ষ্য থাকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ও জান্নাত লাভ। সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করার জন্য নির্দিষ্ট নেতৃত্বের অধীনে একদল নিবেদিত প্রাণ কর্মীবাহিনী প্রয়োজন। আর সে উদ্দেশ্যেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাওহীদের দাওয়াত কবুলকারী ব্যক্তিদের বায়'আত ও অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। আজও একই লক্ষ্যে একইভাবে সংগঠন পরিচালিত হ'লে তাতে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে রহমত ও বরকত নাযিল হ'তে পারে। সামাজিক ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে।

তৎকালীন আরবীয় সমাজ ছিল গোত্রীয় কলহ ও দ্বন্দ্বে বিভক্ত ও বিপর্যস্ত সমাজ। ছোট-খাট বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও খুন-খারাবি লেগেই থাকত। ক্ষেতের ফসল খাওয়ায় উষ্ট্র প্রহারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বনু বকর ও বনু তাগলিব গোত্রদ্বয়ের মধ্যে 'বাসূস'-এর যুদ্ধ ৪০ বছর যাবত স্থায়ী হয়েছিল। ঘোড় দৌড়ের সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে আবস ও যুবিয়ান দুই গোত্রের মধ্যে শতাধিক বছর ধরে যুদ্ধ চলে। একইভাবে রাসূলের তরুণ বয়সে মক্কার কুরায়েশ ও পার্শ্ববর্তী হাওয়াযেন গোত্রদ্বয়ের মধ্যেকার 'ফিজার' যুদ্ধ এবং মদীনায় হিজরতের কিছুকাল পূর্বে সেখানকার আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যকার 'বু'আছ' যুদ্ধ ছিল ইতিহাস প্রসিদ্ধ। এইসব যুদ্ধে শত শত মানুষের রক্ত ক্ষয়, গবাদি পশু ও অর্থ-সম্পদ ক্ষয়, নারীর সম্ভ্রমহানি, বিজিত পক্ষকে দাস-দাসী বানানো ইত্যাকার যুলুম ও অত্যাচারে জর্জরিত ছিল গোটা আরবীয় সমাজ। গতকালকের সম্মানী ব্যক্তি আজকে চরমভাবে অপমানিত ও অসম্মানিত ব্যক্তিতে পরিণত হ'তেন। কোন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব না থাকায় গোত্রে-গোত্রে, পাড়ায়-পাড়ায়, নেতৃত্বের কোন্দল স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়েছিল ও তার ফলে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়েছিল।

এমতাবস্থায় মদীনায় হিজরতের পূর্বেই আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সর্বপ্রথম সামাজিক শৃংখলা স্থাপন ও তাকে দীর্ঘস্থায়ী ও সুসংহত করার জন্য আল্লাহ্র হুকুমে বায়'আত ও ইমারতের সূচনা করেন। যা ছিল ইসলামী সমাজ কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এর দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ইসলামী সমাজ ও সংগঠনে আমীরের পরিবর্তন হয় না যতক্ষণ না তিনি প্রকাশ্যে কুফরী করেন এবং তা প্রমাণিত হয়। নইলে অন্য কোন কারণে আমীর পরিবর্তনের সুযোগ রাখা হয়নি। কেননা নেতৃত্বের বিভক্তি মানেই সমাজের বিভক্তি। আর সমাজের বিভক্তি মানেই পরস্পরে গীবত-তোহমত, হিংসা-হানাহানি এবং পরিণামে শক্তিহীন ও মর্যাদাহীন হওয়া। ইসলামী সমাজে যা কখনোই কাম্য নয়।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। তাই সমাজ পরিচালনার জন্য নেতৃত্ব একটি অপরিহার্য বিষয়। মানুষের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নে'মত সমূহের মধ্যে নেতৃত্বের যোগ্যতা একটি বিরল গুণ। সীমিত সংখ্যক মানুষের মধ্যেই আল্লাহ এই গুণ ও যোগ্যতা দান করে থাকেন এবং তাদের মাধ্যমে তিনি পৃথিবীকে আবাদ করে থাকেন। নবী ব্যতীত অন্য নেতাদেরকে আল্লাহ সরাসরি নিয়োগ করেন না। বরং বান্দাদেরকেই নির্দেশ দিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে যোগ্য নেতা বাছাইয়ের জন্য। যদিও নেতা আল্লাহ প্রদত্ত তার নিজস্ব মেধা ও যোগ্যতার বলেই অন্যদের থেকে স্পষ্ট হয়ে যান।

দুনিয়াবী সংগঠন ও ইসলামী সংগঠনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য থাকে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতিগত বিষয়ে। কৃষি ও মৎস্য চাষ প্রকল্প কিংবা বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমুখী সমিতি বা সংস্থা ইত্যাদি দুনিয়াবী সংগঠনের লক্ষ্য থাকে দুনিয়া কেন্দ্রিক। যদিও সেখানেও মুসলমান ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতে বাধ্য। যেমন তারা সমিতিতে কোন সূদী লেনদেন করবে না, মওজূদদারী ও ফটকাবাজারী করে অবৈধ মুনাফা লুটবে না ইত্যাদি। কিন্তু ইসলামী সংগঠনে লক্ষ্য থাকে আখেরাত কেন্দ্রিক। তার কর্মপদ্ধতি থাকে সুন্নাহ কেন্দ্রিক। কেননা প্রতিটি কর্মের এক একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি রয়েছে। অনুরূপভাবে ইসলামী সমাজ বিনির্মানের জন্য নেতৃত্ব নির্বাচনের ও তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের একটি বিশেষ ইসলামী পদ্ধতি রয়েছে। সেই পদ্ধতির বাইরে গিয়ে ইসলামী সমাজ কায়েম করা সম্ভব নয়। সংগঠন হ'ল ইসলামী সমাজ কায়েমের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এই প্রশিক্ষণে উত্তীর্ণ ব্যক্তির পরিবার ও সমাজ পূর্ণভাবে ইসলামী হবে। ক্রমে পুরা মহল্লা ও পুরা সমাজ এক সময় ইসলামী সমাজে পরিণত হবে। একেই বলে 'সমাজ বিপ্লব'। নবীগণ সে কাজটিই করে গেছেন। এর জন্য রাষ্ট্রশক্তি লাভ করা অপরিহার্য নয়। যদিও তা সহায়ক হয়। বরং অনেক সময় তা ক্ষতির কারণ হয়। সঠিক কথা এই যে, আক্বীদার বিপ্লব স্থায়ী। কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি সাময়িক। আক্বীদাই রাজনীতির নিয়ামক শক্তি। যেমন অধিকাংশ জনগণ ইসলামী আক্বীদার অনুসারী হওয়ার কারণেই সেদিনের পরাধীন পূর্ববঙ্গ আজ স্বাধীন 'বাংলাদেশ'-এর রাষ্ট্রীয় রূপ লাভ করেছে।

ইসলামী সংগঠনের স্তম্ভ হ'ল তিনটিঃ আমীর, মামূর ও এত্বা'আত। নির্দেশ দাতা, নির্দেশ পালনকারী ও আনুগত্য। এই তিনটি স্তম্ভের মধ্যে বিদ্যুতের কাজ করে আখেরাতে মুক্তি লাভের চেতনা। এই চেতনা যত যোরদার হয়, সংগঠন তত যোরদার ও শক্তিশালী হয়। আমীর যখন কোন শারঈ নির্দেশ দেন এবং মামূর তা আখেরাতে মুক্তির চেতনায় গ্রহণ করেন, তখন তাতে আল্লাহ্র রহমত নেমে আসে ও কাজে বরকত হয়। এর ফলে উভয়ের মধ্যে

Contents

সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার দৃঢ় বন্ধন সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই চেতনা বিলুপ্ত হ'লে ইসলামী সংগঠন মৃত লাশে পরিণত হয়। বিদ্যুৎ চলে গেলে যেমন ঘর অন্ধকার হয়ে যায়।

ইসলামী সংগঠনের উক্ত ইমারত শারঈ বা রাষ্ট্রীয় উভয়টিই হ'তে পারে। কিংবা দু'টি একত্রে হ'তে পারে। উভয় প্রকার আমীরের প্রতি আনুগত্যের বায়'আত একান্ত যরূরী। শারঈ বা সাংগঠনিক আমীর অপরাধীর জন্য আল্লাহ নির্ধারিত দণ্ড সমূহ জারি করবেন না বা বহিঃশক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করবেন না। কেননা এ দায়িত্ব ইসলাম কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় আমীর বা খলীফার জন্য নির্ধারিত করেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাক্কী জীবনে শারঈ বা সাংগঠনিক আমীর ছিলেন। এ সময় তাঁর উপরে শারঈ হুদূদ বা দণ্ডবিধি জারি করার নির্দেশ আসেনি। অতঃপর মাদানী জীবনে তিনি রাষ্ট্রীয় আমীর হন। কিন্তু উভয় অবস্থায় তাঁর প্রতি বায়'আত ও আনুগত্য উম্মতের উপর ফরয ছিল। অতএব সর্বাবস্থায় একজন শারঈ আমীরের অধীনে ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামী অনুশাসন মোতাবেক জামা'আতী যিন্দেগী যাপন করা মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। ইসলামী রাষ্ট্র থাক বা না থাক সেটা শর্ত নয়। আমীর যতদিন আল্লাহভীরু, আমানতদার ও শক্তিশালী থাকেন, ততদিন তাঁকে ঐ দায়িত্ব থেকে সরানো জায়েয নয়।

বর্তমান যুগের ক্ষমতা কেন্দ্রিক, মেয়াদ ভিত্তিক এবং দল ও প্রার্থীভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থাই মূলতঃ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে অহরহ মারামারি-কাটাকাটি ও সামাজিক অশান্তির মূল কারণ। এ সমাজের মানুষ সর্বদা দুনিয়ার লোভে ও ক্ষমতার নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। মিত্রদের প্রতি মিথ্যা আশ্বাস, বিরোধীদের প্রতি ভিত্তিহীন অপবাদ ও সর্বদা প্রতারণার কৌশল নির্ধারণ তার দিন-রাতের সাধনা হয়ে থাকে। ফলে তার পুরা জীবনটাই একটা নাপাক ও কলুষিত জীবনে পরিণত হয়। জাহেলী আরবের গোত্রীয় দ্বন্দ্ব আজকের বিশ্বের রাজনৈতিক দলীয় দ্বন্দ্বে রূপ লাভ করেছে। সরকারী ও বিরোধী দলীয় বর্তমান রাজনৈতিক সমাজ ব্যবস্থা মানুষকে পরস্পরে মুখোমুখি সংঘর্ষে নিক্ষেপ করেছে। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

দরসে বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বায়'আত ও ইমারতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং এটাকেই মদীনায় হিজরতের পূর্বশর্ত গণ্য করে স্থায়ীভাবে সেখানকার সামাজিক হানাহানি বন্ধ করতে চেয়েছেন এবং মদীনার যুদ্ধক্লান্ত দুই গোত্র আউস ও খাযরাজকে তাঁর একক নেতৃত্বের অধীনে এনে সামাজিক ঐক্যের ভিত্তি স্থাপনের পরেই তিনি আল্লাহ্‌র হুকুমে মদীনায় হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন। অতঃপর অত্র বায়'আতে কুবরা-র মাত্র ৭৫ দিনের মাথায় তিনি মক্কা থেকে ইয়াছরিবের উদ্দেশ্যে হিজরতের সূচনা করেন। এ ঘটনার মধ্যে একজন দূরদর্শী সমাজ ও রাষ্ট্রনেতা হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর গভীর প্রজ্ঞা ফুটে উঠেছে।

আনুগত্যের গুরুত্বঃ

ইমারতের প্রতি আনুগত্যের গুরুত্ব বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, من يطع الامير فقد اطاعنى ومـــن يعص الاميرفقـــد عـــصانى 'যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল এবং যে ব্যক্তি আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমার অবাধ্যতা করল'...।[১১]

২- তিনি বলেন, 'যদি তোমাদের উপর কোন নাক-কান কাটা হাবশী গোলামও 'আমীর' হন এবং তিনি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত করেন, তাহ'লে তোমরা তার আদেশ শ্রবণ কর ও তাকে মান্য কর'।[১২]

৩- তিনি বলেন, من رأى من اميره شيئا يكرهُهُ فليـــصبر فانه ليس احد يفارق الجماعة شبرًا فيموت الا مات ميتة جاهلية– 'যে ব্যক্তি তার আমীরের কাছ থেকে অপসন্দনীয় কিছু দেখবে, তখন সে যেন তাতে ছবর করে। কেননা যে ব্যক্তি জামা'আত হ'তে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে মারা গেল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল'।[১৩]

৪- তিনি এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেল এবং জামা'আত থেকে পৃথক হয়ে গেল ও মারা গেল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল। আর যে ব্যক্তি অন্ধ-ধন্দ ব্যক্তির পতাকাতলে থেকে লড়াই করে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কালেমাকে উচ্চ করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং স্বার্থান্ধ ব্যক্তির নেতৃত্বে লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যে লড়াই করে) এবং যিদের কারণে রুষ্ট হয় ও গোঁড়ামির দিকে লোকদের আহ্বান করে (আল্লাহ্‌র দিকে নয়) অথবা গোঁড়ামির পক্ষ অবলম্বন করে কাউকে সাহায্য করে এবং এমতাবস্থায় সে নিহত হয়, তাহ'লে তার এই মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু হবে'...।[১৪]

৫- তিনি কঠোর ধমকি দিয়ে বলেন,

من اتاكم وامركم جميع على رجل واحد يريد أن يَشُقَّ عصاكم او يُفَرِّقَ جماعتَ–كم فاقتلوه–

---

১১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৬১।*
১২. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৬২।*
১৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৬৮।*
১৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৬৯।*

Contents

‘তোমাদের নেতৃত্ব যখন একজনের নিকট নিবদ্ধ রয়েছে, এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি এসে যদি তোমাদের ঐক্য বিনষ্ট করতে চায় কিংবা তোমাদের জামা‘আতে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে চায়, তখন তোমরা তাকে হত্যা কর’।[১৫]

৬- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

من خلع يدأ من طاعة لَقِىَ اللهَ يومَ القيا مة ولا حجةَ له ومن مات وليس فى عنقه بيعةٌ مات ميتةً جاهليةً-

‘যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য হ’তে হাত গুটিয়ে নিল, সে ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করবে এমন অবস্থায় যে (ঐ দিন বাঁচার জন্য) তার নিকট কোন প্রমাণ থাকবে না। আর যে ব্যক্তি মারা গেল, অথচ তার গর্দানে আমীরের আনুগত্যের বায়‘আত নেই, সে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল’।[১৬]

বস্তুতঃ সমাজ ও সংগঠনকে আদর্শনিষ্ঠ, ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী রাখার জন্য এবং সনৈঃ সনৈঃ উন্নতি ও অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরোক্ত বাণীসমূহ এবং উক্ত মর্মের অন্যান্য হাদীছ সমূহ যেকোন মুখলিছ ঈমানদার মুসলমানকে পথ প্রদর্শন করে থাকে। আল্লাহ বলেন, وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً ‘আর তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে’ *(ইসরা ১৭/৩৪)*।

বায়‘আতের পুরস্কারঃ

মাক্কী জীবনে পরপর তিন বছরে অনুষ্ঠিত তিনটি বায়‘আতের সর্বশেষ উক্ত বায়‘আতে কুবরা-র পুরস্কার হিসাবে আল্লাহ পাক খুশী হয়ে সূরা তওবাহ ১১১ আয়াত নাযিল করেন *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। যেখানে আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ-

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ খরিদ করে নিয়েছেন মুমিনদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে। তারা লড়াই করে আল্লাহ্‌র রাস্তায়। অতঃপর মারে ও মরে। উপরোক্ত সত্য ওয়াদা মওজূদ রয়েছে তওরাত, ইনজীল ও কুরআনে। আল্লাহ্‌র চাইতে ওয়াদা পূর্ণকারী আর কে আছে? অতএব তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর তোমাদের ক্রয়-বিক্রয়ের (বায়‘আতের) উপরে, যা তোমরা সম্পাদন করেছ তাঁর (রাসূলের) সাথে। আর সেটাই হ’ল মহান সফলতা’ *(তওবাহ ৯/১১১)*।

মাদানী জীবনেও হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে সেখানে একটি বৃক্ষের ছায়াতলে চৌদ্দশ’ ছাহাবী আল্লাহ্‌র রাসূলের হাতে হাত রেখে বায়‘আতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নামে যে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তাতে খুশী হয়ে আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় নাযিল করেন।[১৭]

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً-

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা বৃক্ষের নীচে আপনার নিকটে বায়‘আত করেছে। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে পুরস্কার স্বরূপ আসন্ন বিজয় (হোদায়বিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয়) দান করলেন’ *(ফাৎহ ৪৮/১৮)*।

একই প্রসঙ্গে অন্য আয়াতে তিনি বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً-

‘নিশ্চয়ই যারা আপনার হাতে বায়‘আত করেছে, তারা তো আল্লাহ্‌র হাতে বায়‘আত করেছে। আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপরে ছিল। অতঃপর যে ব্যক্তি বায়‘আত ভঙ্গ করে, সে অবশ্যই নিজের ক্ষতির জন্য তা করে। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, আল্লাহ সত্বর তাকে মহা পুরস্কার দান করবেন’ *(ফাৎহ ৪৮/১০)*।

বলা বাহুল্য মুসলমানদের সেদিনের বায়‘আত ছিল নিঃস্বার্থ ও স্রেফ জান্নাতী চেতনার উপর ভিত্তিশীল। আজও যদি সেইরূপ কিছু মুমিন নর-নারী আল্লাহ্‌র নামে নিঃস্বার্থভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী নিজেদের সার্বিক জীবন গড়ায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, তাহ’লে বাংলার সমাজ ঐক্যবদ্ধ ও শান্তিময় সমাজে পরিবর্তন করা সম্ভব। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দিন এবং আখেরাতে মহা পুরস্কারের ভূষিত করুন- আমীন!

---

১৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭৮।*
১৬. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭৪।*
১৭. *আর-রাহীক্ব পৃঃ ৩৪২; কুরতুবী, ইবনু কাছীর।*

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(৮ম কিস্তি)

৭. হযরত লূত্ব (আঃ)

হযরত লূত্ব (আঃ) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ভাতিজা। চাচার সাথে তিনিও জন্মভূমি 'বাবেল' শহর থেকে হিজরত করে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের অদূরে কেন'আনে চলে আসেন। আল্লাহ পাক লূত্ব (আঃ)-কে নবুঅত দান করেন এবং কেন'আন থেকে অল্প দূরে জর্ডান ও বায়তুল মুক্বাদ্দাসের মধ্যবর্তী 'সাদূম' অঞ্চলের অধিবাসীদের পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেন। এ এলাকায় সাদূম, আমূরা, দূমা, ছা'বাহ, ছা'ওয়াহ।[১৮] নামে বড় বড় পাঁচটি শহর ছিল। কুরআন পাক বিভিন্ন স্থানে এদের সমষ্টিকে 'মু'তাফেকাহ' *(নাজম ৫৩/৫৩)* বা 'মু'তাফেকাত' *(তওবাহ ৯/৭০, হাক্বক্বাহ ৬৯/৯)* শব্দে বর্ণনা করেছে। যার অর্থ 'জনপদ উল্টানো শহরগুলি'। এ পাঁচটি শহরের মধ্যে সাদূম (سدوم) ছিল সবচেয়ে বড় এবং সাদূমকেই রাজধানী মনে করা হ'ত। হযরত লূত্ব (আঃ) এখানেই অবস্থান করতেন। এখানকার ভূমি ছিল উর্বর ও শস্য-শ্যামল। এখানে সর্বপ্রকার শস্য ও ফলের প্রাচুর্য ছিল। এসব ঐতিহাসিক তথ্য বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। 'সাদূম' সম্পর্কে সকলে একমত। বাকী শহরগুলির নাম কি, সেগুলির সংখ্যা তিনটি, চারটি না ছয়টি, সেগুলিতে বসবাসকারী লোকজনের সংখ্যা কয়শত, কয় হাযার বা কয় লাখ ছিল, সেসব বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। এগুলি ইস্রাঈলী বর্ণনা, যা কেবল ইতিহাসের বস্তু হিসাবে গ্রহণ করা যায়। কুরআন বা হাদীছে শুধু মূল বিষয়বস্তুর বর্ণনা এসেছে, যা মানবজাতির জন্য শিক্ষণীয়।

লূত্ব (আঃ)-এর দাওয়াত

লূত্ব (আঃ)-এর কওম আল্লাহ্র ইবাদত ছেড়ে শিরক ও কুফরীতে লিপ্ত হয়েছিল। দুনিয়াবী উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হওয়ার কারণে তারা সীমা লঙ্ঘনকারী জাতিতে পরিণত হয়েছিল। পূর্বেকার ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলির ন্যায় তারা চূড়ান্ত বিলাস-ব্যসনে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। অন্যায়-অনাচার ও নানাবিধ দুষ্কর্ম তাদের মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এমনকি পুংমৈথুন বা সমকামিতার মত নোংরামিতে তারা লিপ্ত হয়েছিল, যা ইতিপূর্বেকার কোন জাতির মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়নি। জন্তু-জানোয়ারের চেয়ে নিকৃষ্ট ও হঠকারী এই কওমের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ লূত্ব (আঃ)-কে প্রেরণ করলেন। কুরআনে লূত্বকে 'তাদের ভাই' *(শো'আরা ২৬/১৬১)* বলা হ'লেও তিনি ছিলেন সেখানে মুহাজির। নবী ও উম্মতের সম্পর্কের কারণে তাঁকে 'তাদের ভাই' বলা হয়েছে। তিনি এসে পূর্বেকার নবীগণের ন্যায় প্রথমে তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে বললেন,

إِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ أَمِيْنٌ، فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، أَتَأْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِيْنَ-

'আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি এর জন্য তোমাদের নিকটে কোনরূপ প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্বপ্রভু আল্লাহ দিবেন' *(শো'আরা ২৬/১৬২-১৬৫)*। অতঃপর তিনি তাদের বদভ্যাসের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, 'বিশ্ববাসীর মধ্যে কেন তোমরাই কেবল পুরুষদের নিকটে (কুকর্মের উদ্দেশ্যে- আ'রাফ ৭/৮১) এসে থাক'? 'আর তোমাদের স্ত্রীগণকে বর্জন কর, যাদেরকে তোমাদের জন্য তোমাদের পালনকর্তা সৃষ্টি করেছেন? নিঃসন্দেহে তোমরা সীমা লঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়' *(শো'আরা ২৬/১৬৫-১৬৬)*। জবাবে কওমের নেতারা বলল,

لَئِنْ لَّمْ تَنتَهِ يَا لُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ، قَالَ إِنِّيْ لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِيْنَ-

'হে লূত্ব! যদি আপনি (এসব কথাবার্তা থেকে) বিরত না হন, তাহ'লে আপনি অবশ্যই বহিস্কৃত হবেন'। তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের এইসব কাজকে ঘৃণা করি' *(শো'আরা ২৬/১৬৭-১৬৮)*। তিনি তাদের তিনটি প্রধান নোংরামির কথা উল্লেখ করে বলেন, 'তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ কখনো করেনি'। 'তোমরা কি পুংমৈথুনে লিপ্ত আছ, রাহাজানি করছ এবং নিজেদের মজলিসে প্রকাশ্যে গর্হিত কর্ম করছ'? জবাবে তাঁর সম্প্রদায় কেবল একথা বলল যে, 'আমাদের উপরে আল্লাহ্র গযব নিয়ে এসো, যদি তুমি সত্যবাদী হও'। তিনি তখন বললেন, 'হে আমার পালনকর্তা! এই দুস্কৃতিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তুমি আমাকে সাহায্য কর' *(আনকাবূত ২৯/২৮-৩০; আ'রাফ ৭/৮০)*।

লূত্ব (আঃ)-এর দাওয়াতের ফলশ্রুতি

নিজ কওমের প্রতি হযরত লূত্ব (আঃ)-এর দাওয়াতের ফলশ্রুতি মর্মান্তিক রূপে প্রতিভাত হয়। তারা এতই হঠকারী ও নিজেদের পাপকর্মে অন্ধ ও নির্লজ্জ ছিল যে, তাদের একটাই জবাব ছিল যে, তুমি যে গযবের ভয় দেখাচ্ছ, তা নিয়ে আস দেখি? কিন্তু কোন নবীই স্বীয় কওমের ধ্বংস চান না। তাই তিনি ছবর করেন ও তাদেরকে বারবার উপদেশ দিতে থাকেন। তখন তারা অধৈর্য হয়ে বলে যে, أَخْرِجُوْهُم مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ

১৮. *কুরতুবী, ইবনু কাছীর, হূদ ৭৩।*

يَتَطَهَّرُوْنَ– 'এদেরকে তোমাদের শহর থেকে বের করে দাও। এই লোকগুলি সর্বদা পবিত্র থাকতে চায়' *(আ'রাফ ৭/৮২; নমল ২৭/৫৬)*। তারা আল্লাহভীতি থেকে বেপরওয়া হয়ে অসংখ্য পাপকর্মে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। কুরআন তাদের তিনটি প্রধান পাপ কর্মের উল্লেখ করেছে। (১) পুংমৈথুন (২) রাহাজানি এবং (৩) প্রকাশ্য মজলিসে কুকর্ম করা *(আনকাবূত ২৯/২৯)*।

বলা বাহুল্য, সাদূমবাসীদের পূর্বে পৃথিবীতে কখনো এরূপ কুকর্ম কেউ করেছে বলে শোনা যায়নি। এমনকি অতি বড় মন্দ ও নোংরা লোকদের মধ্যেও কখনো এরূপ নিকৃষ্টতম চিন্তার উদ্রেক হয়নি। উমাইয়া খলীফা অলীদ ইবনে আবদুল মালেক *(৮৬/৭০৫-৯৭/৭১৬ খৃঃ)* বলেন, কুরআনে লূত্ব (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের ঘটনা উল্লেখ না থাকলে আমি কল্পনাও করতে পারতাম না যে, কোন মানুষ এরূপ নোংরা কাজ করতে পারে'।[১৯] তাদের এই দুষ্কর্মের বিষয়টি দু'টি কারণে ছিল তুলনাহীন। এক- এ কুকর্মের কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত ছিল না এবং একাজ সম্পূর্ণ নতুনভাবে তারা চালু করেছিল। দুই- এ কুকর্ম তারা প্রকাশ্য মজলিসে করত, যা ছিল বেহায়াপনার চূড়ান্ত রূপ।

বস্তুতঃ মানুষ যখন দেখে যে, সে কারু মুখাপেক্ষী নয়, তখন সে বেপরওয়া হয়' *(আলাক্ব ৯৬/৬-৭)*। সাদূমবাসীদের জন্য আল্লাহ স্বীয় নে'মত সমূহের দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা তার শুকরিয়া আদায় না করে কুফরী করে এবং ধনৈশ্বর্যের নেশায় মত্ত হয়ে বিলাস-ব্যসন, কাম-প্রবৃত্তি ও লোভ-লালসার জালে এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে যে, লজ্জা-শরম ও ভাল-মন্দের স্বভাবজাত পার্থক্যবোধটুকুও হারিয়ে ফেলে। তারা এমন প্রকৃতি বিরুদ্ধ নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়, যা হারাম ও কবীরা গোনাহ তো বটেই, কুকুর-শূকরের মত নিকৃষ্ট জন্তু-জানোয়ারও এর নিকটবর্তী হয় না। তারা এমন বদ্ধ নেশায় মত্ত হয় যে, লূত্ব (আঃ)-এর উপদেশবাণী ও আল্লাহ্র গযবের ভীতি প্রদর্শন তাদের হৃদয়ে কোন রেখাপাত করেনি। উল্টা তারা তাদের নবীকেই শহর থেকে বের করে দেবার হুমকি দেয় এবং বলে যে, 'তোমার প্রতিশ্রুত আযাব এনে দেখাও, যদি তুমি সত্যবাদী হও' *(আনকাবূত ২৯/২৯)*। তখন লূত্ব (আঃ) বিফল মনোরথ হয়ে আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করলেন। ফলে যথারীতি গযব নেমে এল। উল্লেখ্য যে, বর্তমান বিশ্বে মহামারী আকারে যে মরণ ব্যাধি এইড্‌সের বিস্তৃতি ঘটেছে, তার মূল কারণ হ'ল পুংমৈথুন, পায়ু মৈথুন ও সমকামিতা। ইসলামী শরী'আতে এই কুকর্মের একমাত্র শাস্তি হ'ল উভয়ের মৃত্যুদণ্ড (যদি উভয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে একাজ করে)।[২০]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, অভিশপ্ত ঐ ব্যক্তি, যে লূতের কওমের মত কুকর্ম করে।[২১] অন্যত্র তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির প্রতি ফিরে তাকাবেন না, যে ব্যক্তি কোন পুরুষ বা নারীর মলদ্বারে মৈথুন করে'।[২২] তিনি বলেন, আমি আমার উম্মতের জন্য সবচেয়ে (ক্ষতিকর হিসাবে) ভয় পাই লূত জাতির কুকর্মের'।[২৩] এইড্‌সের আতংকে ভয়ার্ত মানবজাতি শেষ নবীর উক্ত বাণীগুলির প্রতি দৃষ্টি দিবে কি?

গযবের বিবরণ

আল্লাহ্র হুকুমে কয়েকজন ফেরেশতা মানুষের রূপ ধারণ করে প্রথমে হযরত ইবরাহীমের বাড়ীতে পদার্পণ করলেন। তিনি তাদেরকে মেহমানদারীর জন্য একটা আস্ত বাছুর গরু যবেহ করে ভুনা করে তাদের সামনে পরিবেশন করলেন। কিন্তু তারা তাতে হাত দিলেন না। এতে ইবরাহীম (আঃ) ভয় পেয়ে গেলেন *(হূদ ১১/৬৯-৭০)*। কেননা এটা ঐ সময়কার দস্যু-ডাকাতদেরই স্বভাব ছিল যে, তারা যে বাড়ীতে ডাকাতি করত বা যাকে খুন করতে চাইত, তার বাড়ীতে খেত না। ফেরেশতাগণ নবীকে অভয় দিয়ে নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আমরা এসেছি অমুক শহরগুলি ধ্বংস করে দিতে। ইবরাহীম একথা শুনে তাদের সাথে 'তর্ক জুড়ে দিলেন' *(হূদ ১১/৭৪)* এবং বললেন, 'সেখানে যে লূত্ব আছে। তারা বললেন, সেখানে কারা আছে, আমরা তা ভালভাবেই জানি। আমরা অবশ্যই তাকে ও তার পরিবারকে রক্ষা করব, তবে তাঁর স্ত্রী ব্যতীত। সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আনকাবূত ২৯/৩১-৩২)*। অতঃপর তারা ইবরাহীম দম্পতিকে ইসহাক্ব-এর জন্মের সুসংবাদ শুনালেন।

উল্লেখ্য যে, বিবি সারা ছিলেন নিঃসন্তান। অতি বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে হযরত ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ দেওয়া হয়। শুধু তাই নয় ইসহাকের পরে তার ঔরসে যে ইয়াকূবের জন্ম হবে সেটাও জানিয়ে দেওয়া হ'ল *(হূদ ১১/৭১-৭২)*। উল্লেখ্য যে, ইয়াকূবের অপর নাম ছিল 'ইস্রাঈল' এবং তাঁর বংশধরগণকে বনু ইস্রাঈল বলা হয়। যে বংশে হাযার হাযার নবীর আগমন ঘটে।

কেন'আনে ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট থেকে বিদায় হয়ে ফেরেশতাগণ সাদূম নগরীতে 'লূত্ব (আঃ)-এর গৃহে উপস্থিত হ'লেন' *(হিজর ১৫/৬১)*। এ সময় তাঁরা অনিন্দ্য সুন্দর নওজোয়ান রূপে আবির্ভূত হন। কেননা আল্লাহ তা'আলা যখন কোন জাতিকে ধ্বংস করেন, তখন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের পরীক্ষা নেন। সাদূম জাতি তাদের এই চূড়ান্ত পরীক্ষায় ব্যর্থকাম হ'ল। তারা যখন জানতে পারল যে, লূত্ব-এর বাড়ীতে অতীব সুদর্শন কয়েকজন নওজোয়ান

---

১৯. *তাফসীরে ইবনে কাছীর, আ'রাফ ৮০।*
২০. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত, সনদ হাসান হা/৩৫৭৫ 'দণ্ডবিধি সমূহ' অধ্যায়।*
২১. *রাযীন, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৩৫৮৩।*
২২. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৫৮৫।*
২৩. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৫৭৭।*

Contents

এসেছে, 'তখন তারা খুশীতে আত্মহারা হয়ে সেদিকে ছুটে এল' *(হূদ ১১/৭৮)*। এ দৃশ্য দেখে লূত্ব (আঃ) তাদেরকে অনুরোধ করে বললেন, فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلاَ تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ– 'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। অতিথিদের ব্যাপারে তোমরা আমাকে লজ্জিত করো না। তোমাদের মধ্যে কি একজনও ভাল মানুষ নেই'? *(হূদ ১১/৭৮)*। কিন্তু তারা কোন কথাই শুনলো না। তারা দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢোকার উপক্রম করল। লূত্ব (আঃ) বললেন, হায়! وَقَالَ هَـٰذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ– 'আজকে আমার জন্য বড়ই সংকটময় দিন' *(হূদ ১১/৭৭)*। তিনি বললেন, لَوْ أَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيْدٍ– 'হায়! যদি তোমাদের বিরুদ্ধে আমার শক্তি থাকত, অথবা আমি কোন সুদৃঢ় আশ্রয় পেতাম' *(হূদ ১১/৮০)*। এবার ফেরেশতাগণ আত্মপরিচয় দিলেন এবং লূত্বকে অভয় দিয়ে বললেন, يَا لُوْطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُواْ إِلَيْكَ 'হে লূত্ব! আমরা আপনার প্রভুর প্রেরিত ফেরেশতা। ওরা কখনোই আমাদের নিকটে পৌঁছতে পারবে না' *(হূদ ১১/৮১)*।

এজন্যেই আমাদের রাসূল (ছাঃ) বলেন, يرحم الله لوطا لقد كان يأوى إلى ركن شديد. 'আল্লাহ রহম করুন লূত্বের উপরে, তিনি সুদৃঢ় আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন' (অর্থাৎ আল্লাহ্র আশ্রয়)।[২৪] অতঃপর জিবরীল তাদের দিকে পাখার ঝাপটা মারতেই সব লোকগুলো অন্ধ হয়ে ভেগে গেল। আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، 'ওরা লূত্বের কাছে তার মেহমানদের দাবী করেছিল। তখন আমি তাদের দৃষ্টি বিলুপ্ত করে দিলাম। অতএব আস্বাদন কর আমার শাস্তি ও হুঁশিয়ারী' *(ক্বামার ৫৪/৩৭)*।

অতঃপর ফেরেশতাগণ হযরত লূত্ব (আঃ)-কে স্বীয় পরিবারবর্গসহ *(ক্বামার ৫৪/৩৪)* 'কিছু রাত থাকতেই' এলাকা ত্যাগ করতে বললেন এবং বলে দিলেন যেন 'কেউ পিছন ফিরে না দেখে। তবে আপনার বৃদ্ধা স্ত্রী ব্যতীত'। নিশ্চয়ই তার উপর ঐ গযব আপতিত হবে, যা ওদের উপরে হবে। ভোর পর্যন্তই ওদের মেয়াদ। ভোর কি খুব নিকটে নয়'? *(হূদ ১১/৮১; শো'আরা ২৬/১৭১)*। লূত্ব (আঃ)-এর স্ত্রী ঈমান আনেননি এবং হয়তবা স্বামীর সঙ্গে রওয়ানাই হননি। আল্লাহ আরও বললেন, وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ– 'আপনি তাদের পিছে অনুসরণ করুন। আর কেউ যেন পিছন ফিরে না তাকায়। আপনারা আপনাদের নির্দেশিত স্থানে চলে যান' *(হিজর ১৫/৬৫)*। এখানে আল্লাহ লূত্বকে হিজরতকারী দলের পিছে থাকতে বললেন। বস্তুতঃ এটাই হ'ল নেতার কর্তব্য।

অতঃপর আল্লাহ্র হুকুমে অতি প্রত্যুষে গযব কার্যকর হয়। লূত্ব ও তাঁর সাথীগণ যখন নিরাপদ দূরত্বে পৌছেন, তখন জিবরীল (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশ পাওয়া মাত্র ছুবহে ছাদিক-এর সময় একটি প্রচণ্ড নিনাদের মাধ্যমে তাদের শহরগুলিকে উপরে উঠিয়ে উপুড় করে ফেলে দিলেন এবং সাথে সাথে প্রবল বেগে ঘূর্ণিবায়ুর সাথে প্রস্তর বর্ষণ শুরু হয়। যেমন আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ- مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ بِبَعِيدٍ–

'অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছল, তখন আমি উক্ত জনপদের উপরকে নীচে করে দিলাম এবং তার উপরে স্তরে স্তরে কংকর-প্রস্তর বর্ষণ করলাম'। 'যার প্রতিটি তোমার প্রভুর নিকটে চিহ্নিত ছিল। আর ঐ ধ্বংসস্থলটি (বর্তমান আরবীয়) যালেমদের থেকে বেশী দূরে নয়' *(হূদ ১১/৮২-৮৩)*।

এটা ছিল তাদের কুকর্মের সাথে সামঞ্জস্যশীল শাস্তি। কেননা তারা যেমন আল্লাহ্র আইন ও প্রাকৃতিক বিধানকে উল্টিয়েছিল অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গ বাদ দিয়ে মানুষের স্বভাববিরুদ্ধভাবে পুংমৈথুনে ও সমকামিতায় লিপ্ত হয়েছিল, ঠিক তেমনি তাদেরকে মাটি উল্টিয়ে উপুড় করে শাস্তি দেওয়া হ'ল।

ডঃ জামু বলেন, তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন আকারের এক হাযার উল্কাপিণ্ড সংগ্রহ করেন। তন্মধ্যে সবচেয়ে বড়টির ওযন ছিল ৩৬ টন। এর মধ্যে অনেকগুলি আছে নুড়ি পাথর, যাতে গ্রানাইট ও কাঁচা অক্সাইড লৌহ মিশ্রিত। তাতে লাল বর্ণের চিহ্ন অংকিত ছিল এবং ছিল তীব্র মর্মভেদী। বিস্তর গবেষণার পরে স্থির হয় যে, এগুলি সেই প্রস্তর, যা লূত জাতির উপরে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল' (সংক্ষেপায়িত)।[২৫] ইতিহাস-বিজ্ঞান বলে, সাদূম ও আমুরার উপরে গন্ধক (Sulpher)-এর আগুন বর্ষিত হয়েছিল।[২৬]

হযরত লূত্ব (আঃ)-এর নাফরমান কওমের শোচনীয় পরিণতি বর্ণনা করার পর দুনিয়ার অপরাপর জাতিকে সতর্ক করার জন্য আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, وَمَاهِيَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ، '(জনপদ উল্টানো ও প্রস্তর বর্ষণে নিশ্চিহ্ন ঐ ধ্বংসস্থলটি) বর্তমান কালের যালেমদের থেকে খুব বেশী দূরে নয়' *(হূদ ১১/৮৩)*। মক্কার কাফেরদের জন্য উক্ত ঘটনাস্থল ও ঘটনার সময়কাল খুব বেশী দূরের ছিল না।

২৪. *বুখারী হা/৩১৩৫; মুসলিম হা/২১৬; মিশকাত হা/৫৭০৫*।

২৫. *মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব পৃঃ ২৫৬*।
২৬. *স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব, পৃঃ ২৫৮*।

মক্কা থেকে ব্যবসায়িক সফরে সিরিয়া যাতায়াতের পথে সর্বদা সেগুলো তাদের চোখে পড়ত। কিন্তু তা থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতো না। বরং শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে অবিশ্বাস করত ও তাঁকে অমানুষিক কষ্ট দিত। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

إذا استحلت أمتي خمسا فعليهم الدمار إذا ظهر التلا عن وشربوا الخمور ولبسوا الحرير واتخذوا القيان واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء –رواه البيهقي

'যখন আমার উম্মত পাঁচটি বিষয়কে হালাল করে নেবে, তখন তাদের উপর ধ্বংস নেমে আসবে। (১) যখন পরস্পরে অভিসম্পাৎ ব্যাপক হবে (২) যখন তারা মদ্যপান করবে (৩) রেশমের কাপড় পরিধান করবে (৪) গায়িকা-নর্তকী গ্রহণ করবে (৫) পুরুষ-পুরুষে ও নারী-নারীতে সমকামিতা করবে'।[২৭]

ধ্বংসস্থলের বিবরণ

কওমে লূত্ব-এর বর্ণিত ধ্বংসস্থলটি বর্তমানে 'বাহরে মাইয়েত' বা 'বাহরে লূত্ব' অর্থাৎ 'মৃত সাগর' বা 'লূত্ব সাগর' নামে খ্যাত। যা ফিলিস্তীন ও জর্ডান নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বিশাল অঞ্চল স্থান জুড়ে নদীর রূপ ধারণ করে আছে।[28] যেটি সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে বেশ নীচু। এর পানিতে তৈলজাতীয় পদার্থ বেশী। এতে কোন মাছ, ব্যাঙ এমনকি কোন জলজ প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না। এ কারণেই একে 'মৃত সাগর' বা 'মরু সাগর' বলা হয়েছে। সাদূম উপসাগর বেষ্টক এলাকায় এক প্রকার অপরিচিত বৃক্ষ ও উদ্ভিদের বীজ পাওয়া যায়, সেগুলো মাটির স্তরে স্তরে সমাধিস্থ হয়ে আছে। সেখানে শ্যামল-তাজা উদ্ভিদ পাওয়া যায়, যার ফল কাটলে তার মধ্যে পাওয়া যায় ধূলি-বালি ও ছাই। এখানকার মাটিতে প্রচুর পরিমাণে গন্ধক পাওয়া যায়। Natron ও পেট্রোল তো আছেই। এই গন্ধক উল্কা পতনের অকাট্য প্রমাণ।[29] আজকাল সেখানে সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ হ'তে পর্যটকদের জন্য আশপাশে কিছু হোটেল-রেস্তোঁরা গড়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু এ ঘটনা থেকে শিক্ষা হাছিলের জন্য কুরআনী তথ্যাদি উপস্থাপন করে বিভিন্ন ভাষায় উক্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করে তা থেকে উপদেশ গ্রহণের জন্য পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই হ'ত সবচাইতে যরূরী বিষয়। আজকের এইড্স আক্রান্ত বিশ্বের নাফরমান রাষ্ট্রনেতা, সমাজপতি ও বিলাসী ধনিক শ্রেণী তা থেকে শিক্ষা গ্রহণে সক্ষম হ'ত। কেননা এগুলি মূলতঃ মানুষের জন্য শিক্ষাস্থল হিসাবে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন,

إِنَّ فِيْ ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ، ... إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ-

'নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন সমূহ লুকিয়ে রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য' ... এবং বিশ্বাসীদের জন্য' *(হিজর ১৫/৭৫, ৭৭)*। একই ঘটনা বর্ণনা শেষে অন্যত্র তিনি বলেন, وَلَقَدْ تَّرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ– 'জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমরা অত্র ঘটনার মধ্যে স্পষ্ট নিদর্শন রেখে দিয়েছি' *(আনকাবূত ২৯/৩৫)*।

মুক্তিপ্রাপ্ত লোকদের সংখ্যা

তখন উক্ত জনপদে লূত্ব-এর পরিবারটি ব্যতীত মুসলমান ছিল না। আল্লাহ বলেন, فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ– 'আমরা সেখানে একটি বাড়ী ব্যতীত কোন মুসলমান পাইনি' *(যারিয়াত ৫১/৩৬)*। কুরআনী বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত গযব হ'তে মাত্র লূত্ব-এর পরিবারটি নাজাত পেয়েছিল। তাঁর স্ত্রী ব্যতীত' *(আ'রাফ ৭/৮৩)*। তাফসীরবিদগণ বলেন, লূত্ব-এর পরিবারের মধ্যে কেবল তাঁর দু'মেয়ে মুসলমান হয়েছিল। তবে লূত্ব-এর কওমের নেতারা লূত্ব-কে সমাজ থেকে বের করে দেবার যে হুমকি দেয়, সেখানে তারা বহুবচন ব্যবহার করে বলেছিল أَخْرِجُوْهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ. 'এদেরকে তোমাদের শহর থেকে বের করে দাও। কেননা এই লোকগুলি সর্বদা পবিত্র থাকতে চায়' *(আ'রাফ ৭/৮২; নমল ২৭/৫৬)*। এতদ্ব্যতীত শহর থেকে বের হবার সময় আল্লাহ লূত্বকে 'সবার পিছনে' থাকতে বলেন *(হিজর ১৫/৬৫)*। অন্যত্র বলা হয়েছে فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِيْنَ 'অতঃপর আমরা তাকে ও তার পরিবার সবাইকে নাজাত দিলাম' *(শো'আরা ২৬/১৭০)*। এখানে أجمعين বা 'সবাইকে' শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ঈমানদারগণের সংখ্যা বেশ কিছু ছিল। অতএব এখানে লূত্ব-এর 'আহ্ল' *(আ'রাফ ৮৩; হূদ ৮১; নমল ৫৭; ক্বামার ৩৪)* বা পরিবার বলতে লূত্ব-এর দাওয়াত কবুলকারী ঈমানদারগণকে সম্মিলিতভাবে 'আহলে ঈমান' বা 'একটি ঈমানদার পরিবার' গণ্য করা যেতে পারে। তবে প্রকৃত ঘটনা যেটাই হৌক না কেন, কেবলমাত্র নবীর অবাধ্যতা করলেই আল্লাহ্র গযব আসাটা অবশ্যম্ভাবী। তার উপরে কেউ ঈমান আনুক বা না আনুক। হাদীছে এসেছে, 'ক্বিয়ামতের দিন অনেক নবীর একজন উম্মতও থাকবে না'।[৩০] এখানে লক্ষণীয় যে, নবীপত্নী

২৭. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, ত্বাবারানী, সনদ হাসান; আলবানী, ছহীহুত তারগীব হা/২৩৮৬।*

২৮. *সর্বশেষ হিসাব মতে উক্ত অঞ্চলটির আয়তন দৈর্ঘ্যে ৭৭ কিলোমিটার (প্রায় ৫০ মাইল), প্রস্থে ১২ কিঃ মিঃ (প্রায় ৯ মাইল) এবং গভীরতায় ৪০০ মিটার (প্রায় কোয়ার্টার মাইল)। -ঢাকা, দৈনিক ইনকিলাব ২৮ এপ্রিল ২০০৯ পৃঃ ৮।*

২৯. *স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব, পৃঃ ২৫৮।*

৩০. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২৯৬।*

হয়েও লূত্বের স্ত্রী গযব থেকে রেহাই পাননি। আল্লাহ নূহ পত্নী ও লূত্ব পত্নীকে ক্বিয়ামতের দিন বলবেন- وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، 'যাও জাহান্নামীদের সাথে জাহান্নামে চলে যাও' *(তাহরীম ৬৬/১০)*।

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ

১. বান্দার প্রতিটি ভাল কিংবা মন্দ কর্ম আল্লাহ্র সরাসরি দৃষ্টিতে রয়েছে। বান্দার সৎকর্মে তিনি খুশী হন ও মন্দ কর্মে নাখোশ হন।

২. নবী কিংবা সংস্কারক পাঠিয়ে উপদেশ না দেওয়া পর্যন্ত আল্লাহ কোন অবাধ্য কওমকে ধ্বংসকারী আযাবে গ্রেফতার করেন না।

৩. কওমের নেতারা ও ধনিক শ্রেণী প্রথমে পথভ্রষ্ট হয় ও সমাজকে বিপথে নিয়ে যায়। তারা সর্বদা পূর্বেকার রীতি-নীতির দোহাই দেয় এবং তাদের হঠকারিতা ও অহংকারী কার্যকলাপের ফলেই আল্লাহ্র চূড়ান্ত গযব নেমে আসে *(ইসরা ১৭/১৬; যুখরুফ ৪৩/২৩)*। অতএব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সর্বদা দূরদর্শী ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা আবশ্যক।

৪. পুংমৈথুন বা পায়ুমৈথুন এমন একটি নিকৃষ্টতম স্বভাব, যা আল্লাহ্র ক্রোধকে ত্বরান্বিত করে। ব্যক্তিগত এই কুকর্ম কেবল ব্যক্তিকেই ধ্বংস করে না, তা সমাজকে বিধ্বস্ত করে। বর্তমান এইড্স আক্রান্ত বিশ্ব তার বাস্তব প্রমাণ।

৫. ঈমান না থাকলে কেবল বংশ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক মানুষকে আল্লাহ্র গযব থেকে মুক্তি দিতে পারে না। যেমন লূত্ব (আঃ)-এর স্ত্রী গযব থেকে রক্ষা পাননি।

উল্লেখ্য যে, লূত্ব (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ১৫টি সূরায় ৮৭টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। যথাক্রমে সূরা আ'রাফ ৮০-৮৪=৫; তওবাহ ৭০; হূদ ৭০, ৭৪, ৭৬-৮৩=৮; ৮৯; হিজর ৫৮-৭৭=২০; আম্বিয়া ৭৪-৭৫; হজ্জ ৪৩; শো'আরা ১৬০-১৭৫=১৬; নমল ৫৪-৫৮=৫; আনকাবূত ৩১-৩৫=৫; ছাফফাত ১৩৩-১৩৮=৬; ছোয়াদ ১৩-১৫=৩; ক্বাফ ১৩-১৪; যারিয়াত ৩১-৩৭=৭; তাহরীম ১০; হাক্বক্বাহ ৯-১০।

৮. হযরত শো'আয়েব (আঃ)

আল্লাহ্র গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রধান ৬টি প্রাচীন জাতির মধ্যে পঞ্চম জাতি হ'ল 'আহলে মাদইয়ান'। 'মাদইয়ান' হ'ল লূত সাগরের নিকটবর্তী সিরিয়া ও হিজাযের সীমান্তবর্তী একটি জনপদের নাম। যা অদ্যাবধি পূর্ব জর্ডনের সামুদ্রিক বন্দর 'মো'আন' (معان)-এর অদূরে বিদ্যমান রয়েছে। কুফরী ছাড়াও এই জনপদের লোকেরা ওযন ও মাপে কম দিত, রাহাজানি ও লুটপাট করত। অন্যায় পথে জনগণের মাল-সম্পদ ভক্ষণ করত। বালাযুরী বলেন, ইবরাহীম-পুত্র মাদইয়ানের নামে জনপদটি পরিচিত হয়েছে।[৩১] হযরত শো'আয়েব (আঃ) এদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। ইনি হযরত মূসা (আঃ)-এর শ্বশুর ছিলেন। কওমে লূত্ব-এর ধ্বংসের অনতিকাল পরে কওমে মাদইয়ানের প্রতি তিনি প্রেরিত হন *(হূদ ১১/৮৯)*। চমৎকার বাগ্মিতার কারণে আমাদের রাসূল (ছাঃ) তাঁকে 'খাত্বীবুল আম্বিয়া' (নবীগণের মধ্যে সেরা বাগ্মী) বলেছেন। আহলে মাদইয়ান-কে পবিত্র কুরআনে কোথাও কোথাও 'আছহাবুল আইকাহ' (اصحاب الأيكة) বলা হয়েছে। যার অর্থ 'জঙ্গলের বাসিন্দাগণ'। এটা বলার কারণ এই যে, এই অবাধ্য জনগোষ্ঠী প্রচণ্ড গরমে অতিষ্ট হয়ে নিজেদের বস্তী ছেড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিলে আল্লাহ তাদেরকে সেখানেই ধ্বংস করে দেন। এটাও বলা হয় যে, উক্ত জঙ্গলে 'আইকা' (الأيكة) বলে একটা গাছকে তারা পূজা করত। যার আশপাশে জঙ্গল বেষ্টিত ছিল।

মাদইয়ান (مدين) ছিলেন হযরত ইবরাহীমের আরব বংশোদ্ভূত কেন'আনী স্ত্রী ক্বানতূরা বিনতে ইয়াক্বত্বিন (قنطورا بنت يقطن)-এর ৬টি পুত্র সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র। হাজেরা ও সারার মৃত্যুর পর ইবরাহীম (আঃ) তাকে বিবাহ করেন। কানতূরার মৃত্যুর পরে তিনি হাজন বিনতে আমীন (حجون نبت أمين)-কে বিবাহ করেন। তার গর্ভে পাঁচটি পুত্র সন্তান হয়'।[৩২]

হযরত শো'আয়েব (আঃ)-এর দাওয়াত

ধ্বংসপ্রাপ্ত বিগত কওমগুলোর বড় বড় কিছু অন্যায় কর্ম ছিল। যার জন্য বিশেষভাবে সেখানে নবী প্রেরিত হয়েছিলেন। শো'আয়েব-এর কওমেরও তেমনি মারাত্মক কয়েকটি অন্যায় কর্ম ছিল, যেজন্য খাছ করে তাদের মধ্য থেকে তাদের নিকটে শো'আয়েব (আঃ)-কে প্রেরণ করা হয়। তিনি তাঁর কওমকে যে দাওয়াত দেন, তার মধ্যেই বিষয়গুলোর উল্লেখ রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ- وَلاَ تَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجاً وَاذْكُرُواْ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ- وَإِن كَانَ طَآئِفَةٌ

---

৩১. *মু'জামুল বুলদান ৫/৭৭ পৃঃ, বৈরুত ছাপা ১৯৭৯*।
৩২. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/১৬৪*।

مِّنكُمْ آمَنُواْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يْؤْمِنُواْ فَاصْبِرُواْ حَتَّى يَحْكُمَ اللّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ-

'আমি মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভাই শো'আয়েবকে প্রেরণ করেছিলাম। সে তাদের বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে প্রমাণ এসে গেছে। অতএব তোমরা মাপ ও ওযন পূর্ণ কর। মানুষকে তাদের মালামাল কম দিয়ো না। ভূপৃষ্ঠে সংস্কার সাধনের পর তোমরা সেখানে অনর্থ সৃষ্টি করো না। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও'। 'তোমরা পথে-ঘাটে এ কারণে বসে থেকো না যে, ঈমানদারদের হুমকি দেবে, আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করবে ও তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করবে। স্মরণ কর, যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে আধিক্য দান করেছেন এবং লক্ষ্য কর কিরূপ অশুভ পরিণতি হয়েছে অনর্থকারীদের'। 'আর যদি তোমাদের একদল ঐ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি এবং আরেক দল বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন। কেননা তিনিই শ্রেষ্ঠ ফায়ছালাকারী' *(আ'রাফ ৭/৮৫-৮৭)*।

কওমে শো'আয়েব-এর ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা এবং দাওয়াতের সারমর্ম

উপরোক্ত আয়াত সমূহে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি প্রতীয়মান হয়।

প্রথমতঃ তারা আল্লাহ্‌র হক্ব ও বান্দার হক্ব দু'টিই নষ্ট করেছিল। আল্লাহ্‌র হক্ব হিসাবে তারা বিশ্বাসের জগতে আল্লাহকে বাদ দিয়ে সৃষ্টির পূজায় লিপ্ত হয়েছিল কিংবা আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্যকে শরীক করেছিল। তারা আল্লাহ্‌র ইবাদত ছেড়ে দিয়েছিল। দুনিয়াবী ধনৈশ্বর্যে ও বিলাস-ব্যসনে ডুবে গিয়ে তারা আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলী এবং তাঁর হক্ব সম্পর্কে গাফেল হয়ে গিয়েছিল। সেই সাথে নিজেদের পাপিষ্ঠ জীবনের মুক্তির জন্য বিভিন্ন সৃষ্ট বস্তুকে শরীক সাব্যস্ত করে তাদের অসীলায় মুক্তি কামনা করত। এভাবে তারা আল্লাহ ও তাঁর গযবের ব্যাপারে নির্ভীকচিত্ত হয়ে গিয়েছিল। সেকারণ সকল নবীর ন্যায় হযরত শো'আয়েব (আঃ) সর্বপ্রথম আক্বীদা সংশোধনের জন্য 'তাওহীদে ইবাদত'-এর আহ্বান জানান। যাতে তারা সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে স্রেফ আল্লাহ্‌র ইবাদত করে এবং সকল ব্যাপারে স্রেফ আল্লাহ্‌র ও তাঁর নবীর আনুগত্য করে। তিনি নিজের নবুঅতের প্রমাণ স্বরূপ তাদেরকে মু'জেযা প্রদর্শন করেন। যা স্বয়ং প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে 'সুস্পষ্ট প্রমাণ' রূপে তাঁর নিকটে আগমন করে।

দ্বিতীয়তঃ তারা মাপ ও ওযনে কম দিয়ে বান্দার হক্ব নষ্ট করত। সেদিকে ইঙ্গিত করে শো'আয়েব (আঃ) বলেন, 'তোমরা মাপ ও ওযন পূর্ণ কর এবং মানুষের দ্রব্যাদিতে কম দিয়ে তাদের ক্ষতি করো না' *(আ'রাফ ৭/৮৫)*। আয়াতের প্রথমাংশে খাছভাবে মাপ ও ওযন পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং শেষাংশে সর্বপ্রকার হক্বে ত্রুটি করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সে হক্ব মানুষের ধন-সম্পদ, ইযযত-আবরূ বা যেকোন বস্তুর সাথেই সম্পর্কযুক্ত হৌক না কেন। বস্তুতঃ দ্রব্যাদির মাপ ও ওযনে কম দেওয়া যেমন মহা অপরাধ, তেমনি কারু ইযযত-আবরূ নষ্ট করা, কারু পদমর্যাদা অনুযায়ী তাকে সম্মান না করা, যাদের আনুগত্য যরূরী তাদের আনুগত্যে ত্রুটি করা অথবা যাকে সম্মান করা ওয়াজিব তার সম্মানে ত্রুটি করা ইত্যাদি সবই এ অপরাধের অন্তর্ভুক্ত, যা শো'আয়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায় করত। সে সমাজে মানীর মান ছিল না বা গুণীর কদর ছিল না।

তৃতীয়তঃ বলা হয়েছে, 'তোমরা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করো না, সেখানে সংস্কার সাধিত হওয়ার পর' *(আ'রাফ ৭/৮৫)*। অর্থাৎ আল্লাহ পৃথিবীকে যেভাবে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সবদিক দিয়ে সুন্দর ও সামঞ্জস্যশীল করে সৃষ্টি করেছেন, তোমরা তাতে ব্যত্যয় ঘটিয়ো না এবং কোনরূপ অনর্থ সৃষ্টি করো না।

চতুর্থতঃ তোমরা মানুষকে ভীতি প্রদর্শন ও আল্লাহ্‌র পথে বাধা দানের উদ্দেশ্যে পথে-ঘাটে ওঁৎ পেতে থেকো না *(আ'রাফ ৭/৮৬)*। এর দ্বারা মাদইয়ান বাসীদের আরেকটি মারাত্মক দোষের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা রাস্তার মোড়ে চৌকি বসিয়ে লোকদের কাছ থেকে অবৈধভাবে চাঁদা আদায় করত ও লুটপাট করত। সাথে সাথে তারা লোকদেরকে শো'আয়েব (আঃ)-এর উপরে ঈমান আনতে নিষেধ করত ও ভয়-ভীতি প্রদর্শন করত। তারা সর্বদা আল্লাহ্‌র পথে বক্রতার সন্ধান করত' *(আ'রাফ ৭/৮৬)* এবং কোথাও অঙ্গুলি রাখার জায়গা পেলে আপত্তি ও সন্দেহের ঝড় তুলে মানুষকে সত্যধর্ম হ'তে বিমুখ করার চেষ্টায় থাকত।

মাদইয়ানবাসীদের আরেকটি দুষ্কর্ম ছিল যে, তারা প্রচলিত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার পার্শ্ব হ'তে সোনা ও রূপার কিছু অংশ কেটে রেখে সেগুলো বাজারে চালিয়ে দিত। শো'আয়েব (আঃ) তাদেরকে একাজ থেকে নিষেধ করেন।[৩৩]

পঞ্চমতঃ তাদের অকৃতজ্ঞতার বিষয়ে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, 'স্মরণ কর তোমরা যখন সংখ্যায় কম ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের বংশবৃদ্ধি করে তোমাদেরকে একটি বিরাট জাতিতে পরিণত করেছেন' *(আ'রাফ ৭/৮৬)*। তোমরা ধন-সম্পদে হীন ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রাচুর্য দান করেছেন। অথচ তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ না হয়ে নানাবিধ শিরক ও কুফরীতে লিপ্ত হয়েছ। অতএব তোমরা সাবধান হও এবং তোমাদের

৩৩. *তাফসীরে কুরতুবী, হূদ ৮৭।*

পূর্ববর্তী কওমে নূহ, 'আদ, ছামূদ ও কওমে লূত্ব-এর ধ্বংসলীলার কথা স্মরণ কর *(আ'রাফ ৭/৮৬)*। তাদের মর্মান্তিক পরিণাম ও অকল্পনীয় গযবের কথা মনে রেখে হিসাব-নিকাশ করে পা বাড়াও।

ষষ্ঠতঃ মাদইয়ানবাসীদের উত্থাপিত একটি সন্দেহের জবাব দেওয়া হয়েছে। তারা বলত যে, ঈমানদারগণ যদি ভাল ও সৎ হয়, আর আমরা কাফিররা যদি মন্দ ও পাপী হই, তাহ'লে আমাদের উভয় দলের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা একরূপ কেন? কাফিররা অপরাধী হ'লে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের শাস্তি দিতেন। এর উত্তরে নবী বলেন, فَاصْبِرُواْ حَتَّى يَحْكُمَ اللّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، 'অপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের মাঝে ফায়ছালা করেন' *(আ'রাফ ৭/৮৭)*। অর্থাৎ আল্লাহ স্বীয় সহনশীলতা ও কৃপাগুণে পাপীদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর তারা যখন চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যায়, তখন সত্য ও মিথ্যার ফায়ছালা নেমে আসে। তোমাদের অবস্থাও তদ্রূপ হবে। অবিশ্বাসী ও পাপীদের উপরে আল্লাহ্র চূড়ান্ত গযব সত্বর নাযিল হয়ে যাবে। একই ধরনের বক্তব্য উল্লেখিত হয়েছে সূরা হূদে *(১১/৮৪-৮৬ আয়াতে)*।

হযরত শো'আয়েব (আঃ) একথাও বলেন যে, '(আমার এ দাওয়াতের জন্য) আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান বিশ্বপালনকর্তাই দেবেন' *(শু'আরা ২৬/১৮০)*। তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর ও শেষ দিবসের আশা রাখ। তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি কর না' *(আনকাবূত ২৯/৩৬)*।

শো'আয়েব (আঃ)-এর দাওয়াতের ফলশ্রুতি

হযরত শো'আয়েব (আঃ)-এর নিঃস্বার্থ ও আন্তরিকতাপূর্ণ দাওয়াত তাঁর উদ্ধত কওমের নেতাদের হৃদয়ে রেখাপাত করল না। তারা বরং আরও উদ্ধত হয়ে তাঁর দরদ ভরা সুললিত বয়ান ও অপূর্ব চিত্তহারী বাগ্মীতার জবাবে পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত কওমের পাপিষ্ঠ নেতাদের ন্যায় নবীকে প্রত্যাখ্যান করল এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও তাচ্ছিল্য করে বলল, أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ. 'আপনার ছালাত কি আপনাকে শিখায় যে, আমরা আমাদের ঐসব উপাস্যের পূজা ছেড়ে দিই, আমাদের পূর্ব পুরুষেরা যুগ যুগ ধরে যে সবের পূজা করে আসছে? আর আমাদের ধন-সম্পদে ইচ্ছামত আমরা যা কিছু করে থাকি, তা পরিত্যাগ করি? আপনি তো একজন সহনশীল ও সৎ ব্যক্তি' *(হূদ ১১/৮৭)*। অর্থাৎ আপনি একজন জ্ঞানী, দূরদর্শী ও সাধু ব্যক্তি হয়ে একথা কিভাবে বলতে পারেন যে, আমরা আমাদের বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা দেব-দেবীর পূজা ও শেরেকী প্রথা সমূহ ত্যাগ করি এবং আমাদের আয়-উপাদানে ও রুযী-রোজগারে ইচ্ছামত চলা ছেড়ে দেই। আয়-ব্যয়ে কোন্টা হালাল কোন্টা হারাম তা আপনার কাছ থেকে জেনে নিয়ে কাজ করতে হবে এটা কি কখনো সম্ভব হ'তে পারে? তাদের ধারণা মতে তাদের সকল কাজ চোখ বুঁজে সমর্থন করা ও তাতে বরকতের জন্য দো'আ করাই হ'ল সৎ ও ভাল মানুষদের কাজ। ঐসব কাজে শিরক ও তাওহীদ, হারাম ও হালালের প্রশ্ন তোলা কোন ধার্মিক ব্যক্তির কাজ নয় (?)।

দ্বিতীয়তঃ তারা ইবাদাত ও মু'আমালাতকে পরস্পরের প্রভাবমুক্ত ভেবেছিল। ইবাদত কবুলের জন্য যে রুযী হালাল হওয়া যরূরী, একথা তাদের বুঝে আসেনি। সেজন্য তারা ব্যবসা-বাণিজ্যে হালাল-হারামের বিধান মানতে রাযী ছিল না। যদিও ছালাত আদায়ে কোন আপত্তি তাদের ছিল না। কেননা দেব-দেবীর পূজা সত্ত্বেও সৃষ্টিকর্তা হিসাবে এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস ও স্বীকৃতি সবারই ছিল *(লোকমান ৩১/২৫)*। তাদের আপত্তি ছিল কেবল একখানে যে, সবকিছু ছেড়ে কেবলমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করতে হবে এবং দুনিয়াবী ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত্ব বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হবে। তারা ধর্মকে কতিপয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমায়িত মনে করত এবং ব্যবহারিক জীবনে তার কোন দখল দিতে প্রস্তুত ছিল না। হযরত শো'আয়েব (আঃ) অধিকাংশ সময় ছালাত ও ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন বলে তাকে বিদ্রূপ করে কোন কোন মূর্খ নেতা এরূপ কথাও বলে ফেলে যে, আপনার ছালাত কি আপনাকে এসব আবোল-তাবোল কথা-বার্তা শিক্ষা দিচ্ছে?

কওমের লোকদের এসব বিদ্রূপবান ও রূঢ় মন্তব্যসমূহে বিচলিত না হয়ে অতীব ধৈর্য ও দরদের সাথে তিনি তাদের সম্বোধন করে বললেন,

'হে আমার জাতি! তোমরা কি মনে কর আমি যদি আমার পালনকর্তার পক্ষ হ'তে সুস্পষ্ট দলীলের উপরে কায়েম থাকি, আর তিনি যদি নিজের তরফ থেকে আমাকে (দ্বীনী ও দুনিয়াবী) উত্তম রিযিক দান করে থাকেন, (তবে আমি কি তাঁর হুকুম অমান্য করতে পারি?)। আর আমি চাই না যে, আমি তোমাদেরকে যে বিষয়ে নিষেধ করি, পরে নিজেই সে কাজে লিপ্ত হই। আমি আমার সাধ্যমত তোমাদের সংশোধন চাই মাত্র। আর আমার কোনই ক্ষমতা নেই আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত। আমি তাঁর উপরেই নির্ভর করি এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাই' *(৮৮)*। 'হে আমার জাতি! আমার উপরে যিদ করে তোমরা নিজেদের উপরে নূহ, হূদ বা ছালেহ-এর কওমের মত আযাব ডেকে এনো না। আর লূত্বের কওমের ঘটনা তো তোমাদের থেকে দূরে নয়' *(৮৯)*। 'তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁর দিকেই ফিরে এস। নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা অতীব দয়ালু ও স্নেহশীল' *(৯০)*। 'তারা বলল, হে শো'আয়েব! আপনার অত শত কথা আমরা বুঝি না। আপনাকে তো আমাদের মধ্যকার একজন দুর্বল ব্যক্তি বলে

Contents

আমরা মনে করি। যদি আপনার জাতি-গোষ্ঠীর লোকেরা না থাকত, তাহ'লে এতদিন আমরা আপনাকে পাথর মেরে চূর্ণ করে ফেলতাম। আপনি আমাদের উপরে মোটেই প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি নন' *(৯১)*। 'শো'আয়েব বললেন, হে আমার জাতি! আমার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী কি তোমাদের নিকটে আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক ক্ষমতাশালী? অথচ তোমরা তাঁকে পরিত্যাগ করে পিঠের পিছনে ফেলে রেখেছ? মনে রেখ তোমাদের সকল কার্যকলাপ আমার পালনকর্তার আয়ত্তাধীন' *(৯২)*। 'অতএব হে আমার কওম! তোমরা তোমাদের স্থানে কাজ কর, আমিও কাজ করে যাই। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কার উপরে লজ্জাষ্কর আযাব নেমে আসে, আর কে মিথ্যাবাদী। তোমরা অপেক্ষায় থাক, আমিও অপেক্ষায় রইলাম' *(হূদ ১১/৮৮-৯৩)*।

জবাবে 'তাদের দাম্ভিক সর্দাররা চূড়ান্তভাবে বলে দিল, হে শো'আয়েব! আমরা অবশ্যই আপনাকে ও আপনার সাথী ঈমানদারগণকে শহর থেকে বের করে দেব অথবা আপনারা আমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করবেন' *(আ'রাফ ৭/৮৮)*। তারা আরও বলল, 'আপনি জাদুগ্রস্তদের অন্যতম' *(শো'আরা ২৬/১৮৫)*। আপনি আমাদের মত একজন মানুষ বৈ কিছুই নন। আমাদের ধারণা আপনি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত'। 'এক্ষণে যদি আপনি সত্যবাদী হন, তবে আকাশের কোন টুকরা আমাদের উপরে ফেলে দিন' *(শো'আরা ২৬/১৮৫-১৮৭)*। শো'আয়েব (আঃ) তখন নিরাশ হয়ে আল্লাহকে বললেন,

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّهِ كَذِباً إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلاَّ أَن يَّشَآءَ اللّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ - وَقَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْباً إِنَّكُمْ إِذاً لَّخَاسِرُونَ-

'আমরা আল্লাহ্‌র উপরে মিথ্যারোপকারী হয়ে যাব যদি আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে যাই। অথচ আল্লাহ আমাদেরকে তা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। ঐ ধর্মে ফিরে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তবে যদি আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ সেটা চান। আমাদের পালনকর্তা স্বীয় জ্ঞান দ্বারা প্রত্যেক বস্তুকে বেষ্টন করে আছেন'। (অতএব) আল্লাহ্‌র উপরেই আমরা ভরসা করলাম। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের ও আমাদের কওমের মধ্যে আপনি যথার্থ ফায়ছালা করে দিন। আপনিই শ্রেষ্ঠ ফায়ছালাকারী'। 'তখন তার কওমের কাফের নেতারা বলল, যদি তোমরা শো'আয়েবের অনুসরণ কর, তবে তোমরা নিশ্চিতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে' *(আ'রাফ ৭/৮৯-৯০)*।

অতঃপর শো'আয়েব (আঃ) তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ-

'অনন্তর তিনি তাদের কাছ থেকে প্রস্থান করলেন এবং বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে আমার প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের উপদেশ দিয়েছি। এখন আমি কাফেরদের জন্য কিভাবে সহানুভূতি দেখাব' *(আ'রাফ ৭/৯৩)*।

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ

হযরত শো'আয়েব (আঃ) ও তাঁর কওমের নেতাদের মধ্যকার উপরোক্ত কথোপকথনের মধ্যে নিম্নোক্ত শিক্ষণীয় বিষয়গুলি ফুটে ওঠে। যেমনঃ

(১) শো'আয়েব (আঃ) একটি সম্ভ্রান্ত গোত্রের মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন। নবুঅতের সম্পদ ছাড়াও তিনি দুনিয়াবী সম্পদে সমৃদ্ধিশালী ছিলেন। বস্তুতঃ সকল নবীই স্ব স্ব যুগের সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তারা উচ্চ মর্যাদাশীল ব্যক্তি ছিলেন। (২) কওমের নেতারা ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মীয় বিধি-বিধান মানতে প্রস্তুত থাকলেও বৈষয়িক জীবনে ধর্মীয় বাধা-নিষেধ মানতে রাযী ছিল না (৩) আল্লাহকে স্বীকার করলেও তাদের মধ্যে অসীলা পূজা ও মূর্তিপূজার শিরকের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল (৪) বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা রসমপূজা ছেড়ে নির্ভেজাল তাওহীদের সংস্কার ধর্মী দাওয়াত তারা কবুল করতে প্রস্তুত ছিল না (৫) মূলতঃ দুনিয়া পূজা ও প্রবৃত্তি পূজার কারণেই তারা শিরকী রেওয়াজ এবং বান্দার হক বিনষ্টকারী অপকর্ম সমূহের উপরে যিদ ধরেছিল।

(৬) প্রচলিত কোন অন্যায় রসমের সঙ্গে আপোষ করে তা দূর করা সম্ভব নয়। বরং শত বাধা ও ক্ষতি স্বীকার করে হ'লেও স্রেফ আল্লাহ্‌র উপরে ভরসা করে আপোষহীনভাবে সংস্কার কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়াই প্রকৃত সমাজ সংস্কারকের কর্তব্য (৭) সংস্কারককে সর্বদা স্পষ্ট দলীলের উপরে কায়েম থাকতে হবে (৮) তাকে অবশ্যই ধৈর্যশীল ও প্রকৃত সমাজদরদী হ'তে হবে (৯) কোনরূপ দুনিয়াবী প্রতিদানের আশাবাদী হওয়া চলবে না (১০) সকল ব্যাপারে কেবল আল্লাহ্‌র তাওফীক্ব কামনা করতে হবে এবং প্রতিদান কেবল তাঁর কাছেই চাইতে হবে (১১) শিরক-বিদ'আত ও যুলুম অধ্যুষিত সমাজে তাওহীদের দাওয়াতের মাধ্যমে সংস্কার কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়াকে দুনিয়াদার সমাজনেতারা 'ফাসাদ' ও 'ক্ষতিকর' মনে করলেও মূলতঃ সেটাই হ'ল 'ইছলাহ' বা সমাজ সংশোধনের কাজ। সকল বাধা উপেক্ষা করে তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে যাওয়াই হ'ল সংস্কারকের মূল কর্তব্য (১২) চূড়ান্ত অবস্থায় আল্লাহ্‌র নিকটেই ফায়ছালা চাইতে হবে।

[চলবে]

বিপদে ধৈর্যধারণ

-ছানাউল্লাহ বিন নযীর আহমাদ

কে আছে এমন, যে পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব, প্রিয়জন বা নিকটাত্মীয়ের মৃত্যুতে শোকাহত হয়নি, চক্ষুদ্বয় অশ্রু বিসর্জন করেনি; ভর দুপুরেও গোটা পৃথিবী ঝাপসা হয়ে আসেনি; সুদীর্ঘ, সুপ্রশস্ত পথ সরু ও সংকীর্ণ হয়ে যায়নি; ভরা যৌবন সত্ত্বেও সুস্থ দেহ নিশ্চল হয়ে পড়েনি; অনিচ্ছা সত্ত্বেও অপ্রতিরোধ্য ক্রন্দন ধ্বনিতে গলা শুকিয়ে আসেনি; অবিশ্বাস সত্ত্বেও মর্মন্তুদ কঠিন বাস্তবতা মেনে নিতে বাধ্য হয়নি; এই বুঝি চলে গেল চির দিনের জন্য; আর কোন দিন ফিরে আসবে না; কোন দিন তার সাথে দেখা হবে না। শত আফসোস ঠিকরে পড়ে কেন তাকে কষ্ট দিয়েছি; কেন তার বাসনা পূর্ণ করিনি; কেন তার সাথে রাগ করেছি; কেন তার থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি। আরো কত ভয়াবহ স্মৃতির তাড়না তাড়িয়ে বেড়ায়, শোকাতুর করে, কাঁদায়। কত ভর্ৎসনা থেমে থেমে হৃদয়ে অস্বস্তির জন্ম দেয়, কম্পনের সূচনা করে অন্তরাত্মায়। পুনঃপুন একই অভিব্যক্তি আন্দোলিত হয়।

হ্যাঁ, এই কঠিন মুহূর্ত, হতাশাময় পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করে শক্তি, সাহস ও সুদৃঢ় মনোবল উপহার দেয়ার মানসে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। আমরা মুসলিম। আমাদের রব আল্লাহ। আমাদের পসন্দনীয় ধর্ম ইসলাম। আমাদের একমাত্র আদর্শ মুহাম্মাদ (ছাঃ)। যা আত্মতৃপ্তি লাভের যোগ্যপাত্র। পক্ষান্তরে কাফেরদের জীবন সংকীর্ণ, তারা হতাশাগ্রস্ত, তারা এ তৃপ্তি লাভের অনুপোযুক্ত। কারণ আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক, কাফেরদের কোন অভিভাবক নেই।

বিশ্ব নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) পার্থিব জগতে মুমিনদের অবস্থার একটি উদাহরণ পেশ করেছেন এভাবে :

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرْعِ لاَ تَزَالُ الرِّيْحُ تُمِيْلُه، وَلاَ يَـــزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيْبُهُ الْبَلاَءُ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الْـــأَرْزِ لاَتَهْتَزُّ حَتَّى تَسْتَحْصِدُ.

‘একজন মুমিনের উদাহরণ একটি শস্যের মত, থেকে থেকে বাতাস তাকে দোলায়। তদ্রূপ একের পর এক মুছীবত অবিরাম অস্থির করে রাখে মুমিনকে। পক্ষান্তরে একজন মুনাফিকের উদাহরণ একটি দেবদারু বৃক্ষের ন্যায়, দুলে না, কাত হয়েও পড়ে না, যতক্ষণ না তাকে শিকড় থেকে সমূলে উপড়ে ফেলা হয়’।[৩৪]

অন্যত্র তিনি বলেন :

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ خَامَةِ الزَّرْعِ يَفِيْءُ وَرَقُهُ مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرِّيْحُ تَكْفُؤُهاَ، فَإِذَا سَكَنَتْ اِعْتَدَلَتْ، وَكَذَلِكَ الْمُـــؤْمِنُ يُكَفَّأُ بِالْبَلاَءِ، وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الْأَرْزَةِ صَمَّاءُ مُعْتَدِلَـــةً حَتَّى يَقْصِمَهَا اللهُ إِذَا شَاءَ.

‘ঈমানদার ব্যক্তির উদাহরণ শস্যের নরম ডগার ন্যায়, বাতাস যে দিকেই বয়ে চলে, সেদিকেই তার পত্র-পল্লব ঝুঁকে পড়ে। বাতাস যখন থেমে যায়, সেও স্থির হয়ে দাঁড়ায়। ইমানদারগণ বালা-মুছীবত দ্বারা এভাবেই পরীক্ষিত হন। কাফেরদের উদাহরণ দেবদারু (শক্ত পাইন) বৃক্ষের ন্যায়, যা একেবারেই কঠিন ও সোজা হয়। আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেন, তা মূলসহ উপড়ে ফেলেন’।[৩৫]

শস্যের শিকড় মাটি আঁকড়ে ধরে। তার সাথে একাকার হয়ে যায়। যদিও বাতাস শস্যকে এদিক-সেদিক দোলায়মান রাখে। কিন্তু ছুঁড়ে মারতে, টুকরা করতে ও নীচে ফেলে দিতে পারে না। তদ্রূপ মুছীবত যদিও মুমিনকে ক্লান্ত, ঘর্মাক্ত ও চিন্তামগ্ন রাখে, কিন্তু সে তাকে হতবিহ্বল, নিরাশ কিংবা পরাস্ত করতে পারে না। কারণ, আল্লাহ্র প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস তাকে প্রেরণা দেয়, তার মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে, সর্বোপরি তাকে হেফাযত করে।

এ পার্থিব জগৎ দুঃখ-বেদনা, দুর্যোগ-দুর্ঘটনা, সংহার ও জীবন নাশকতরঙ্গ। এক সময় প্রিয়জনকে পাওয়ার আনন্দ হয়, আরেক সময় তাকে হারানোর দুঃখ। এক সময় সুস্থ, সচ্ছল, নিরাপদ জীবন; আরেক সময় অসুস্থ, অভাবী ও অনিরাপদ জীবন। মুহূর্তে জীবনের পট পালটে যায়, ভবিষ্যৎ কল্পনার প্রাসাদ দুমড়ে-মুচড়ে মাটিতে মিশে যায়। অথবা এমন সংকট ও কর্মশূন্যতা দেখা দেয়, যার সামনে সমস্ত বাসনা নিঃশেষ হয়ে যায়। শেষ হয়ে যায় সব উৎসাহ-উদ্দীপনা।

কারণ এ দুনিয়ায় নে‘মত-মুছীবত, হর্ষ-বিষাদ, হতাশা-প্রত্যাশা সব কিছুর অবস্থান পাশাপাশি। ফলে কোন এক অবস্থার স্থিরতা অসম্ভব। পরিচ্ছন্নতার অনুচর পঙ্কিলতা, সুখের সঙ্গী দুঃখ। হর্ষ-উৎফুল্ল ব্যক্তির ক্রন্দন করা, সচ্ছল ব্যক্তির অভাবগ্রস্ত হওয়া এবং সুখী ব্যক্তির দুঃখিত হওয়া নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এ হ’ল দুনিয়া ও তার অবস্থা। প্রকৃত মুমিনের এতে ধৈর্যধারণ বৈ উপায় নেই। বরং এতেই রয়েছে দুনিয়ার উত্থান–পতনের নিরাময় তথা উত্তম প্রতিষেধক।

প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ধৈর্যের প্রয়োজন, আবার ধৈর্যের জন্যও ধৈর্য প্রয়োজন। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন,

وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ.

---

৩৪. মুসলিম হা/৫০২৪; মিশকাত হা/১৫৪২।

৩৫. বুখারী হা/৬৯১২

Contents

'ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও ব্যাপকতর কল্যাণ কাউকে প্রদান করা হয়নি'।[৩৬] অন্যত্র এসেছে :

إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.

'মুমিনের ব্যাপারটি চমৎকার, নে'মত অর্জিত হ'লে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, যা তার জন্য মঙ্গলজনক। এতে কৃতজ্ঞতার ছওয়াব অর্জিত হয়। মুছীবতে পতিত হ'লে ধৈর্যধারণ করে, তাও তার জন্য কল্যাণকর। এতে ধৈর্যের ছওয়াব লাভ হয়'।[৩৭]

আল্লাহ তা'আলা আমাদের ধৈর্যধারণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং একে তার সাহায্য ও সান্নিধ্য লাভের উপায় ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ–

'হে মুমিনগণ! ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন' *(বাক্বারাহ ১৫৩)*।

তিনি বিষেশভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, পার্থিব জীবন একটি পরীক্ষাগার। ভয়-ভীতি, ক্ষুধা-দারিদ্র, ধন-সম্পদ, জনবল ও ফল-মূলের স্বল্পতার মাধ্যমে পরীক্ষা করা হবে। যেমন-

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ. اَلَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيْبَةٌ قَالُوْا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ.

'আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান–মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন। যারা তাদেরকে যখন বিপদ আক্রান্ত করে তখন বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্র জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। তাদের উপরই রয়েছে রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও রহমত এবং তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত' *(বাক্বারাহ ১৫৫-৫৭)*।

বস্তুতঃ নিজ দায়িত্বে আত্মনিয়োগ, মনোবল অক্ষুণ্ন ও কর্ম চঞ্চলতার জন্য ধৈর্য অপরিহার্য। কেউ সাফল্য বিচ্যুত হ'লে বুঝতে হবে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার অভাব রয়েছে তার মধ্যে। কারণ ধৈর্যের মত শক্তিশালী চাবির মাধ্যমে সাফল্যের সমস্ত বদ্ধ কপাট উন্মুক্ত হয়। পাহাড়সম বাধার সামনেও কর্মমুখরতা চলমান থাকে।

মানব জাতির জীবন প্রবাহের পদে পদে ধৈর্যের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। কেন ধৈর্যধারণ করব? কী তার ফল? কীভাবে ধৈর্যধারণ করব? কী তার পদ্ধতি? ইত্যাদি বিষয়ে কয়েকটি উপদেশ আলোচ্য নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। যা প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর বিশেষ উপকারে আসবে বলে আমাদের বিশ্বাস। মুছীবত আর প্রতিকূলতায় স্বাভাবিক জীবন উপহার দিবে, শোককে শক্তিতে পরিণত করে এগিয়ে যাবে সাফল্যমণ্ডিত জীবন লাভে।

(১) যে কোন পরিস্থিতি মেনে নেয়ার মানসিকতা লালন করা:

প্রত্যেকের উচিত মুছীবত আসার পূর্বেই নিজেকে মুছীবত সহনীয় করে তোলা, অনুশীলন করা ও নিজেকে শোধরে নেয়া। কারণ ধৈর্য কষ্টসাধ্য জিনিস, যার জন্য পরিশ্রম অপরিহার্য। স্মর্তব্য যে, দুনিয়া অনিত্য, ভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী। এতে কোন প্রাণীর স্থায়িত্ব নেই। আছে শুধু ক্ষয়িষ্ণু এক মেয়াদ, সিমিত সামর্থ্য। এছাড়া আর কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পার্থিব জীবনের উদাহরণে বলেন,

كَرَاكِبٍ سَارَ فِيْ يَوْمِ صَائِفٍ، فَاسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا.

'পার্থিব জীবন ঐ পথিকের ন্যায়, যে গ্রীষ্মে রৌদ্রজ্জ্বল তাপদগ্ধ দিনে যাত্রা আরম্ভ করল, অতঃপর দিনের ক্লান্তময় কিছু সময় একটি গাছের নীচে বিশ্রাম নিল, ক্ষণিক পরেই তা ত্যাগ করে পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করল'।[৩৮]

হে মুসলিম! দুনিয়ার সচ্ছলতার দ্বারা ধোঁকা খেওনা, মনে করো না, দুনিয়া স্বীয় অবস্থায় আবহমানকাল বিদ্যমান থাকবে কিংবা উত্থান-পতন থেকে নিরাপদ রবে। অবশ্য যে দুনিয়াকে চিনেছে, এর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছে, তার নিকট দুনিয়ার সচ্ছলতা মূল্যহীন।

(২) তাক্বদীরের উপর ঈমান:

যে ব্যক্তি মনে করবে তাক্বদীর অপরিহার্য এবং অপরিবর্তনীয়, আর দুনিয়া সংকটময় ও পরিবর্তনশীল, তার আত্মা প্রশান্তি লাভ করবে। দুনিয়ার উত্থান-পতন সুখ-দুঃখ স্বাভাবিক ও নগণ্য মনে হবে তার কাছে। তাক্বদীরে বিশ্বাসী মুমিনগণ পার্থিব মুছীবতে সবচেয়ে কম প্রতিক্রিয়াশীল, কম অস্থির ও কম হতাশাগ্রস্ত হন। বলা যায় তাক্বদীরের প্রতি ঈমান শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতীক। তাক্বদীরই মুমিনদের আত্মাকে নৈরাশ্য ও হতাশা মুক্ত রাখে। তদুপরি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

৩৬. *বুখারী হা/১৭৪৫*
৩৭. *মুসলিম হা/৫৩১৮*

৩৮. *মুসনাদে আহমাদ হা/২৭৪৪; ইবনু মাজাহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৪০।*

Contents

وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِاجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ إِلاَّ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَّضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ إِلاَّ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلاَمُ، وَجَفَّتِ الصُّحُفُ.

'জেনে রেখ, সমস্ত মানুষ জড়ো হয়ে যদি তোমার উপকার করতে চায়, তবুও কোন উপকার করতে পারবে না, তবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। আবার তারা সকলে মিলে যদি তোমার ক্ষতি করতে চায়, তবুও কোনও ক্ষতি করতে পারবে না, তবে যতটুকু আল্লাহ তোমার কপালে লিখে রেখেছেন। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, কিতাব শুকিয়ে গেছে'।[৩৯] আমাদের আরো বিশ্বাস, মানুষের হায়াত ও রিযিক তার মায়ের উদর থেকেই নির্দিষ্ট। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

وَكَّلَ اللهُ بِالرَّحِمِ مَلَكًا، فَيَقُوْلُ: أَيْ رَبِّ نُطْفَةٌ؟ أَيْ رَبِّ عَلَقَةٌ؟ أَيْ رَبِّ مُضْغَةٌ؟ فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَّقْضِيَ خَلْقَهَا، قَالَ : أَيْ رَبِّ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ أَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيْدٌ؟ فَمَا الرِّزْقُ؟ فَمَا الْأَجَلُ؟ فَيُكْتَبُ كَذَلِكَ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ.

'আল্লাহ তা'আলা গর্ভাশয়ে একজন ফেরেস্তা নিযুক্ত করে রেখেছেন, পর্যায়ক্রমে সে বলতে থাকে, হে প্রভু জমাট রক্ত, হে প্রভু মাংস পিণ্ড। যখন আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, ফেরেস্তা তখন বলে, হে প্রভু পুংলিঙ্গ না স্ত্রী লিঙ্গ? ভাগ্যবান না হতভাগা? রিযিক কতটুকু? হায়াত কতটুকু? উত্তর অনুযায়ী পূর্ণ বিবরণ মায়ের পেটেই লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয়'।[৪০]

একদা রাসূল (ছাঃ)-এর সহধর্মিনী উম্মে হাবীবা (রাঃ) দো'আ করতে গিয়ে বলেন, 'হে আল্লাহ! আমার স্বামী রসূল, আমার পিতা আবু সুফিয়ান এবং আমার ভাই মু'আবিয়ার দ্বারা আমাকে উপকৃত করুন'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

قَدْ سَأَلْتِ اللهَ لِآجَالٍ مَضْرُوْبَةٍ، وَأَيَّامٍ مَعْدُوْدَةٍ، وَأَرْزَاقٍ مَقْسُوْمَةٍ، لَنْ يُعَجِّلَ اللهُ قَبْلَ حِلِّهِ، أَوْ يُؤَخِّرَ شَيْئًا عَنْ حِلِّهِ، وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ اللهَ أَنْ يُعِيْذَكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ، أَوْ عَذَابٍ فِي الْقَبْرِ، كَانَ خَيْرًا وَأَفْضَلَ.

'তুমি নির্ধারিত হায়াত, নির্দিষ্ট কিছু দিন ও বণ্টনকৃত রিযিকের প্রার্থনা করেছ। যাতে আল্লাহ তা'আলা আগ-পিছ কিংবা কম-বেশী করবেন না। এর চেয়ে বরং তুমি যদি জাহান্নামের আগুন ও কবরের আযাব থেকে নাজাত প্রার্থনা করতে, তাহলে তোমার জন্য কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক হত'।[৪১]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'হাদীছের বক্তব্যে স্পষ্ট হয় যে, মানুষের হায়াত, রিযিক আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত, তার অবিনশ্বর জ্ঞান অনুযায়ী লিপিবদ্ধ এবং হ্রাস-বৃদ্ধিহীন ও অপরিবর্তনীয়'।[৪২]

(৩) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং আদর্শ পূর্বসূরীদের জীবন চরিত পর্যালোচনা:

পরকালে বিশ্বাসী আল্লাহভীরু মুসলিম জাতির একমাত্র আদর্শ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيْرًا.

'অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে' *(আহযাব ২১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনী চিন্তাশীল ও গবেষকদের উপজীব্য ও সান্ত্বনার বস্তু। তার পূর্ণ জীবনটাই ধৈর্য ও ত্যাগের দীপ্ত উপমা। স্বল্প সময়ের মধ্যে চাচা আবু তালিব, যিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কাফেরদের অত্যাচার প্রতিহত করতেন; একমাত্র বিশ্বস্ত সহধর্মিনী খাদিজা; কয়েকজন ঔরসজাত মেয়ে এবং ছেলে ইবরাহীম ইন্তেকাল করেন। চক্ষুযুগল অশ্রুসিক্ত, হৃদয় ভারাক্রান্ত, স্নায়ুতন্ত্র ও অস্থিমজ্জা নিশ্চল নির্বাক। এরপরেও প্রভুর ভক্তিমাখা উক্তি :

إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبُ يَحْزَنُ، وَلاَنَقُوْلُ إِلاَّ مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ.

'চোখ অশ্রুসিক্ত, অন্তর ব্যথিত, তবুও তা-ই মুখে উচ্চারণ করব, যাতে প্রভু সন্তুষ্ট হন, হে ইবরাহিম! তোমার বিরহে আমরা গভীর মর্মাহত'।[৪৩] আরো অনেক আত্মোৎর্সগকারী ছাহাবায়ে কেরাম মারা গেছেন, যাদের তিনি ভালবাসতেন, যারা তার জন্য উৎসর্গ ছিলেন। এত সব দুঃখ-বেদনা তাঁর উপর প্রভাব ফেলতে পারেনি। ধৈর্য-অভিপ্রায়গুলো ম্লান করতে পারেনি। তদ্রূপ যে ব্যক্তি আদর্শবান পূর্বসূরীগণের জীবন চরিত পর্যালোচনা করবে, তাদের কর্মকুশলতায় অবগাহন করবে, সে সহসাই অবলোকন করবে যে, তারা বিবিধ কল্যাণ ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন একমাত্র ধৈর্যের সিঁড়ি বেয়েই। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

৩৯. তিরমিযী হা/২৪৪০; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৫৩০২।
৪০. বুখারী হা/৬১০৬; মুসলিম হা/৪৭৮৫
৪১. মুসলিম হা/৪৮১৪
৪২. মুসলিম নববী সহ
৪৩. বুখারী হা/১৩০৩

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ.

'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে[৪৪] উত্তম আদর্শ রয়েছে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রত্যাশা করে *(মুমতাহানা ৬)*।

উরওয়া ইবনু যুবায়ের (রাঃ)-এর ঘটনা, আল্লাহ তা'আলা তাকে এক জায়গাতে এক সাথে দু'টি মুছীবত দিয়েছেন। পা কাটা এবং সন্তানের মৃত্যু। তা সত্ত্বেও তিনি শুধু এতটুকু বলেছেন, 'হে আল্লাহ! আমার সাতটি ছেলে ছিল, একটি নিয়েছেন, ছয়টি অবশিষ্ট রেখেছেন। চারটি অঙ্গ ছিল একটি নিয়েছেন, তিনটি নিরাপদ রেখেছেন। মুছীবত দিয়েছেন, নে'মতও প্রদান করেছেন। দিয়েছেন আপনি, নিয়েছেনও আপনি'।[৪৫]

ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর একজন ছেলে মারা যান। তিনি তার দাফন সেরে কবরের পাশে সোজা দাঁড়িয়ে বলেন, 'হে বৎস! তোমার প্রতি আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন। অবশ্যই তুমি তোমার পিতার অনুগত ছিলে। আল্লাহ্র শপথ! যখন থেকে আল্লাহ তোমাকে দান করেছেন, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্টই ছিলাম। তবে আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, তোমাকে এখানে অর্থাৎ আল্লাহ্র নির্ধারিত স্থান কবরে দাফন করে আগের চেয়ে' বেশি আনন্দিত। আল্লাহ্র কাছে তোমার বিনিময়ে আমি অধিক প্রতিদানের আশাবাদী।

(৪) আল্লাহ্র রহমতের প্রশস্ততা ও করুণার ব্যাপকতার স্মরণ:

সত্যিকার মুমিন আপন প্রভুর প্রতি সুধারণা পোষণ করে। হাদীছে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ.

'আমার ব্যাপারে আমার বান্দার ধারণা অনুযায়ী আমি ব্যবহার করি'।[৪৬] মুছীবত দৃশ্যত অসহ্য-কষ্টদায়ক হ'লেও পশ্চাতে কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। তাই বান্দার কর্তব্য আল্লাহ্র সুপ্রশস্ত রহমতের উপর আস্থাবান থাকা। আল্লাহ বলেন,

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

'এবং হ'তে পারে কোন বিষয় তোমরা অপসন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হ'তে পারে কোন বিষয় তোমরা পসন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না' *(বাক্বারাহ ২১৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

عَجَبًا لِلْمُؤْمِنِ، لاَيَقْضِيْ اللهُ لَهُ شَيْئًا إِلاَّ كَانَ خَيْرًا لَهُ.

'মুমিনের বিষয়টি চমৎকার, আল্লাহ তা'আলা যা ফয়সালা করেন, তা-ই তার জন্য কল্যাণকর'।[৪৭] তিনি মানব জাতিকে যে সমস্ত নে'মত ও অনুদান দ্বারা আবৃত করেছেন, তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা, যাতে এ অনুভূতির উদয় হয় যে, বর্তমান মুছীবত বিদ্যমান নে'মতের তুলনায় বিন্দুমাত্র। আল্লাহ তা'আলা চাইলে মুছীবত আরো বীভৎস-কঠোর হ'তে পারত। তদুপরি আল্লাহ তা'আলা আরো যে সমস্ত বালা মুছীবত থেকে নিরাপদ রেখেছেন, যে সকল দুর্ঘটনা থেকে নাজাত দিয়েছেন, তা অনেক বড়, অনেক বেশী।

খিযির ও মূসা (আঃ)-এর ঘটনায় উল্লেখিত বালকটিকে, খিযির হত্যা করেন। প্রথমে মূসা (আঃ) আপত্তি জানান। খিযিরের অবহিত করণের দ্বারা জানতে পারেন, তার হত্যায় কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আল্লাহ্র ঘোষণা :

وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا.

'বালকটির বিষয় হ'ল, তার পিতা-মাতা ছিল মুমিন। অতঃপর আমি আশংকা[৪৮] করলাম যে, সে সীমালংঘন ও কুফরী দ্বারা তাদেরকে অতিষ্ঠ করে তুলবে। তাই আমি চাইলাম, তাদের রব তাদেরকে তার পরিবর্তে এমন সন্তান দান করবেন, যে হবে তার চেয়ে পবিত্রতায় উত্তম এবং দয়ামায়ায় অধিক ঘনিষ্ঠ' *(কাহফ ৮০-৮১)*। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ الْغُلَامَ الَّذِيْ قَتَلَهُ الْخِضْرُ طُبِعَ كَافِرًا، وَلَوْ عَاشَ لَأَرْهَقَ أَبَوَيْهِ طُغْيَانًا وَكُفْرًا.

'খিযির যে ছেলেটিকে হত্যা করেছেন, তার জন্মই ছিল কাফের অবস্থায়। যদি সে বেঁচে থাকত সীমালঙ্ঘন ও অকৃতজ্ঞতা দ্বারা নিজ পিতা-মাতাকে হত্যা করত'।[৪৯]

(৫) অধিকতর বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদের দেখা

অন্যান্য বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদের দেখা, তাদের মুছীবত স্মরণ করা। বরং অধিকতর বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির দিকে নযর দেয়া।

---

৪৪. ইবরাহীম আ. ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে
৪৫ সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা ৪/৪৩০
৪৬ বুখারী হা/৬৭৫৬; মুসলিম হা/৪৮২২; মিশকাত হা/২২৬৪।
৪৭ মুসনাদ হা/২০২৮৩ সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৭-৪৮।
৪৮. তাঁর আশংকা নিছক ধারণা ভিত্তিক ছিল না, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি নিশ্চিত জানতে পেরেছিলেন।
৪৯. মুসলিম হা/৪৮১১

Contents

এতে সান্ত্বনা লাভ হয়, দুঃখ দূর হয়, মুছীবত হয় সহনীয়। হ্রাস পায় অস্থিরতা ও নৈরাশ্যতা। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ.

'যে ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ তাকে ধৈর্যধারণের ক্ষমতা দান করেন'।[৫০] বিকলাঙ্গ বা দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি, তার চেয়ে কঠিন বিপদগ্রস্তকে দেখবে। একজনের বিরহ বেদনায় ব্যথিত ব্যক্তি, দুই বা ততোধিক বিরহে ব্যথিত ব্যক্তিকে দেখবে। এক সন্তানহারা ব্যক্তি, অধিক সন্তানহারা ব্যক্তিকে দেখবে। সব সন্তানহারা ব্যক্তি, পরিবারহারা ব্যক্তিকে দেখবে। এক ছেলের মৃত্যু শোকে শোকাহত দম্পত্তি স্মরণ করবে নিরুদ্দেশ সন্তান শোকে কাতর দম্পত্তিকে- যারা স্বীয় সন্তান সম্পর্কে কিছুই জানে না যে, জীবিত না মৃত। ইয়াকূব (আঃ) ইউসুফ (আঃ)-কে হারিয়ে অনেক বছর যাবৎ তাকে ফিরে পাওয়ার আশায় বুক বেঁধেছিলেন। বৃদ্ধ ও দুর্বল হওয়ার পর আবার দ্বিতীয় সন্তান হারান। প্রথম সন্তান হারিয়ে বলেছিলেন,

فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُوْنَ .

'সুতরাং (আমার করণীয় হচ্ছে) সুন্দর ধৈর্য। আর তোমরা যা বর্ণনা করছ সে বিষয়ে আল্লাহই সাহায্যস্থল' *(ইউসুফ ১৮)*।

দ্বিতীয় সন্তান হারিয়ে বলেন,

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيْعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ.

'সুতরাং (আমার করণীয় হচ্ছে) সুন্দর ধৈর্য। আশা করি, আল্লাহ তাদের সকলকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনবেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়' *(ইউসুফ ৮৩)*।

(৬) মুছীবত পুণ্যবাণ হওয়ার আলামত

মুছীবত পুণ্যবাণ হওয়ার আলামত, মহত্বের প্রমাণ। একদা ছাহাবী সা'দ বিন ওয়াক্কাছ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি বিপদগ্রস্ত কে? উত্তরে তিনি বলেন,

اَلْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ، فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِيْنِه، فَإِنْ كَانَ دِيْنُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِيْ دِيْنِه رِقَّةٌ أُبْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِيْنِه، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِيْ عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ.

'নবীগণ, অতঃপর যারা তাদের সাথে কাজ-কর্ম-বিশ্বাসে সামঞ্জস্যতা রাখে, অতঃপর যারা তাদের অনুসারীদের সাথে সামঞ্জস্যতা রাখে। মানুষকে তার দ্বীন অনুযায়ী পরীক্ষা করা হয়। দ্বীনি অবস্থান পাকাপোক্ত হ'লে পরীক্ষা কঠিন হয়। দ্বীনি অবস্থান দুর্বল হলে পরীক্ষাও শিথিল হয়। মুছীবত মুমিন ব্যক্তিকে পাপশূন্য করে দেয়, এক সময়ে দুনিয়াতে সে নিষ্পাপ বিচরণ করতে থাকে'।[৫১] রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ.

'আল্লাহ যার সাথে কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তার থেকে বাহ্যিক সুখ ছিনিয়ে নেন'।[৫২] তিনি আরো বলেন,

إِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ.

'আল্লাহ তা'আলা যখন কোন সম্প্রদায়কে পসন্দ করেন, তখন তাদেরকে বিপদ দেন ও পরীক্ষা করেন'।[৫৩]

(৭) মুছীবতের বিনিময়ে উত্তম প্রতিদানের কথা স্মরণ

মুমিনের কর্তব্য বিপদের মুহূর্তে প্রতিদানের কথা স্মরণ করা। এতে মুছীবত সহনীয় হয়। কারণ কষ্টের পরিমাণ অনুযায়ী ছওয়াব অর্জিত হয়। সুখের বিনিময়ে সুখ অর্জন করা যায় না- সাধনার ব্রিজ পার হ'তে হয়। প্রত্যেককেই পরবর্তী ফলের জন্য নগদ শ্রম দিতে হয়। ইহকালের কষ্টের সিঁড়ি পার হয়ে পরকালের স্বাদ আস্বাদান করতে হয়। হাদীছে এসেছে,

إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ.

'কষ্টের পরিমাণ অনুযায়ী প্রতিদান প্রদান করা হয়'।[৫৪] একদা আবুবকর (রাঃ) ভীত-সন্ত্রস্ত হালতে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর কিভাবে অন্তরে স্বস্তি আসে?

لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيْرًا.

'না তোমাদের আশায় এবং না কিতাবীদের আশায় (কাজ হবে)। যে মন্দ কাজ করবে তাকে তার প্রতিফল দেয়া হবে। আর সে তার জন্য আল্লাহ ছাড়া কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না' *(নিসা ১২৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

---

৫০. বুখারী হা/১৩৭৬

৫১. তিরমিযী হা/২৩২২
৫২. বুখারী হা/৫২১৩; মুসলিম হা/৭৭৮।
৫৩. তিরমিযী হা/২৩২০ ইবনে মাজাহ হা/৪০২১
৫৪. তিরমিযী হা/২৩২০

Contents

غَفَرَ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ! أَلَسْتَ تُمْرَضُ؟ أَلَسْتَ تَنْصَبُ؟ أَلَسْتَ تَحْزَنُ؟ أَلَسْتَ تُصِيْبُكَ اللأْوَاءُ؟

'হে আবুবকর! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন, তুমি কি অসুস্থ হও না? তুমি কি বিষণ্ন হও না? মুছীবত তোমাকে কি পিষ্ট করে না? উত্তর দিলেন, অবশ্যই। অতঃপর তিনি বললেন, فهو ما تجزون به 'এগুলোই তোমাদের অপরাধের কাফফারা'।[৫৫]

আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীল বিপদগ্রস্তদের জন্য উত্তম প্রতিদান প্রস্তুত করেছেন, বালা-মুছীবতগুলোকে গুনাহের কাফফারা ও উচ্চ মর্যাদার সোপান বানিয়েছেন। আরো রেখেছেন যথার্থ বিনিময় ও সন্তোষজনক ক্ষতিপূরণ। জান্নাতের চেয়ে বড় প্রতিদান আর কি হ'তে পারে! এই জান্নাতেরই ওয়াদা করা হয়েছে ধৈর্যশীলদের জন্য। যেমন মৃগী রোগী মহিলার জন্য জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে– ধৈর্যধারণের শর্তে। আতা বিন আবি রাবাহ বর্ণনা করেন, একদা ইবনু আব্বাস (রাঃ) আমাকে বলেন, আমি কি তোমাকে জান্নাতি মহিলা দেখাব? আমি বললাম, অবশ্যই। তিনি বললেন, এই কালো মহিলাটি জান্নাতি। ঘটনাটি এরূপ: একবার সে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলে, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি মৃগী রোগী, রোগের দরুন ভূপাতিত হয়ে যাই, বিবস্ত্র হয়ে পড়ি। আমার জন্য দো'আ করুন। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ.

'ইচ্ছে করলে ধৈর্যধারণ করতে পার, বিনিময়ে জান্নাত পাবে। আর চাইলে, সুস্থ্যতার জন্য দো'আ করে দেই'। সে বলল, আমি ধৈর্যধারণ করব। তবে আমি বিবস্ত্র হয়ে যাই, আমার জন্য আল্লাহ্র কাছে দো'আ করুন, যাতে বিবস্ত্র না হই। অতঃপর তিনি তার জন্য দো'আ করে দেন'।[৫৬]

অনুরূপ জান্নাতের নিশ্চয়তা আছে দৃষ্টিহীন ব্যক্তির জন্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ اللهَ قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِيْ بِحَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ.

'আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি যখন আমার বান্দাকে দু'টি প্রিয় বস্তু দ্বারা পরীক্ষা করি, আর সে ধৈর্যধারণ করে, বিনিময়ে আমি তাকে জান্নাত দান করি'।[৫৭]

আরো জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে, প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যুতে ধৈর্যধারণকারীর জন্য। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন :

مَا لِعَبْدِيْ الْمُؤْمِنِ عِنْدِيْ جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلا الْجَنَّةُ.

'আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি যখন আমার মুমিন বান্দার অকৃত্রিম ভালোবাসার পাত্রকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেই এবং তাতে সে ধৈর্যধারণ করে, ছওয়াবের আশা রাখে, আমার কাছে তার বিনিময় জান্নাত বৈ কি হ'তে পারে?'[৫৮]

সন্তান হারাদেরও আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। কারণ তিনি বান্দার প্রতি দয়ালু, তার শোক-দুঃখ জানেন। যেমন: রাসূল (ছাঃ) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন তিন সন্তান দাফনকারী মহিলাকে। তিনি তাকে বলেন– 'তুমি জাহান্নামের আগুন প্রতিরোধকারী মযবুত ঢাল বেষ্টিত হয়ে গেছ'। ঘটনাটি নিম্নরূপ : সে একটি অসুস্থ বাচ্চা সাথে করে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসে এবং বলে, হে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ)! তার জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ করুন। ইতিপূর্বে আমি তিন জন সন্তান দাফন করেছি। তিনি শোনে নির্বাক : دفنت ثلاثة؟! 'তিন জন দাফন করেছ!' সে বলল- হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন,

لَقَد احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيْدٍ مِنَ النَّارِ.

'তুমি জাহান্নামের আগুন প্রতিরোধকারী মযবুত প্রাচীর ঘেরা সংরক্ষিত দুর্গে প্রবেশ করেছ'।[৫৯]

অন্য হাদীসে আছে :

أَيُّمَا مُسْلِمَيْنِ مَضَى لَهُمَا ثَلاَثَةٌ مِنْ أَوْلاَدِهِمَا، لَمْ يَبْلُغُوْا حِنْثًا كَانُوْا لَهُمَا حِصْنًا حَصِيْنًا مِنَ النَّارِ.

'সাবালকত্ব পাওয়ার আগে মৃত তিন সন্তান– তাদের মুসলিম পিতা-মাতার জন্য জাহান্নামের আগুন প্রতিরোধকারী মযবুত ঢালে পরিণত হবে'। আবুযর (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার দু'জন মারা গেছে। তিনি বললেন, 'দুজন মারা গেলেও'। উবাই (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার একজন মারা গেছে, তিনি বললেন :

وواحد، وذلك في الصدمة الأولى.

---

৫৫. আল মুসনাদ মিন হাদীসে আবি বকর : ৬৮
৫৬. বুখারী হা/৫২২০; মুসলিম হা/৪৬৭৩
৫৭. বুখারী হা/৫২২১
৫৮. বুখারী হা/৫৯৪৪
৫৯. মুসলিম হা/৪৭৭০

'একজন মারা গেলেও। তবে মুছীবতের শুরুতেই ধৈর্যধারণ করতে হবে'।[৬০]

শোকসন্তপ্ত পিতা-মাতার জন্য আরেকটি হাদীছ।

إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْد قَالَ اللهُ لِمَلاَئِكَته: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِيْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: نَعَمْ، فَيَقُوْلُ: قَبَضْتُمْ ثَمرَةَ فُؤَادِه؟ فَيَقُوْلُوْنَ : نَعَمْ، فَيَقُوْلُ : مَاذَا قَالَ عَبْدِيْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُوْلُ اللهُ : ابْنُوْا لِعَبْدِيْ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ.

'যখন বান্দার কোন সন্তান মারা যায়, আল্লাহ তা'আলা ফেরেস্তাদের বলেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তান কেড়ে নিয়ে এসেছ? তারা বলে, হ্যাঁ। তোমরা আমার বান্দার কলিজার টুকরো ছিনিয়ে এনেছ? তারা বলে, হ্যাঁ। অতঃপর জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দা কী বলেছে? তারা বলে, আপনার প্রসংশা করেছে এবং বলেছে আমরা আল্লাহ্‌র জন্য এবং তার কাছেই প্রত্যাবর্তন করব। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দার জন্য একটি ঘর তৈরী কর এবং তার নাম দাও 'বায়তুল হামদ্' বা প্রশংসার ঘর'।[৬১]

উপরন্তু ওই অসম্পূর্ণ বাচ্চা, যা সৃষ্টির পূর্ণতা পাওয়ার আগেই মায়ের পেট থেকে ঝরে যায়, সেও তার মায়ের জান্নাতে যাওয়ার অসীলা হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِه إِنَّ السِّقْطَ لَيَجُرِ أُمَّهُ بِسُرُرِه إِلَى الْجَنَّةِ، إِذَا احْتَسَبَتْهُ.

'ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার জীবন, অসম্পূর্ণ বাচ্চাও তার মাকে আঁচল ধরে টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে। যদি সে তাকে পুণ্য জ্ঞান করে থাকে।"[৬২]

বিপদাপদকে গুনাহের কাফফার বলা হয়েছে। যেমন-

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ أَذًى، شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا سَيِّئَاتِه، كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا.

'যে কোন মুসলিম ব্যক্তি কাঁটা বা তার চেয়ে সামান্য বস্তুর দ্বারা কষ্ট পায়, আল্লাহ তার বিনিময়ে প্রচুর গুনাহ ঝরান– যেমন বৃক্ষ বিশেষ মৌসুমে স্বীয় পত্র-পল্লব ঝড়িয়ে থাকে'।[৬৩] অন্য হাদীছে এসেছে,

ما يصيب المسلم من نصب، ولا وصب، ولا هم، ولاحزن، ولا أذى، ولاغم, حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه.

'মুমিন কোন ক্লান্তি, রোগ, দুশ্চিন্তা, দুঃখ, কষ্ট বা উদ্বিগ্নতা ভোগ করে না, এমন কি তার কোন কাঁটাও বিধে না, যেগুলির বিনিময়ে কাফফারা হিসাবে আল্লাহ তার গোনাহ মাফ করেন না'।[৬৪]

ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله، حتى يلقى الله وما عليه خطيئة.

'মুমিন নর-নারীর নিজ জীবন, সন্তানাদি ও মাল-সম্পদে সর্বদা বালা-মুছীবত লেগে থাকবে। অতঃপর সে আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হবে এমন অবস্থায় যে, তার উপরে কোন গোনাহ থাকবে না'।[৬৫]

মুছীবত মর্যাদার সোপান। কারণ ধৈর্যের মাধ্যমে অতটুকু সফলতা অর্জন করা যায়, যা আমল বা কাজের দ্বারা করা যায় না।

إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره، حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له منه.

'আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দার মর্যাদার স্থান পূর্বে নির্ধারণ করে দেন, আর সে আমল দ্বারা ওই স্থান লাভে ব্যর্থ হয়, তখন আল্লাহ তার শরীর, সম্পদ বা সন্তানের ওপর মুছীবত দেন এবং ধৈর্যের তাওফীক্ব দেন। এর দ্বারা সে নির্ধারিত মর্যাদার উপযুক্ত হয়ে যায়'।[৬৬]

একদা রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীদের জিজ্ঞেস করেন,

ما تعدون الرقوب فيكم؟

'তোমরা কাকে নিঃসন্তান মনে কর? তারা বলল, যার কোন সন্তান হয় না। তিনি বললেন,

ليس ذاك بالرقوب، ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا.

'সে নয়। বরং ঐ ব্যক্তি, যার মৃত্যুর পূর্বে তার কোন সন্তানের মৃত্যু হ'ল না'।[৬৭] অর্থাৎ পার্থিব জগতে সন্তানাদি আমাদের বার্ধক্যের সম্বল। যার সন্তান নেই সে যেন

৬০. *মুসনাদ হা/৪৩১৪*
৬১. *তিরমিযী হা/৯৪২*
৬২. *ইবনে মাজাহ হা/১৫৯৮*
৬৩. *বুখারী হা/৫২১৫; মুসলিম হা/৪৬৬৩*
৬৪. *বুখারী হা/৫২১০*
৬৫. *তিরমিযী হা/২৩২৩*
৬৬. *মুসনাদ হা/২২৩৩৮*
৬৭. *মুসলিম হা/৪৭২২*

নিঃসন্তান। তদ্রুপ পর জগতের সম্বল মৃত সন্তান। যার সন্তান মারা যায়নি সে পরজগতে নিঃসন্তান। এতে আমরা সন্তানহারা পিতা-মাতার প্রতিদান অনুমান করতে পারি। সন্তান বিয়োগের মুছীবত কল্যাণকর, এর বিনিময়ে অর্জিত হয় জান্নাত।

মুছীবতের পশ্চাতে আছে কল্যাণ, উত্তম বিনিময়। যার কোন প্রিয় বস্তু হারায়, সে এর পরিবর্তে অধিক প্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হয়। অনেক সময় এক সন্তান মারা গেলে, তারচেয়ে ভাল দ্বিতীয় সন্তান প্রদান করা হয়। দুঃখের আড়ালে সুখ বিদ্যমান। উম্মে সালামা বর্ণনা করেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি :

ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله : إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها.

‘যে কোন মুসলমান মুছীবত আক্রান্ত হয় এবং বলে, আমরা আল্লাহ্র জন্য এবং তার কাছেই ফিরে যাব। হে আল্লাহ, তুমি আমার এ মুছীবতের প্রতিদান দাও এবং এর চেয়ে উত্তম জিনিস দান কর। আল্লাহ তাকে উত্তম জিনিস দান করেন’। তিনি বলেন, যখন আবু সালামা মারা যায়, আমি ভাবলাম মুসলমানের ভেতর কে আছে যে, আবু সালামা থেকে উত্তম? সর্বপ্রথম তার পরিবার রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট হিজরত করে আসে। তবুও বলার জন্য বললাম, আল্লাহ তা‘আলা আমাকে আবু সালামার পরিবর্তে রাসূল (ছাঃ)-কে প্রদান করেন। যিনি আবু সালামা থেকে উত্তম।[৬৮]

কতক সন্তানের মৃত্যুতে পিতা-মাতার নানাবিধ কল্যাণ নিহিত থাকে। হতে পারে তাক্বদীর অনুযায়ী এ ছেলেটি বেঁচে থাকলে পিতা-মাতার কষ্টের কারণ হত। যেমন খিযির-এর ঘটনায় বর্ণিত বাচ্চার অবস্থা। অনেক সময় পিতা-মাতার ধৈর্যধারণ, মৃত সন্তানকে পূণ্য জ্ঞান করণ উত্তম প্রতিদানের কারণ হয়। যেমন উম্মে সালামার ঘটনা। কখনো আগন্তুক শুভানুধ্যায়ীদের দো‘আ লাভ হয়। যেমন তারা বলেন, ‘হে আল্লাহ! তুমি তাদের উত্তম বিনিময় দান কর। তাদের ক্ষতস্থান পূর্ণ কর। তার পরিবর্তে উত্তম বস্তু দান কর’। যার ফলে তার জীবিত অন্যান্য ভাইরা সংশোধন ও অধিক তাওফীক প্রাপ্ত হয়। পিতা-মাতা অধিক আনুগত্যশীল সুসন্তান প্রাপ্ত হয় ।

(৮) আপত্তি অভিযোগ ও অস্থিরতা ত্যাগ করা

যে কোন বিপদাপদের সময় অসহিষ্ণুতা ও আপত্তি-অভিযোগ পরিহার করতে হবে। এটাই সান্ত্বনার শ্রেয়পথ। শান্তির উপায়-উপলক্ষ। যে এর থেকে বিরত থাকবে না, তার কষ্ট ও অশান্তি দ্বিগুণ হবে। বরং সে নিজেই স্বীয় শান্তি বিনাশকারী-নিঃশেষকারী। কোন অর্থেই তার জন্য ধৈর্য প্রযোজ্য হবে না, মুছীবত থেকে নাজাতও পাবে না। কারণ ধৈর্য যদি হয় বিপদাপদ মূলোৎপাটনকারী, অধৈর্যতা তার পৃষ্ঠপোষকতা-দানকারী। যার বিশ্বাস আছে, নির্ধারিত বস্তু নিশ্চিত হস্তগত হবে, নির্দিষ্ট বস্তু নিশ্চিত অর্জিত হবে, তার ধৈর্য পরিহার করা নিরেট বিড়ম্বনা– আরেকটি মুছীবত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ.

‘যমীনে এবং তোমাদের নিজদের মধ্যে এমন কোন মুছীবত আপতিত হয় না, যা আমি সংঘটিত করার পূর্বে কিতাবে লিপিবদ্ধ রাখি না। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহ্র পক্ষে খুবই সহজ। যাতে তোমরা আফসোস না কর তার উপর যা তোমাদের থেকে হারিয়ে গেছে এবং তোমরা উৎফুল্ল না হও তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার কারণে। আর আল্লাহ কোন উদ্ধত ও অহংকারীকে পসন্দ করেন না’।[৬৯]

মনে রাখা প্রয়োজন! অস্থিরতা হারানো বস্তু ফিরিয়ে আনতে পারে না, বরং তা হিতকামনাকারীকে দুঃখিত ও অশুভ কামনাকারীকে আনন্দিত করে। সাবধান! মুছীবতের দুঃখের সাথে হতাশার নৈরাশ্য সংযোজন করো না। কারণ উভয়ের সঙ্গে ধৈর্যের সহাবস্থান হয় না। এমন বিপরীতধর্মী জিনিস অন্তরও গ্রহণ করে না। এ জন্য বলা হয়, ‘ধৈর্যের মুছীবত, সবচেয়ে বড় মুছীবত’।

সম্ভব ও সাধ্যের নাগালের জিনিস গ্রহণ করেই ধৈর্যধারণকারীদের মর্যাদা লাভ করা যায়। যেমন হাতাশা না করা, কাপড় না ছিড়া, গাল না চাপড়ানো, অভিযোগ না করা, মুছীবত প্রকাশ না করা, খাওয়া-দাওয়া ও পরিধানের অভ্যাস স্বাভাবিক রাখা, আল্লাহ তা‘আলার ফায়ছালাতে সন্তুষ্ট থাকা, এ বিশ্বাস করে, যা ফেরত নেয়া হয়েছে, তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমাদের কাছে আমানত ছিল এবং সে পদ্ধতি গ্রহণ করা, যা হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) গ্রহণ করেছিলেন।

বর্ণিত আছে, তাদের একটি ছেলে মারা গেলে, আপন স্বামী আবু তালহাকে তিনি এ বলে সান্ত্বনা দেন যে, কোন সম্প্রদায় যদি কোন দম্পতির নিকট একটি আমানত রাখে,

৬৮. মুসলিম হা/১৫২৫

৬৯. হাদীদ হা/২২-২৩

Contents

অতঃপর তারা তাদের আমানত ফেরৎ নিয়ে নেয়, তাহ'লে আপনি সেটা কোন দৃষ্টিতে দেখবেন? তাদের নিষেধ করার কোন অধিকার আছে কি? উত্তর দিলেন, না। বললেন, আপনার ছেলেকে সে আমানত গণ্য করুন। তাকে হারানো পুণ্য জ্ঞান করুন।

এ ঘটনা অবহিত হয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

بارك الله لكما في غابر ليلتكما.

'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গত রাতে বরকত দান করুন'।[৭০]

সর্বশেষ বলি, ধৈর্য ধৈর্যধারণকারীকে প্রশান্তি এনে দেয়, মুছীবতের পরিবর্তে পুণ্য এনে দেয়। অতএব স্বেচ্ছায় ধৈর্যধারণ করাই ভাল। অন্যথায় অযথা পেরেশান হয়ে, ধৈর্যধারণ করতে বাধ্য হবে। তাই বলা হয় 'যে জ্ঞানীর মত ধৈর্যধারণ না করে, সে চতুষ্পদ জন্তুর মত যন্ত্রণা সহ্য করে'। আলী (রাঃ) বলেন :

إنك إن صبرت جرى عليك القلم وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القلم وأنت مأزور.

'যদি তুমি ধৈর্যধারণ করো, তাহ'লে তোমার ওপর তাক্বদীর বর্তাবে, তবে তুমি নেকী লাভ করবে। পক্ষান্তরে যদি ধৈর্যহারা হও, তাহ'লেও তোমার উপর তাক্বদীর বর্তাবে, তবে তুমি গুনাহ্গার হবে'।[৭১]

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে প্রকৃত ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমাদের জন্য তিনিই যথেষ্ট, তিনিই আমাদের অভিভাবক।

৭০. মুসলিম হা/৪৪৯৬
৭১. আদাবুদ দুনিয়া ওদ্দিন পৃ : ৪০৭

তুমি মহারাজা...

*জোহান হ্যারি**

কে ভাবতে পেরেছিল, এই ২০০৯ সালে দুনিয়ার তাবড় সরকারগুলো একযোগে জলদস্যুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে? ব্রিটিশ রয়্যাল নেভি যুক্তরাষ্ট্র ও চীনসহ দুই ডজনেরও বেশী দেশের যুদ্ধজাহাজ নিয়ে সোমালিয়ার জলসীমায় ঢুকছে। জলদস্যু বলতেই কাঁধে তোতাপাখি নিয়ে থাকা শয়তান মানুষের ধারণা আমাদের মনে গেঁথে দিয়েছে হলিউড ছবিগুলো। আন্তর্জাতিক নৌবহর যখন সোমালীয় জাহাজগুলোকে তাড়া করে ধ্বংস করবে এবং ভূমিতেও তাদের ধাওয়া করে মারবে, তখনো আমরা ভাবব কোথাও একদল পাষণ্ড ডাকাতকে শায়েস্তা করা হচ্ছে। সামুদ্রিক এই অভিযান নব্বই দশক থেকে একের পর এক মার্কিন আক্রমণ ও ইথিওপিয়ার আগ্রাসনে বিধ্বস্ত দেশ আর তার দুর্ভিক্ষপীড়িত কোটি খানেক মানুষকে নরকের সদর দরজা দেখিয়ে দেবে। অথচ যে মানুষগুলোকে পশ্চিমা সরকারগুলো 'আমাদের সময়ের কুৎসিত ব্যাধি' বলে দেখাচ্ছে, তাদেরও বলার আছে অসাধারণ মানবিক এক গল্প, তারাও তুলতে পারে সুবিচারের দাবী।

আমরা যেমন ভাবি জলদস্যুরা কখনোই তেমনটি ছিল না। জলদস্যুতার স্বর্ণযুগ ছিল ১৬৫০ থেকে ১৭৩০ সাল। সে সময় ব্রিটিশ মুখপাত্ররা রটায় যে, তারা হ'ল অমানুষ, বর্বর ডাকাত। কিন্তু বারবারই আমজনতা তাদের ফাঁসিকাষ্ঠ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। কেন? তারা কি বুঝেছিল যা আমরা বুঝি না? 'ভিলেইনস অব অল ন্যাশনস' বইয়ের লেখক ইতিহাসবিদ মারকাস রেডাইকার এ বিষয়ে আমাদের কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়েছেন। ধরুন আপনি সে সময়ের কোন নাবিক বা সওদাগর, লন্ডনের ইস্ট এন্ড বন্দর থেকে ক্ষুধার্ত ও তরুণ আপনাকে তুলে নেওয়া হ'ল। এক সময় দেখতে পেলেন এক কাঠের নরকে করে আপনি ভাসছেন। উদয়াস্ত খাটতে খাটতে আপনার পেশি কুঁচকে গেছে। আধাপেটা খাওয়া, এক মুহূর্তের জন্য কাজে উদাস হয়ে গেছেন, সর্বশক্তিমান সারেং আপনাকে তখন চাবুকপেটা করবে।

এই বর্বর দুনিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহী ঐ জলদস্যুরা। তারা তাদের বর্বর ক্যাপ্টেনদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সামুদ্রিক কারবারের নতুন নিয়ম তৈরি করেছিল। জাহাজ পাওয়া মাত্র তারা তাদের ক্যাপ্টেন নির্বাচিত করত এবং সব সিদ্ধান্তই নিত এজমালীভাবে। লুটের মাল তারা এমনভাবে ভাগ করত যা থেকে রেডাইকার বলছেন, 'সেটা ছিল আঠারো শতকের সবচেয়ে সমতাবাদী ভাগযোগ। এমনকি তারা পালিয়ে আসা আফ্রিকী দাসদের তুলে নিত, তাদের দিত সমান মর্যাদা। জলদস্যুরা দেখিয়ে দিয়েছে যে সওদাগরি কোম্পানী বা রয়্যাল নেভির বর্বর কায়দায় জাহাজ চালানো চলবে না। সেজন্যই নিস্ফলা চোর হওয়াও সত্ত্বেও তারা ছিল জনপ্রিয়।

সেই হারানো যুগের এক তরুণ ব্রিটিশ জলদস্যুর কথা শতাব্দী পেরিয়ে আজও ভেসে আসে। ফাঁসিতে ঝোলানোর ঠিক আগে সে বলে, 'আমি যা করেছি তা কেবলই ধ্বংস থেকে বাঁচার জন্য'। ১৯৯১ সালে সোমালিয়ার সরকার ভেঙ্গে পড়ে। এর কোটি খানেক মানুষ তখন থেকে দুর্ভিক্ষের সঙ্গে লড়ছে। তখন থেকে পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রশক্তিগুলো মওকা বুঝে দেশটির খাদ্য সরবরাহ কেড়ে নেয় এবং এর উপকূলে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থ ফেলতে শুরু করে।

সোমালিয়ার উপকূলে হানা দিতে থাকে রহস্যময় ইউরোপীয় জাহাজ। তারা বিরাট বিরাট ব্যারেল ফেলতে থাকে সেখানে। উপকূলীয় অধিবাসীরা অসুস্থ হ'তে শুরু করে। প্রথম প্রথম তাদের গায়ে অদ্ভুত দাগ দেখা দিত, তারপর শুরু হ'ল বমি এবং বিকলাঙ্গ শিশু প্রসব। ২০০৫ সালের সুনামির পর, উপকূল ভরে যায় হাযার হাযার পরিত্যক্ত ও ফুটো ব্যারেলে। তেজস্ক্রিয়তায় ভুগে ৩০০ এরও বেশী মানুষ মারা যায়। সোমালিয়ায় জাতিসংঘ প্রতিনিধি আহমেদ আবদাল্লাহ বলেন, 'কেউ এখানে একটানা পারমাণবিক উপাদান ফেলছে। ফেলছে সিসা, ক্যাডমিয়াম ও মার্কারি'। এর বেশির ভাগই আসছে ইউরোপীয় হাসপাতাল ও কারখানাগুলো থেকে। ইতালীয় মাফিয়াদের মাধ্যমে সস্তায় তারা এগুলো এখানে খালাস করে। ইউরোপীয় সরকারগুলো এ নিয়ে কিছু করছে? না, না তারা এগুলো পরিষ্কার করছে, না দিচ্ছে ক্ষতিপূরণ, না ঠেকাচ্ছে এগুলো ফেলা।

একই সময়ে অন্য কিছু ইউরোপীয় জাহাজ সোমালিয়ার সমুদ্র লুট করে চলেছে। সোমালিয়ার প্রধান সম্পদ তাদের সামুদ্রিক মাছের ভাণ্ডার। ইউরোপ অতিশোষণের মাধ্যমে নিজেদের মাছের ভাণ্ডার নিঃশেষ করে এখন হামলে পড়েছে অন্যের পানিতে। সোমালিয়ার অরক্ষিত পানি থেকে তারা ফিবছর ৩০০ মিলিয়ন ডলারের টুনা, চিংড়ি, গলদা চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ ধরে নিয়ে আসে। এই পটভূমিতেই ঐ মানুষদের আবির্ভাব, যাদের আমরা বলছি 'জলদস্যু'। সবাই মানে যে এরা আসলে সাদাসিধা জেলে। প্রথমে তারা স্পিডবোট নিয়ে বর্জ্য ফেলা ও মাছ ধরার জাহাজ ও ট্রলারগুলোকে তাড়ানোর চেষ্টা করে। তাদের উপর 'ট্যাক্স' বসানোরও চেষ্টা চলে। টেলিফোন সংলাপে জলদস্যুদের এক নেতা সুগুল আলী বলেন, তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল 'বেআইনি মাছ ধরা এবং উপকূলদূষণ থামানো... আমরা জলদস্যু নই... ওরাই জলদস্যু যারা আমাদের মাছ কেড়ে নেয়, যারা আমাদের সমুদ্র বিষ দিয়ে ভরে ফেলে এবং আমাদের পানিতে অস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করে'।

আমরা কি চাইছি যে, ক্ষুধার্ত ও তেজস্ক্রিয়ায় রুগ্ন সোমালীয়রা ধুঁকে ধুঁকে মরবে কিন্তু নীরবে চেয়ে দেখবে তাদের থেকে চুরি করা মাছ পরিবেশিত হচ্ছে লন্ডন, প্যারিস আর রোমের রাজকীয় রেস্তোরাঁয়! তাদের বিরুদ্ধে এই অপরাধগুলো আমরা হ'তে দিয়েছি। কিন্তু যেই তারা বিশ্বের বিশ ভাগ তেল পরিবহনের সমুদ্রপথে বাধা দেওয়া শুরু করল, সেই আমরা 'শয়তানদের' নিয়ে পড়লাম। যদি সত্যিই জলদস্যুতা বন্ধ করতে হয় তাহ'লে গোড়ায় হাত দিতে হবে। থামাতে হবে আমাদের অপরাধগুলো।

২০০৯ সালের এই গল্পের সারাংশটি সবচেয়ে ভালোভাবে প্রকাশ করা যায় খ্রিষ্টপূর্ব চার শতাব্দী কালের এক জলদস্যুর কথায়। তাকে বন্দী করে মহান আলেকজান্ডারের সামনে আনা হয়। সম্রাট আলেকজান্ডার জানতে চান, 'সমুদ্রের দখল ধরে রাখা বিষয়ে সে আসলে কী বোঝাতে চায়?' জলদস্যুটি মুচকি হেসে জবাব দিল, 'গোটা পৃথিবী দখল করা দিয়ে আপনি যা বোঝাতে চান, কিন্তু ঐ কাজ আমি করছি ছোট্ট এক জাহাজ নিয়ে আর আপনি করছেন বিরাট নৌবহর দিয়ে। সে জন্যই আমি ডাকাত আর জাহাপনা আপনি সম্রাট'।

আবারও, আমাদের মহান রাজকীয় নৌবহর মহান এক অভিযানে রওনা হ'ল আজ, কিন্তু বলতে পারেন, কে আসলে ডাকাত?

[-ব্রিটেনের দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকা অবলম্বনে]।

॥ সংকলিত ॥

Contents

মনীষী চরিত

ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ)

*ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুনানে আবূদাঊদ সংকলন :

ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ) ইল্‌মে হাদীছের দরস প্রদানের পাশাপাশি গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি অনেকগুলো মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করলেও 'সুনানে আবূদাঊদ' রচনার মাধ্যমে তিনি মুসলিম জাতির মাঝে অমর হয়ে আছেন। তাঁর সুদীর্ঘ দিনের কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফসল 'সুনানে আবূদাঊদ'। তাঁর সংগৃহীত পাঁচ লক্ষ হাদীছ থেকে উছূলে হাদীছের মানদণ্ডে সূক্ষ্মভাবে যাচাই-বাছাই করে মাত্র চার হাযার আটশত হাদীছের সমন্বয়ে 'সুনানে আবূদাঊদ' গ্রন্থখানা সংকলন করেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন,

كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمائة ألف حديث انتخبت منها ماضمنته كتاب السنن، جمعت فيه أربعة آلاف حديث وثمانمائة حديث–

'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পাঁচ লক্ষ হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছিলাম, সেখান থেকে ঐ হাদীছগুলো নির্বাচন করেছি যেগুলো সুনান গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এতে আমি চার হাযার আটশত হাদীছ সংকলন করেছি'।[৭২]

ইমাম আবূদাঊদ ইমাম বুখারীর পরে কুতুবুস সিত্তাহর অন্যান্য প্রণেতাদের তুলনায় ফিক্বহ সম্পর্কে ব্যাপক ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগের সকল ফিক্বহবিদই এ গ্রন্থ থেকে দলীল-প্রমাণ গ্রহণ করেছেন। একারণেই ফক্বীহগণ বলেছেন, একজন মুজতাহিদের পক্ষে ফিক্বহী মাসআলা সঞ্চয়নের জন্য আল্লাহ্‌র কিতাব কুরআনুল কারীমের পরে সুনানে আবূদাঊদই যথেষ্ট'।[৭৩]

ইমাম খাত্ত্বাবী বলেন, كتاب أبي داود جامع لنوعى الصحيح والحسن، 'সুনানে আবূদাঊদ শুধু ছহীহ ও হাসান শ্রেণীর হাদীছের সংকলন'।[৭৪] ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ) বলেন, وماكان فيه وهن شديد بينته. 'এ কিতাবে সন্নিবেশিত হাদীছ সমূহের মধ্যে এমন কোন দুর্বলতা বা ত্রুটি নেই, যা আমি বিশ্লেষণ করিনি'।[৭৫]

ইবনু মানদাহ বলেন,

كذلك أبو داود السجستاني يأخذ مأخذه ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد فى الباب غيره لأنه أقوى من رأى الرجال–

'ইমাম আবূদাঊদ আস-সিজিস্তানী (রহঃ) সুনানে আবূদাঊদে (সাধারণত ছহীহ ও হাসান সনদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তবে) কোন অধ্যায়ে ছহীহ হাদীছ না পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রে যঈফ সনদের হাদীছও বর্ণনা করেছেন। কেননা ব্যক্তির রায় বা মতামতের চেয়ে তাঁর নিকট যঈফ হাদীছই অধিক শক্তিশালী'।[৭৬]

ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ) এ গ্রন্থে শুধু আহকাম সম্পর্কিত হাদীছ সমূহ সন্নিবেশিত করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন,

وإنما لم أصنف فى كتاب السنن إلا الأحكام ولم أصنف فى الزهد وفضائل الأعمال وغيرها، فهذه أربعة آلاف وثمانمائة كلها فى الأحكام، فأما أحاديث كثيرة صحاح من الزهد والفضائل وغيرها لم أخرجها–

'আমি সুনানে আবূদাঊদে আহকাম সম্পর্কিত হাদীছ ব্যতীত যুহদ, ফাযায়েলে আমল ও অন্যান্য বিষয়ের হাদীছ সন্নিবেশিত করিনি। এ গ্রন্থে সংকলিত চার হাযার আটশ' হাদীছ সবগুলোই আহকাম সম্পর্কিত। আমার সংগ্রহে যুহুদ, ফাযায়েল ও অন্যান্য বিষয়ের অসংখ্য ছহীহ হাদীছ থাকা সত্ত্বেও আমি তা সন্নিবেশিত করিনি'।[৭৭]

ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ) কোন অধ্যায়ে হাদীছ সন্নিবেশিত করতে গিয়ে দীর্ঘ হাদীছকে সংক্ষিপ্ত করে শুধু প্রয়োজনীয় অংশটুকু বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন,

وربما فيه كلمة زائدة على الحديث الطويل لأنى لوكتبته بطويله لم يعلم بعض من سمعه ولايفهم موضع الفقه منه فاختصرته لذلك–

'মাঝে-মধ্যে আমি অতি দীর্ঘ হাদীছটিকে সংক্ষিপ্ত করে বর্ণনা করেছি, কেননা যদি আমি দীর্ঘ হাদীছটিই বর্ণনা করতাম তাহ'লে এমন কতক পাঠক-শ্রোতা আছে, যারা উক্ত হাদীছ বর্ণনার আসল উদ্দেশ্য অবগত হ'তে এবং

* *প্রধান মুহাদ্দিছ, বেলটিয়া কামিল মাদরাসা, জামালপুর।*

৭২. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১১/৬৪; কাশফুয যুনূন ১/১০০৪; শাযারাতুয যাহাব ২/১৬৭।*

৭৩. *মুহাম্মাদ আবু যাহূ, আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, (আল-মাকতাবাতুত তাওফীক্বিয়াহ, তাবি), পৃঃ ৪১১।*

৭৪. *মুক্বাদ্দামাতু তুহফাতুল আহওয়াযী ১/১০১; মুক্বাদ্দামাতু শরহে সুনানে আবূদাঊদ লিল আইনী, ১/২৯।*

৭৫. *তাযকিরাতুল হুফফায, ২/৫৯২।*

৭৬. *আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, পৃঃ ৪১২।*

৭৭. *মান্নাউল কাত্তান, তারীখুত তাশরীঈল ইসলামী (রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৯৯৬ ইং/১৪১৭ হিঃ), ৯৪; আল-হিত্তাহ, পৃঃ ২১৬, মুক্বাদ্দামাতু আওনুল মা'বূদ ১/৫।*

Contents

ফিক্বহী মাসআলা অনুধাবন করতে সক্ষম হত না। বিধায় আমি হাদীছ সংক্ষিপ্ত করে বর্ণনা করেছি'।[৭৮]

সুনানে আবূদাঊদের মূল্যায়ন:

ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ) সুনানে আবূদাঊদ প্রণয়ন শেষে স্বীয় জগদ্বিখ্যাত উস্তাদ ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ)-এর নিকট বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য পেশ করলে তিনি একে অতি সুন্দর, মূল্যবান ও কল্যাণকামী গ্রন্থ হিসাবে সত্যায়ন করেন। এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনুল আরাবী বলেন,

لما جمع كتاب السنن قديما عرضه على الإمام أحمد بن حنبل فاستجاده واستحسنه–

'সুনানে আবূদাঊদ সংকলন শেষে সত্যায়নের জন্য ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ)-এর নিকট পেশ করা হ'লে তিনি তা খুবই পসন্দ করলেন এবং অতি সুন্দর মূল্যবান গ্রন্থ হিসাবে সত্যায়ন করেন'।[৭৯]

সুনানে আবূদাঊদের বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে স্বয়ং ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ) বলেন, ما ذكرت فى كتابى حديثا أجمع الناس على تركه. 'আমার এ কিতাবে জনগণ কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে পরিত্যাজ্য কোন হাদীছ সন্নিবেশিত করিনি'।[৮০]

আল্লামা ইবনুল আরাবী বলেন,

لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم إلا المصحف ثم كتاب أبى داود لم يحتج معها إلى شئ من العلم–

'যদি কোন ব্যক্তির নিকট কুরআনুল কারীমের জ্ঞান অতঃপর সুনানে আবূদাঊদ থাকে, তাহ'লে নিশ্চিত যে, ইসলামী জ্ঞান অর্জনের জন্য তার অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই'।[৮১]

ইমাম খাত্ত্বাবী বলেন,

فقد جمع فى كتابه هذا من الحديث فى أصول العلم و أمهات السنن وأحكام الفقه ما لم يعلم متقدما سبقه إليه ولا متأخرا لحقة فيه–

'নিশ্চয়ই ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ) তাঁর এ গ্রন্থে এমন হাদীছ সমূহ একত্রিত করেছেন যা ইলমের মূলনীতি, সুনান গ্রন্থ সমূহের মূলভিত্তি এবং ফিক্বহ শাস্ত্রের বিধি-বিধান সম্বলিত। এ বিষয়ে তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কোন মনীষীই তাঁর সমকক্ষ নন'।[৮২]

হাফিয আবু জা'ফর ইবনে যুবাইর বলেন, ولأبى داود فى حصر أحاديث الأحكام واستيمعا بها ما ليس غيره– 'সুনানে আবূদাঊদের আহকাম সম্পর্কিত হাদীছসমূহ সামগ্রিক ও নিরংকুশভাবে যে বিশেষত্ব লাভ করেছে, তা অন্য কোন গ্রন্থের নেই।[৮৩]

আল্লামা খাত্ত্বাবী স্বীয় معالم السنن গ্রন্থে লিখেছেন,

اعلموا رحمكم الله تعالى إن كتاب السنن لأبى داود كتاب شريف لم يصنف فى علم الدين كتاب مثله وقد رزق القبول من كافة الناس–

'আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করুন! জেনে রাখ, সুনানে আবূদাঊদ এমন এক মর্যাদাসম্পন্ন গ্রন্থ, ইসলাম ধর্মে এরূপ গ্রন্থ প্রণীত হয়নি। এটা সকল মানুষের নিকট সাদরে গৃহীত হয়েছে।[৮৪]

আল্লামা তাজুদ্দীন আল-সুবকী স্বীয় طبقات الشافعية الكبرى গ্রন্থে সুনানে আবূদাঊদের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, هى من دواوين الإسلام والفقهاء 'এটা ইসলাম ও ফক্বীহদের রেকর্ডবুক সমূহের অন্যতম'।[৮৫]

ইবরাহীম হারুবী ও মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক্ব আস-সাগানী বলেন, لما صنف أبوداود هذا الكتاب الين لأبى داود الحديث كما الين لداود الحديد– 'ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ) যখন এ কিতাবখানি প্রণয়ন করেন তখন তাঁর জন্য হাদীছ এমন নরম তথা সহজ করে দেয়া হয়েছিল, যেমন দাঊদ (আঃ)-এর জন্য লোহাকে নরম করে দেয়া হয়েছিল'।[৮৬]

ইমাম নববী (রহঃ) সুনানে আবূদাঊদের যে শরাহ প্রণয়ন করেছেন তার ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, 'ফিক্বহ শাস্ত্রে এবং অন্যান্য বিষয়ে গবেষণায় যারা আত্মনিয়োগ করেন, তাদের উচিত পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভের লক্ষ্যে সুনানে আবূদাঊদকে গুরুত্ব দেওয়া। কেননা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অধিক প্রয়োজনীয় আহকাম সম্পর্কিত অধিকাংশ হাদীছ অতি সহজে সংক্ষিপ্তাকারে পরিমার্জিতভাবে সন্নিবেশিত অবস্থায় এ গ্রন্থে পাওয়া যায়'।[৮৭]

---

৭৮. *মুক্বাদ্দামাতু শরহে সুনানে আবূদাঊদ, লিল আইনী, ১/২৯; আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, পৃঃ ৪১৩।*
৭৯. *আল-হিত্তাহ, পৃঃ ২১২; শাযারাতুয যাহাব ২/১৬৭ পৃঃ।*
৮০. *মুক্বাদ্দামাতু আওনুল মা'বূদ, ১/৬; মুক্বাদ্দামাতু শরহে সুনানে আবূদাঊদ লিল আইনী, ১/২৯।*
৮১. *ত্বাবাক্বাতুল হানাবিলাহ, ১/১৬২; মুক্বাদ্দামাতু শরহে সুনানে আবূদাঊদ লিল আইনী, ১/২৮।*
৮২. *মুক্বাদ্দামাতু তুহফাতুল আহওয়াযী, ১/১০০; আল-হিত্তাহ, পৃঃ ২১৩।*
৮৩. *মুক্বাদ্দামাতু তুহফাতুল আহওয়াযী, ১/৮৮।*
৮৪. *মুক্বাদ্দামাতু বাযলুল মাজহূদ, ১/৪; আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, পৃঃ ৪১১।*
৮৫. *কাশফুয যুনূন, ১/১০০৪; মুক্বাদ্দামাতু তুহফাতুল আহওয়াযী, ১/১০০।*
৮৬. *মুক্বাদ্দামাতু আওনুল মা'বূদ, ১/৪; ত্বাবাক্বাতুল হানাবিলাহ, ১/১৬২; শাযারুতুয যাহাব, ২/১৬৭।*
৮৭. *আল-হিত্তাহ, পৃঃ ২১৩; মুক্বাদ্দামাতু তুহফাতুল আহওয়াযী, ১/১০১।*

Contents

শায়খ খলীল আহমাদ সাহারানপুরী স্বীয় بذل المجهود فى حل سنن أبى داود গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, 'সুনানে আবূদাঊদ গ্রন্থটি হাদীছ শাস্ত্রের একটি অন্যতম গ্রন্থ। যা মুসলিম জাতি শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করেছে এবং হাদীছ শাস্ত্রের বিজ্ঞ মনীষীগণ একে অতি গুরুত্বের সাথে স্বীকৃতি দিয়েছেন। প্রাচীন ও আধুনিক যুগে এ গ্রন্থের উপর নির্ভর করা হচ্ছে। কতিপয় বিশ্লেষকের মতে এটা হাদীছশাস্ত্রের তৃতীয় অথবা চতুর্থ স্তম্ভ। যার উপর সুন্নাতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত'।[৮৮]

হাদীছ গ্রহণে ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ)-এর শর্তাবলী :

(১) ছহীহ হাদীছের প্রধান দু'খানি গ্রন্থ ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমে যেসব হাদীছ সন্নিবেশিত হয়েছে সেসব সনদসূত্রে তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য।

(২) প্রধান হাদীছ গ্রন্থদ্বয়ে হাদীছ গ্রহণের যে শর্ত অনুসৃত হয়েছে তাতে উত্তীর্ণ সকল হাদীছই গ্রহণযোগ্য।

(৩) যেসব হাদীছ সর্বসম্মতভাবে ও মুহাদ্দিছীনে কেরামের ঐকমত্যের ভিত্তিতে পরিত্যক্ত হয়নি ও যে সবের সনদ 'মুত্তাছিল' বা ধারাবাহিক বর্ণনা পরম্পরাসূত্রে কোন বর্ণনাকারীই উহ্য নয়, তা অবশ্যই গ্রহণীয়।

(৪) চতুর্থ পর্যায়ের বর্ণনাকারীদের মধ্যে উত্তম বর্ণনাকারী হ'তে বর্ণিত হাদীছও গ্রহণযোগ্য।

(৫) প্রকৃত ছহীহ হাদীছের সমর্থন পাওয়া গেলে ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ) এমন হাদীছও গ্রহণ করেছেন, যার বর্ণনাকারী যঈফ ও অজ্ঞাতনামা।[৮৯]

কুতুবে সিত্তাহ্র মধ্যে সুনানে আবূদাঊদের স্থানঃ

সুনানে আবূদাঊদ কুতুবে সিত্তাহ্র অন্যতম গ্রন্থ এতে কোন মতভেদ নেই। কিন্তু এটা কুতুবে সিত্তাহ্র কততম কিতাব এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, তৃতীয়, কেউ বলেছেন, চতুর্থ, আবার কেউ বলেছেন, পঞ্চম। তবে নির্ভরযোগ্য ও অধিকাংশ মনীষীদের মতে, এটা কুতুবে সিত্তাহ্র তৃতীয় গ্রন্থ। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী স্বীয় شرح سنن أبى داود গ্রন্থে লিখেছেন, وهوثالث الكتب الستة فى الحديث 'সুনানে আবূদাঊদ কুতুবে সিত্তাহ্র তৃতীয় গ্রন্থ।[৯০]

معارف السنن প্রণেতা বলেন,

إن أول مراتب الصحاح منزلة صحيح البخارى ثم صحيح مسلم ثم سنن أبى داود ثم سنن النسائى ثم الجامع الترمذى ثم سنن ابن ماجه القزوينى–

'কুতুবে সিত্তাহ্র প্রথম স্তরে রয়েছে ছহীহ বুখারী, অতঃপর ছহীহ মুসলিম, অতঃপর সুনানে আবূদাঊদ, অতঃপর সুনানে নাসাঈ, অতঃপর জামে' তিরমিযী, অতঃপর সুনানে ইবনু মাজাহ আল-কাযবীনী'।[৯১]

মুক্বাদ্দামাতু তুহফাতুল আহওয়াযী, আল-হিত্তাহ, আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন প্রভৃতি গ্রন্থে সুনানে আবূদাঊদকে কুতুবে সিত্তাহ্র চতুর্থ গ্রন্থ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।[৯২]

যঈফ ও মওযূ হাদীছ প্রসঙ্গ :

ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ) সুনানে আবূদাঊদে সাধারণত ছহীহ, হাসান ও এর সমপর্যায়ের হাদীছ সন্নিবেশিত করেছেন।[৯৩] তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ কারণে যঈফ হাদীছও সন্নিবেশিত করেছেন।

ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ)-এর নিম্নোক্ত মন্তব্য থেকেও প্রমাণিত হয় যে, সুনানে আবূদাঊদে দোষ-ত্রুটি সম্পন্ন তথা যঈফ হাদীছ রয়েছে। ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ) বলেন, ما كان فى كتابى من حديث فيه وهم شديد فقد بينته ومالم اذكر فيه شيئا فهوصالح– 'আমার এ গ্রন্থে বর্ণিত হাদীছ সমূহের কোন হাদীছে বড় ধরনের কোন দোষ-ত্রুটি থাকলে তা আমি বিশ্লেষণ করেছি এবং যেসব হাদীছের ক্ষেত্রে কোন বিশ্লেষণ বা মন্তব্য করিনি সেগুলো ছহীহ'।[৯৪]

ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ) অন্যত্র বলেছেন, 'আমার এ কিতাবে জনগণ কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে পরিত্যাজ্য কোন হাদীছ সন্নিবেশিত করিনি'।[৯৫]

ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ)-এর উক্ত মন্তব্য থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, সুনানে আবূদাঊদে বর্ণিত সব হাদীছ ছহীহ নয়। কেননা ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাঁদের সংকলনের পর যেভাবে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন যে, 'এ গ্রন্থে ছহীহ ব্যতীত কোন হাদীছ সন্নিবেশিত করিনি'। ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ) এমনটি ঘোষণা করেননি। মুত্তাছিল সনদের হাদীছ না পাওয়া গেলে ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ) মুরসাল এবং মুনকার হাদীছও গ্রহণ করেছেন। তিনি মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রে লিখেছেন,

---

৮৮. *মুক্বাদ্দামাতু বাযলুল মাজহূদ, ১/৩।*
৮৯. *মাওলানা আব্দুর রহীম, হাদীছ সংকলনের ইতিহাস (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৭ ইং/১৪১৮ হিঃ), ৪৪৮ পৃঃ; মুক্বাদ্দামাতু তুহফাতুল আহওয়াযী, ১/১০১।*
৯০. *মুক্বাদ্দামাতু শরহে সুনানে আবূদাঊদ লিল আইনী, ১/২৪; মুক্বাদ্দামাতু বাযলুল মাজহূদ, ১/৩।*
৯১. *মা'আরিফুস সুনান, ১/১৬।*
৯২. *আল-হিত্তাহ, পৃঃ ২১১; আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, পৃঃ ৪১১; মুক্বাদ্দামাতু তুহফাতুল আহওয়াযী, ১/৯৯।*
৯৩. *মুক্বাদ্দামাতু শরহে সুনানে আবূদাঊদ লিল আইনী, ১/২৯।*
৯৪. *আল-হিত্তাহ, পৃঃ ২১৪; মুক্বাদ্দামাতু শরহে সুনানে আবূদাঊদ লিল আইনী, ১/৩০।*
৯৫. *মুক্বাদ্দামাতু আওনুল মা'বূদ, ১/৬; আল-হিত্তাহ, পৃঃ ২১৪।*

فإذالم يكن مسند غير المراسيل و لم يوجد المراسيل يحتج به ليس هو مثل المتصل فى القوة... وإذا كان فيه حديث منكر بينته أنه منكر–

'কোন বিষয়ে মুসনাদ তথা মুত্তাছিল সনদে হাদীছ পাওয়া গেলে সে ক্ষেত্রে মুরসাল হাদীছকে গ্রহণ করা হয়েছে। যদিও মুরসাল হাদীছ মুত্তাছিল হাদীছের মত শক্তিশালী নয়। .... আর এ গ্রন্থে কোন মুনকার হাদীছ থাকলে আমি 'মুনকার' বলে উল্লেখ করেছি'।[৯৬]

মুরসাল ও মুনকার হাদীছের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে মুহাদ্দিগণের মাঝে মতপার্থক্য থাকলেও একথা সত্য যে, মুরসাল ও মুনকার হাদীছ ছহীহ হাদীছের সমপর্যায়ের নয়। আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহঃ) সুনানে আবূদাঊদের নয়টি হাদীছকে মাওযূ বলে মন্তব্য করেছেন। বিংশ শতাব্দীর জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিছ আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) সুনানে আবূদাঊদের ১০৪৫টি হাদীছকে যঈফ হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন।[৯৭]

সুনানে আবূদাঊদের বৈশিষ্ট্য:

সুনানে আবূদাঊদ স্বীয় বৈশিষ্ট্যে চিরভাস্মর। এ গ্রন্থে এমন কতকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্য কোন গ্রন্থে নেই। নিম্নে সুনানে আবূদাঊদের বৈশিষ্ট্যাবলী আলোচনা করা হ'লঃ

(১) **যুহদ ও ফাযায়েল মুক্ত:** সুনান-এর যথার্থতা অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে সুনানে আবূদাঊদে যুহদ, রিক্বাক, আদব, ফাযায়েলুল আ'মাল ও অন্যান্য বিষয় বর্জন করা হয়েছে।[৯৮]

(২) **অত্যধিক যাচাই-বাছাই:**

ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ) তাঁর নিকট সংরক্ষিত পাঁচ লক্ষাধিক হাদীছ থেকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে যাচাই-বাছাই করে পুনরুক্তি ছাড়া মাত্র চার হাযার আটশত হাদীছের সমন্বয়ে সুনানে আবূদাঊদ প্রণয়ন করেছেন।[৯৯]

(৩) **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম:** ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ) তাঁর অনুপম সংকলন সুনানে আবূদাঊদে সংক্ষিপ্ত ও চকমপ্রদ শিরোনাম সন্নিবেশিত করেছেন। শিরোনাম দেখেই পাঠক তার অন্তর্নিহিত ভাব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারে।[১০০]

(৪) **সংক্ষিপ্ত মতন:** এ গ্রন্থে অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘ হাদীছকে সংক্ষিপ্ত করে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ) কোন শিরোনামে হাদীছ বর্ণনা করার সময় উক্ত শিরোনামের সাথে সম্পর্কিত হাদীছাংশ সন্নিবেশিত করে শিরোনামের সাথে সঙ্গতিহীন দীর্ঘ হাদীছাংশ বাদ দিয়ে সংক্ষিপ্ত করে বর্ণনা করেছেন।[১০১]

(৫) **ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিতকরণ:** এ গ্রন্থে হাদীছ বর্ণনা করার সময় সনদ অথবা মতনে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হ'লে তিনি সেটি চিহ্নিত করে তার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। মূলতঃ এটা সুনানে আবূদাঊদের এক অনুপম বৈশিষ্ট্য।[১০২]

(৬) **প্রায় তাকরার মুক্ত:** সুনানে আবূদাঊদে বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত তাকরার তথা একই হাদীছের পুনরুল্লেখ করা হয়নি।

(৭) **ছুলাছিয়াত হাদীছ:** ثلاثيات তথা তিন রাবীর ক্রমধারার একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

(৮) **যঈফ হাদীছ বর্ণনা :** কোন বিষয়ে ছহীহ কিংবা হাসান শ্রেণীর হাদীছ না পেলে সেক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা তাঁর মতে, কারো ব্যক্তিগত রায়ের চেয়ে যঈফ হাদীছ অধিক শ্রেয়।[১০৩]

(৯) **নাম ও কুনিয়াত বর্ণনা:** সুনানে আবূদাঊদে হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে সনদে শুধু রাবীর নাম উল্লেখ থাকলে তার পরিচিতিকে স্পষ্ট করার লক্ষ্যে ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ) তার কুনিয়াতও বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে কোন রাবীর শুধু কুনিয়াত উল্লেখ থাকলে সেক্ষেত্রে তার নামও উল্লেখ করেছেন।

(১০) **নাসিখ-মানসূখ বর্ণনা:** শরী'আতের দলীল এবং মাসআলা চয়নের লক্ষ্যে এ গ্রন্থে হাদীছের নাসিখ-মানসূখের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

(১১) **স্বীয় মন্তব্য পেশ:** হাদীছ লিপিবদ্ধ করার সময় সনদে অথবা মতনে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখলে قال أبو داود বলে স্বীয় মন্তব্য পেশ করছেন। এটা সুনানে আবূদাঊদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।[১০৪]

(১২) **অধ্যায়ে হাদীছের স্বল্পতা:** সুনানে আবূদাঊদে বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত কোন (باب) অধ্যায়ে দুইয়ের অধিক হাদীছ সন্নিবেশিত করা হয়নি।[১০৫]

সুনানে আবূদাঊদের শরাহ বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ:

কালক্রমে অনেক মনীষী সুনানে আবূদাঊদের অনেকগুলো শরাহ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন। কেউ কেউ এ গ্রন্থের হাশিয়া লিখেছেন। আবার কেউ কেউ এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। এসব মিলিয়ে এগুলোর সংখ্যা 'তুহফাতুল আহওয়াযী'-এর বর্ণনানুসারে চৌদ্দটি, 'কাশফুয

৯৬. *মুক্বাদ্দামাতু শরহে সুনানে আবূদাঊদ লিল আইনী, ১/২৯; আল-হিত্তাহ, পৃঃ ২১৪।*
৯৭. *যঈফ আবূদাঊদ দ্রঃ।*
৯৮. *আল-হিত্তাহ, পৃঃ ২১৬; তারীখুত তাশরীঈল ইসলামী, পৃঃ ৯৪।*
৯৯. *কাশফুয যুনূন ১/১০০৪; শাযারাতুয যাহাব, ২/১৬৭।*
১০০. *আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, পৃঃ ৪১৩; মুক্বাদ্দামাতু শরহে সুনানে আবূদাঊদ লিল আইনী, ১/২৯।*
১০১. *মুক্বাদ্দামাতু শরহে সুনানে আবূদাঊদ লিল আইনী, ১/২৯; আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, পৃঃ ৪১৩।*
১০২. *তাযকিরাতুল হুফফায, ২/৫৯২।*
১০৩. *আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, ৪১২।*
১০৪. *ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ), সুনানে আবূদাঊদ (ভারতীয় ছাপা: তাবি.), পৃষ্ঠা ৩।*
১০৫. *মুক্বাদ্দামাতু শরহে সুনানে আবূদাঊদ লিল আইনী, ১/৩৭।*

যুনূন'-এর বর্ণনামতে পনেরটি এবং আল্লামা বদরুদ্দীন আইনীর বর্ণনানুসারে ষোলটি। এগুলোর সাথে পরবর্তীতে লিখিত শরাহগুলো একত্রিত করলে এর সংখ্যা কুড়িতে পৌঁছে।

(১) ইমাম আবূ সুলায়মান হামদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আল-খাত্ত্বাবী (মৃঃ ৩৮৮ হিঃ) প্রণীত প্রসিদ্ধ শরাহটির নাম معالم السنن।[১০৬] হাফিয শিহাবুদ্দীন আবূ মাহমূদ আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আল-মাক্বদেসী (মৃঃ ৭৬৯ হিঃ মতান্তরে ৭৬৫ হিঃ) معالم السنن কে সংক্ষেপ করে সহজ ভাষায় সংকলন করে প্রকাশ করেছেন। এ গ্রন্থটির নাম عجالة العالم من كتاب المعالم।[১০৭] আল্লামা আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের এবং মুহাম্মাদ হামিদ আল-ফক্বীহ معالم السنن কে তাহক্বীক্বসহ সংকলন করেছেন। যা ১৯৪৮ সালে কায়রো থেকে এবং ১৪০১ হিজরীতে বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়েছে।[১০৮]

(২) হাফিয আবুল ফযল আব্দুর রহমান ইবনে আবূবকর আস-সুয়ূত্বী (মৃঃ ৯১১ হিঃ) কৃত সুনানে আবূদাঊদের শরাহ্‌র নাম مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود।[১০৯]

(৩) আল্লামা সুয়ূত্বী (রহঃ) এ গ্রন্থকে সংক্ষিপ্ত করে আল্লামা দামানাতী কায়রো থেকে প্রকাশ করেছেন। এ সংক্ষিপ্ত সংস্করণটির নাম درجات مرقاة الصعود।[১১০]

(৪) ইমাম ওয়ালীউদ্দীন আবূ যুর'আহ আহমাদ ইবনুল হাফিয আবুল ফযল যায়নুদ্দীন আল-ইরাকী (মৃঃ ৮২৬ হিঃ) বিরাটাকারে সুনানে আবূদাঊদের শরাহ লেখা শুরু করেছিলেন। তিনি প্রথম থেকে سجود السهو পর্যন্ত সমাপ্ত করেছিলেন মাত্র। আর এতেই সাতটি বৃহৎ খণ্ড হয়েছিল। শুধু কিতাবুছ ছিয়াম, হজ্জ ও জিহাদ-এ তিনটি অধ্যায়ের ব্যাখ্যা লিখতে পুরো এক খণ্ড হয়েছিল। تحفة الاحوذى প্রণেতা আল্লামা মুবারকপুরী বলেন, ولوكمل لجاء فى أكثر من أربعين مجلدا 'যদি এটি পূর্ণাঙ্গ হত, তবে চল্লিশের অধিক খণ্ড বিশিষ্ট হত'।[১১১]

(৫) শায়খ শিহাবুদ্দীন আহমাদ ইবনে হোসাইন আর-রামলী আল-মাকদেসী আশ-শাফেঈ (মৃঃ ৮৪৪ হিঃ) কৃত شرح سنن أبي داود।[১১২]

(৬) আল্লামা শিহাবুদ্দীন আবূ মুহাম্মাদ আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে হেলাল আল-মাকদেসী (মৃঃ ৭৬৫ হিঃ) কৃত সুনানে আবূদাঊদের শরাহর নাম انتحاء السنن واقتفاء السنن।[১১৩]

(৭) শায়খ কুতুবুদ্দীন আবূ বকর ইবনে আহমাদ আল-ইয়ামানী আশ-শাফেঈ (মৃঃ ৬৫২ হিঃ) সুনানে আবূদাঊদের চার খণ্ড বিশিষ্ট এক বৃহৎ শরাহ লিখেছেন।[১১৪]

(৮) আল্লামা আবুত তাইয়্যেব মুহাম্মাদ শামসুল হক আযীমাবাদী (১২৭৩-১৩২৯ হিজরী ১৮৫৬-১৯১১ ইং) কৃত সুনানে আবূদাঊদের বিখ্যাত শরাহ غاية المقصود فى حل سنن أبي داود।[১১৫] এ ভাষ্য গ্রন্থটি আল্লামা আযীমাবাদীর সর্বশ্রেষ্ঠ সংকলন। ভাষ্যকার একে বৃহদাকারে লেখা শুরু করেছিলেন কিন্তু সমাপ্ত করতে পারেননি। আল্লামা খত্বীব বাগদাদীর বিভাজনানুযায়ী ২১ জুয তথা باب فى الدعاء للميت إذا وضع فى قبره পর্যন্ত ব্যাখ্যা লিখতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ ভাষ্য গ্রন্থে সুনানে আবূদাঊদের দুরূহ, দুর্বোধ্য, জটিল ও অপ্রচলিত শব্দ সমূহের সহজ-সরলভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, জারাহ ও তা'দীল বর্ণনা এবং ছহীহ-যঈফ ইত্যাদি বর্ণনা করেছেন। আল্লামা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী বলেন, 'আল্লামা আবুত তাইয়্যেব শামসুল হক আযীমাবাদী 'গায়াতুল মাকছূদ' নামে যে শরাহটি লিখেছেন তার এক খণ্ড দেখে সেটিকে আমি এমন অবস্থায় পেয়েছি যে, সেটা সুনানে আবূদাঊদের জ্ঞান ভাণ্ডারকে পরিপূর্ণভাবে উন্মোচিত করেছে। তিনি এ শরাহটি প্রণয়নে তার শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করে তাঁর অনুপম মেধা ও যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন'।[১১৬]

(৯) আল্লামা শামসুল হক আযীমাবাদী সুনানে আবূদাঊদের আরেকটি শরাহ লিখেছেন। যার নাম عون المعبود شرح سنن أبي داود। এটি মূলতঃ غاية المقصود-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এ গ্রন্থটির প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁর ছোট ভাই মুহাম্মাদ আশরাফ ছিদ্দীক্বী আযীমাবাদীর নাম উল্লেখ থাকায় কেউ কেউ এটিকে আশরাফ ছিদ্দীকীর গ্রন্থ বলে অভিমত পোষণ করেছেন।[১১৭]

এ ভাষ্য গ্রন্থটির প্রশংসামূলক সমালোচনায় শায়খ আব্দুল মান্নান ওযীরাবাদী বলেন, 'এটি এমন একটি গ্রন্থ, যার সদৃশ কোন গ্রন্থ এ যুগে রচিত হয়নি এবং এরূপ ভাষ্য চক্ষু দেখেনি। এটি হৃদয় সমূহকে ঘনিষ্ঠতার বন্ধনে আবদ্ধ

১০৬. *তারীখুত তাশরীয়িল ইসলামী, পৃঃ ৯৫; বুস্তানুল মুহাদ্দিছীন, পৃঃ ২৬৬।*
১০৭. *মুক্বাদ্দামাতু তুহফাতুল আহওয়াযী, ১/১০২।*
১০৮. *মুক্বাদ্দামাতু শরহে সুনানে আবূদাঊদ লিল আইনী, ১/২৬।*
১০৯. *কাশফুয যুনূন, ১/১০০৫।*
১১০. *মুক্বাদ্দামাতু শরহে সুনানে আবূদাঊদ লিল আইনী, ১/২৬।*
১১১. *মুক্বাদ্দামাতু আওনুল মা'বূদ, ১/৬; মুক্বাদ্দামাতু তুহফাতুল আহওয়াযী, ১/১০২।*
১১২. *আল-হিত্তাহ, পৃঃ ২১৭।*
১১৩. *মুক্বাদ্দামাতু বাযলুল মাজহূদ, ১/৬।*
১১৪. *আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, পৃঃ ৪১৪।*
১১৫. *মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আ'জমী, হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, (ঢাকা: এমদাদিয়া পুস্তকালয় (প্রাঃ) লিঃ, ২০০৪ইং), পৃঃ ১৮৫।*
১১৬. *মুক্বাদ্দামাতু বাযলুল মাজহূদ, ১/১।*
১১৭. *তারীখুত তাশরীঈল ইসলামী, পৃঃ ৯৫।*

করে। চমৎকার রচনাশৈলীর সাথে সুন্দর শব্দাবলীর সংযোজন ঘটেছে এতে। এটি এমন একটি শরাহ, যার দ্বারা ওলামায়ে কেরাম গর্ববোধ করতে পারেন এবং এরূপ কর্ম সম্পাদনে আগ্রহীরা যেন তৎপর হন'।[১১৮]

(১০) শায়খ সিরাজুদ্দীন ওমর ইবনে আলী ইবনে মুলাক্কিন আশ-শাফেঈ (মৃঃ ৮০৪ হিঃ) কৃত শরাহ।[১১৯]

(১১) হাফিয আলাউদ্দীন মুগলাতাই ইবনে কালীজ (মৃঃ ৭৬২ হিঃ) সুনানে আবূদাউদের ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখতে শুরু করেছিলেন কিন্তু সমাপ্ত করতে পারেননি।[১২০]

(১২) আল্লামা আবুল হাসান আস-সানাদী ইবনে আব্দুল হাদী আল-মাদানী (মৃঃ ১১৩৮ হিঃ) কৃত فتح الودود على سنن أبي داود এটা উচ্চাঙ্গ ভাষায় লিখিত একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভাষ্য গ্রন্থ।[১২১]

(১৩) হাফিয আবূ যাকারিয়্যাহ ইয়াহইয়া ইবনে শরফুদ্দীন আন-নববী আশ-শাফেঈ (মৃঃ ৬৭৬ হিঃ) সুনানে আবূদাউদের ভাষ্যগ্রন্থ লিখতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু সমাপ্ত করতে পারেননি।[১২২]

(১৪) আল্লামা আবূ মুহাম্মাদ মাহমূদ ইবনে আহমাদ ইবনে মূসা বদরুদ্দীন আইনী আল-হানাফী (মৃঃ ৮৫৫ হিঃ) কৃত شرح سنن أبي داود। এটি একটি অসমাপ্ত ভাষ্যগ্রন্থ হ'লেও এটি বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে।[১২৩]

(১৫) আল্লামা শায়খ মাহমূদ মুহাম্মাদ খাত্তাব আস-সুবকী আল-মিসরী (মৃঃ ১৩৫২ হিঃ) প্রণীত المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود। এটা একটি বিশালাকারের ভাষ্যগ্রন্থ। সম্মানিত ভাষ্যকার সুনানে আবূদাউদের প্রথম থেকে كتاب المناسك এর باب التلبيد পর্যন্ত সমাপ্ত করেছেন মাত্র। আর এতেই দশ খণ্ড হয়েছে।[১২৪]

(১৬) মাওলানা খলীল আহমাদ ইবনে শাহ মজীদ আলী সাহারানপুরী (১২৬৯-১৩৪৬ হিঃ/১৮৫২-১৯২৭ ইং) প্রণীত সুনানে আবূদাউদের বিখ্যাত শরাহর নাম بذل المجهود في حل سنن ابي داود এটি চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।[১২৫]

(১৭) أنوار المجهود : এটা আল্লামা সৈয়দ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (১২৯২-১৩৫২ হিঃ/১৮৭৫-১৯৩৩ইং) এবং শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদুল হাসান দেওবন্দীর (১২৬৮-১৩৩৯ হিঃ/১৮৫১-১৯২০হিঃ) বক্তৃতার সমষ্টি। এটা দুই খণ্ড বিশিষ্ট। মাওলানা মোহাম্মাদ ছিদ্দীক হাসান নজীবাবাদী এটা সম্পাদনা করেছেন।[১২৬]

(১৮) 'আত-তারগীব ওয়াত তারহীব' প্রণেতা আল্লামা হাফিয যাকীউদ্দীন আব্দুল আযীম ইবনে আব্দুল কাভী আল-মুনযেরী (মৃঃ ৬৫৬ হিঃ) সুনানে আবূদাউদের একটি সংক্ষিপ্ত শরাহ লিখেছেন যার নাম المجتبى।[১২৭] উক্ত المجتبى কিতাবকে উপজীব্য করে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (মৃঃ ৯১১ হিঃ) زهر الربى على المجتبى নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।[১২৮] আবার এ গ্রন্থটিকে পরিমার্জন করেছেন হাফিয মুহাম্মাদ ইবনে আবূ বকর ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযী (মৃঃ ৭৫১ হিঃ)।[১২৯]

(১৯) সৈয়দ আব্দুল হাই বেরেলবী (১২৮৬-১৩৪১ হিঃ/১৮৬৯-১৯২২ইং) কৃত تعليقات على سنن أبي داود।[১৩০]

(২০) শায়খ ফখরুল ইসলাম গাঙ্গুলী (মৃঃ ১৩১৫ হিঃ) কৃত تعليقات المحمود।[১৩১]

(২১) মাওলানা সৈয়দ মুফতী আমীমুল ইহসান সুনানে আবূদাউদের মুক্বাদ্দামা লিখেছেন। যার নাম مقدمة سنن أبي داود।[১৩২]

(২২) শায়খ কাযী হোসাইন ইবনে মুহসিন আল-আনছারী আল-ইয়ামানী কৃত تعليقات على سنن أبي داود।[১৩৩]

(২৩) আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ পাঞ্জাবী আল-হাজারী প্রণীত حاشية عون الودود । এ গ্রন্থটি ১৩১৮ হিজরীতে লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।[১৩৪]

(২৪) মাওলানা অহীদুযযামান ফার্সী ভাষায় সুনানে আবূদাউদের হাশিয়া লিখেছেন।[১৩৫]

---

১১৮. *আওনুল মা'বূদ, ১৪/১৫৮।*
১১৯. *কাশফুয যুনূন, ১/১০০৫।*
১২০. *আল-হিত্তাহ, পৃঃ ২১৮।*
১২১. *মুক্বাদ্দামাতু শরহে সুনানে আবূদাউদ লিল আইনী, ১/২৬; মুক্বাদ্দামাতু তুহফাতুল আহওয়াযী, ১/১০৩।*
১২২. *মুক্বাদ্দামাতু আওনুল মা'বূদ, ১/৬।*
১২৩. *কাশফুয যুনূন, ১/১০০৬; আল-হিত্তাহ, পৃঃ ২১৮।*
১২৪. *তারীখুত তাশরীঈল ইসলামী, পৃঃ ৯৫; মুক্বাদ্দামাতু বাযলুল মাজহূদ, ১/৮।*
১২৫. *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃঃ ১৭৩।*
১২৬. *মুক্বাদ্দামাতু বাযলুল মাজহূদ, ১/৮-৯।*
১২৭. *আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, পৃঃ ৪১৪; আল-হিত্তাহ, পৃঃ ২১৭।*
১২৮. *কাশফুয যুনূন, ১/১০০৪।*
১২৯. *আল-হিত্তাহ, পৃঃ ২১৭; কাশফুয যুনূন, ১/১০০৪।*
১৩০. *হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, ১৮৭।*
১৩১. *মুক্বাদ্দামাতু বাযলুল মাজহূদ, ১/৯।*
১৩২. *হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, ২৪৫।*
১৩৩. *মুক্বাদ্দামাতু বাযলুল মাজহূদ, ১/৯।*
১৩৪. *মুক্বাদ্দামাতু শরহে সুনানে আবূদাউদ লিল আইনী, ১/২৬।*

Contents

চিকিৎসা জগত

ডায়াবেটিস প্রতিরোধ

*ডাঃ এস.এম.এ মামূন**

ডায়াবেটিস সারা জীবনের রোগ। এটি সম্পূর্ণ সারানো সম্ভব নয়। তবে একে নিয়ন্ত্রণ রাখা মোটেই অসম্ভব নয়। নিম্নের ৫টি নিয়ম মানতে পারলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

১. খাদ্য নিয়ন্ত্রণ:

খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ডায়াবেটিস রোগীদের অন্যতম প্রধান চিকিৎসা। ডায়াবেটিস রোগীদের সাধারণতঃ সুষম খাদ্য (Balanced diet) গ্রহণ করা উচিৎ। সুষম খাদ্য বলতে শর্করা, আমিষ, চর্বি ও আঁশবহুল (fibre) খাদ্য বুঝায়।

২. খাদ্য গ্রহণ পদ্ধতি:

❐ শরীরের ওযন বেশী হ'লে সাধারণতঃ আঁশবহুল খাবার যেমন-শাক-সবজি, ডাল, টকফল ইত্যাদি বেশী খাওয়া দরকার। শরীরের ওযন কম হ'লে শর্করা জাতীয় খাদ্য কমিয়ে সেক্ষেত্রে প্রোটিন ও চর্বি জতীয় খাদ্য বেশী খাওয়া দরকার।

❐ ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত ফ্যাট (Saturated fat) যেমনঃ ঘি, মাখন, ডালডা, গোশতের চর্বি ইত্যাদি পরিহার করা উচিত। কারণ এসব খাদ্য শরীরের ওযন বৃদ্ধি করে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়। তবে অসম্পৃক্ত ফ্যাট (Unsaturated fat) যেমন উদ্ভিজ তৈল অর্থাৎ সয়াবিন তৈল, সরিষার তৈল, সব ধরনের মাছের তৈল প্রভৃতি শরীরের ওযন কমাতে সাহায্য করে।

❐ সর্বক্ষেত্রে মিষ্টি জাতীয় খাদ্য বিশেষ করে রিফাইন কার্বোহাইড্রেট যেমন চিনি, গ্লুকোজ, কমল পানীয়, জ্যাম, জেলি, মধু, কেক, চকলেট ইত্যাদি পরিহার করা দরকার। কারণ এগুলো সহজেই হজম হয়ে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি করে। তবে আন রিফাইন কার্বোহাইড্রেট (Unrefined Carbohydrate) যেমন ভাত, রুটি, আলু ইত্যাদি আমাদের শরীরে ধীরে ধীরে হজম হয় এবং রক্তে গ্লুকোজের মাত্রাও ধীর গতিতে বাড়ে। তবে মনে রাখতে হবে, সময় মতো ও পরিমাণ মতো খাদ্য গ্রহণই এ রোগের প্রধান চিকিৎসা।

২. ঔষধ:

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হ'লে চিকিৎসকের পরার্মশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে ও নিয়মে ঔষধ সেবন করতে হবে। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও ঔষধ এই দু'টি নিয়ম সঠিকভাবে পালন করতে পারলে যে কোন ডায়াবেটিস রোগী স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে পারবেন। তবে ইনসুলিন নির্ভর রোগীদের ক্ষেত্রে ইনসুলিন ইনজেকশন দেওয়ার নিয়মগুলো ভালভাবে জানা যরূরী।

৩. ব্যায়াম:

প্রত্যেক সুস্থ মানুষেরই ব্যায়াম করা উচিৎ। তবে ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ব্যায়াম আরো যরূরী। ব্যায়াম আমাদের শরীরের মাংশপেশীর জড়তা দূর করে এবং রক্ত চলাচল স্বাভাবিক রাখে।

ব্যায়ামের অন্যান্য উপকারিতা:

* নিয়মিত ব্যায়াম করলে মানুষের অসুস্থতা কমে যায়।

* ব্যায়ামে শরীরের ওযন কমে।

* ব্যায়াম শরীরে ইনসুলিনের নিঃসরণের পরিমাণ ও কার্যকারিতা বাড়িয়ে দেয়, গ্লুকোজের মাত্রা রক্তে কমিয়ে দেয় এবং রোগীকে প্রাথমিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

* ডায়াবেটিস রোগীদের যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রক্ত চলাচলে বিঘ্ন ঘটে, ব্যায়াম সেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিশেষ করে পায়ে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি করে।

* ব্যায়াম উচ্চ রক্তচাপ কমিয়ে দেয়।

* ব্যায়াম রক্তের চর্বির অস্বাভাবিক অবস্থা দূর করে।

* ব্যায়াম ক্যান্সার রোগের ঝুঁকি কমায়।

৪. শিক্ষা:

ডায়াবেটিস সারা জীবনের রোগ একথা মাথায় রেখেই ডায়াবেটিস রোগীদেরকে চলতে হবে। ডায়াবেটিস কখনো ভাল হয় না, তবে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। ডায়াবেটিস রোগীকে নিজ দায়িত্বেই সবকিছু মেনে চলতে হবে। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে পরিবারের সদস্যরাও সাহায্য ও সহযোগিতা করতে পারে। এজন্য প্রত্যেক ডায়াবেটিস রোগী এবং সংশ্লিষ্ট পরিবারের সদস্যদের ডায়াবেটিস সর্ম্পকে প্রাথমিক জ্ঞান থাকা দরকার, বিশেষ করে জটিল অবস্থা মোকাবিলা করার ক্ষমতা অর্জন করা অত্যন্ত যরূরী। স্কুলের পাঠ্য-পুস্তকে এ রোগের প্রাথমিক জ্ঞান সংযোজন করা উচিত।

শৃংখলা:

শৃংখলাপূর্ণ জীবন মানেই সুস্থ জীবন। সুস্থ জীবন মানেই নিরোগ জীবন। নিরোগ থাকতে কে না চায়? বিশেষ করে ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য শৃংখলা বড়ই অপরিহার্য। তাদের জন্য জীবনের জীবনকাঠি নিয়মিত আহার, পরিমিত সুষম খাদ্য ও সঠিক নিদ্রা অবশ্যই দরকার। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পায়ের যত্ন, দাঁতের যত্ন, চোখের যত্ন নিয়মিত নিতে হবে। কিডনি এবং হৃৎপিণ্ড ঠিক আছে কি-না বাৎসরিক একবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ডায়াবেটিস রোগীদের কখনও চিকিৎসা বন্ধ করা যাবে না। নিয়মিত রক্তের গ্লুকোজের পরিমাণ মাপতে হবে এবং প্রতি মাসে ডাক্তারের পরার্মশ গ্রহণ করা উচিত। শারীরিক কোন অসুবিধা দেখা দিলে কালবিলম্ব না করে সংশ্লিষ্ট চিকিৎকরে পরামর্শ নিতে কখনই কার্পণ্য করা যাবে না।

* *এম.সি.পি.এস, এফ.এম.ডি (ফ্যামিলি মেডিসিন), সিসিডি (বারডেম), মেডিসিন ও ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ, মোহাম্মদ আলী হাসপাতাল, বগুড়া।*

ভেজাল খাবার আমাদের স্বাস্থ্য নষ্ট করছে

রিকশায় করে ফিরছিলাম। সঙ্গে বন্ধু আসিফ। গলির মাথায় টসটসে আঙুর ঝুলিয়ে বসেছে ফলের দোকানি। ভাবলাম, বাসার জন্য কিছু আঙুর নিয়ে যাই। রিকশা থামিয়ে আঙুরের দাম করতে লাগলাম। আসিফ আমার একটু পেছনে এসে দাঁড়াল।

১৩৫. *প্রাগুক্ত,* ১/২৬।

Contents

৫০০ গ্রাম আঙুর কিনে যখন ফিরছি, খুব নির্বিকারভাবে, যেন ব্যাপারটা বড্ড স্বাভাবিক, আসিফ বলল, 'ফরমালিন দেওয়া আঙুর'। 'কীভাবে বুঝলি'? 'মাছি বসছে না। ফরমালিন দেওয়া থাকলে মাছি বসে না'। ফেরত দিয়ে আসি? আসিফ খুব সহজ গলায় বলল, 'ধুয়ে নিয়ে খাস'।

বাসায় ফিরে সেই আঙুর ধুয়ে নিয়ে খেতে খেতে ইন্টারনেট খুলে বসলাম, বাংলাদেশে খাদ্যে কী কী ভেজাল মেশানো হয় সেটা একটু ঘেঁটে দেখার জন্য। নেটে যা পেলাম তা পড়ার পর আঙুরগুলোর দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকাতে হ'ল। নিষ্পাপ চেহারা অথচ কী ভয়ঙ্কর!

কৃষিবিষয়ক বেশ কিছু জার্নালে কয়েকটি জরিপের তথ্য দেওয়া হয়েছে। এই জরিপগুলো চালানো হয়েছে খাদ্য বিক্রেতা, সাধারণ ক্রেতা ও উৎপাদকদের মধ্যে। *কনজাম্পশন অব ফুডস অ্যান্ড ফুড স্টাফস প্রসেসড উইথ হ্যাজারডাস কেমিক্যালস : আ কেস স্টাডি অব বাংলাদেশ* এই নামে একটা জার্নাল পেলাম। মুহাম্মাদ মোতাহার হোসেন এবং কে এম জাহিদুল ইসলামের এ গবেষণাটি বাংলাদেশে খাদ্যে ভেজাল মেশানোর প্রক্রিয়া এবং এ সংক্রান্ত নানা তথ্য-উপাত্ত নিয়ে। জরিপ এবং বিভিন্ন পত্রিকা থেকে পাওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এটি করা হয়েছে। এখানে দেখতে পাচ্ছি, ভেজাল মেশানো হয় চার পর্যায়ে : (১) আমদানীকারক (২) উৎপাদক (৩) পাইকারি বিক্রেতা এবং (৪) খুচরা দোকানী।

আমদানীকারকেরা দেশের বাইরে থেকে যেসব ভেজালযুক্ত খাবার আনে সেগুলোর মধ্যে আছে ময়দা, বিস্কুট, পাউরুটি, তেল, কনডেন্স মিল্ক, ফলমূল, কোমল পানীয় ইত্যাদি। এছাড়া ফরমালিন দেওয়া মাছ তো আছেই।

উৎপাদকদের মধ্যে যাদের পুঁজি কম এবং যথাযথ অনুমোদন নেই তাদের মধ্যেই ভেজাল মেশানোর প্রবণতা বেশী। আসল ফলের বদলে অনেক ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদান দিয়ে ফলের জুস বানিয়ে তাঁরা বাজারে ছাড়েন। চিনির জায়গায় ব্যবহার করেন সোডিয়াম সাইক্লোমেট, যা চিনির চেয়ে দামে সস্তা কিন্তু বড় ভয়ঙ্কর এক কেমিক্যাল। বেকারির খাবারগুলোয় এবং কোমল পানীয়তে চিনির বিকল্প হিসাবে এটাকে ব্যবহার করা হয়। চানাচুর ভাজতে ব্যবহার করা হয় পোড়া মবিল। ভেজালের হাত থেকে রেহাই পায় না খাওয়ার স্যালাইনও।

পাইকারি বিক্রেতারা ফলমূল, সবজি ও মাছে ব্যবহার করে কার্বাইড, ফরমালিন ও সস্তা রাসায়নিক রঞ্জক। ফরমালিন নিয়ে সরকারের নজরদারি বেড়ে যাওয়ার কারণে আমদানী করা মাছে ফরমালিনের পরিমাণ কমেছে। কিন্তু বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা সিরিঞ্জ ব্যবহার করে বড় মাছের পাকস্থলীতে ফরমালিন ঢুকিয়ে দিচ্ছে, আর ছোট মাছগুলো চুবিয়ে রাখছে ফরমালিন দ্রবণে। সিনথেটিক রং ও ফ্লেভারের সহজলভ্যতা ভেজালপ্রক্রিয়াকে সহজ করে তুলেছে আর ক্রেতার জন্যও ভেজাল ধরাটা অনেক কঠিন হয়ে পড়েছে।

বিভিন্ন রেস্তোরাঁ, কনফেকশনারি, ফাস্টফুডের দোকান, এমনকি ওষুধের দোকানও বসে নেই। খাবারের দোকান ও রেস্তোরাঁয় রান্নার ক্ষেত্রে একবার ব্যবহার করা পোড়া তেল বারবার ব্যবহার করে, যদিও ভোজ্যতেল একবারই ব্যবহার করা উচিত, কারণ পুড়লেই এটি বাতাসের অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়। জারিত হয়ে হয়ে যদি পার-অক্সাইড তৈরী হয়ে যায় তবে তা মানুষের জন্য বিষবৎ। দুধওয়ালারা ফরমালিন দেয় দুধে। সেই দুধ দিয়ে তৈরি হয় মিষ্টি। ক্যালসিয়াম কার্বাইডের মতো ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় বিষুবীয় সবুজ ফলমূল, যেমন কলা, আম, পেঁপে, আনারস প্রভৃতি পাকানোর জন্য। কুমড়াকে আরও বেশী সবুজ, টমেটোকে আরও বেশী লাল করে তোলার জন্য কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয়।

যারা এসব বিক্রি করছে তাদের যুক্তিগুলো খুব নিপাট। জরিপে তাদেরও প্রশ্ন করা হয়েছিল। তারা জানিয়েছে, এই রাসায়নিক পদার্থগুলো খাদ্যদ্রব্যকে আকর্ষণীয় করে তোলে, খাবার বেশী দিন টিকিয়ে রাখা যায়। এ ছাড়া ব্যাপারটায় খরচ কম, লাভের দিকটাও আছে।

তাদের এই মুনাফা ক্রেতাকে কিসের সামনে ঠেলে দিচ্ছে? আগে একটু বলে নিই, আমাদের বিবেচনায় নেওয়া দরকার, বাংলাদেশের অনেক মানুষ ঠিকমতো খেতেই পায় না। তাই খাবারে ভেজাল কতটা, এটা বড় কোন বিবেচনার বিষয় নয় তাদের কাছে। ভেজালযুক্ত খাবারের সবচেয়ে সহজ শিকার তাই তারাই। যা সস্তায় পাওয়া যায় তাতেই ভেজাল বেশী (তার মানে বলছি না, ঝলমলে শপিং মলের ফাস্টফুডের দোকানগুলো অমৃত বেচে)। ভেজালযুক্ত খাবারের ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদানগুলো আমাদের শরীরে গেলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যকৃৎ (লিভার) ও বৃক্ক (কিডনি)। ডাক্তাররা জরিপের উত্তরে বলেছেন, হাসপাতালগুলোয় এই দু'টো প্রত্যঙ্গে জটিল সব রোগ নিয়ে রোগীদের ভর্তি হওয়ার হার বাড়ছেই।

ভেজাল খাওয়ার ফলাফল: লিভার ক্যান্সার, লিভার সিরোসিস, প্যারালাইসিস, খাবারে অ্যালার্জি, গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা- এই উপাত্ত বিভিন্ন ডাক্তার ও ফার্মাসিস্টের।

'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'-এর হিসাব মোতাবেক, প্রতিবছর বাংলাদেশে দুই লাখ মানুষের ক্যান্সার হয়। এদের কতজন আক্রান্ত হয় কেবল ভেজাল খাবারের কারণে? যারা খাবারে ভেজাল মেশানোর কাজটা করে, তাদের এ প্রশ্ন করলে তাদের প্রতিক্রিয়াটা কেমন হয় দেখতে ইচ্ছে করছে।

ভেজাল ঠেকানের জন্য সরকারের কঠোর অবস্থান লাগবেই (তবে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ধারণাটা কোন স্থায়ী সমাধানের পথ বাতলায় না, এটা বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতার সঙ্গেও এক সুরে কথা বলে না, তাই আমি ভ্রাম্যমাণ আদালতের ধারণার বিপক্ষে)। প্রয়োজন সামাজিক আন্দোলনেরও। প্রয়োজন প্রশ্ন তোলার। এ লেখাটা যদি স্কুলের কোন শিক্ষার্থী পড়ে এবং তার বাবা যদি কোন খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত হয়, তাহ'লে আমি তাঁকে বলতে চাই, তোমার বাবাকে গিয়ে কি একটু জিজ্ঞেস করবে, তিনি খাবারে ভেজাল দিচ্ছেন কি-না? পাঠক! আপনার বন্ধু যদি কোন খাদ্য উপাদানের ব্যবসা করে, তাকে কি দয়া করে একটু জিজ্ঞেস করবেন, তুমিও কি ভেজাল দাও? আর আপনার নিজেরই যদি এমন একটা ব্যবসা থাকে, তাহ'লে আমি আপনার কাছেই জানতে চাই, আপনি খাবারে ভেজাল দিচ্ছেন না তো?

* *তানিম হুমায়ুন, শিক্ষক, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগ, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।*

[সংকলিত]

Contents

কবিতা

আলোর দিশারী

-মোল্লা আব্দুল মাজেদ
রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।

আমাকে যেতেই হবে যাব
স্বপ্নের সিঁড়ি ভেঙ্গে চাঁদের ভেতর পা রেখে
ছন্দময়ী কাব্যিকতার গন্ধ বিলাব
চলতে হবেই চলে যাব
পরশ্রীকাতর নির্লজ্জ নিন্দুকদের
একেবারে হৃৎপিণ্ডের মধ্যখানে রব।
পরহিতে তৃপ্ত নয় যাদের জীবন
শক্তের ভক্ত হয়ে নির্ঘাত শুধে নেবে
কলুষিত মন।
সু-ভদ্র জানোয়ার জোত ছাড়া জমিদার
বন্য বরাহ রূপী খবীছ দোকানি
ঈর্ষায় কুৎষিত হৃদয়খানি
রাখা দায় সে জাগায় পাদুকাখানি।
যেতে তো হবেই চলে যাব
বিচ্ছিন্ন পৃথিবীতে আলোর দিশারী হয়ে
পরিপাটি সাম্যের গান গেয়ে যাব।

***

আত-তাহরীক পড়ি

-মুহাম্মাদ মাহবূবুর রহমান
বড় সোহাগী, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

ছহীহ হাদীছ জেনে যেন
নিজের জীবন গড়ি,
প্রতি মাসে তাইতো আমি
আত-তাহরীক পড়ি।
তাহরীকের প্রতি পাতা
ছহীহ হাদীছে ভরা,
তাইতো মোদের সবার উচিত
আত-তাহরীক পড়া।
প্রশ্নোত্তরের পাতাগুলি
দিচ্ছে আলোর দিশা,
তিমির রাতের পর্দা তুলি
কাঁটছে অমানিশা।
বিজ্ঞান-বিস্ময়ের পাতায়
থাকে নতুন ভাষ্য,
দেশ-বিদেশের পাতায় আমি
দেখি গোটা বিশ্ব।
সম্পাদকীয় পড়ে পাই
অনেক কিছুর বর্ণনা,
পত্রিকাটি না পড়লে
সবই থাকতো অজানা।
অন্যান্য পাতার কথা
বলব কিবা আর,
নিত্য-নতুন জ্ঞানের প্রভায়
খুলছে মনের দ্বার।
আসুন, আমরা সবাই মিলে
আত-তাহরীক পড়ি,
নির্ভেজাল তাওহীদী ছাঁচে
জীবনটাকে গড়ি।

***

অহি-র দাওয়াত

-এস.এম. শফীউল্লাহ
ব্রজনাথপুর, পাবনা।

কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে মানদণ্ড জেনে
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অনুসরণ করে
ওহে যুবক! পথ চল শংকা নাহি আর
পরকালে এসবই যে সাথী হবে তোমার।
দুনিয়ার লোভ-লালসা মায়া-মমতা ভুলে
কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে বুকে নাও তুলে
জীবন যে ভাই স্বল্প দিনের শেষ হবে নিশ্চয়
জাহান্নামের অগ্নি হ'তে চাও সদা আশ্রয়।
মুমিন বান্দার জন্য এই দুনিয়া কারাগার
সঠিক পথের দাওয়াত দিতে খাচ্ছে এরা মার।
সত্য কথা বলতে গেলে করে যে তিরস্কার
ক্বিয়ামতের শেষে এরাই পাবে পুরস্কার।
নির্ভেজাল ঐ অহি-র দাওয়াত কবুল করি ভাই
তা না হ'লে পরপারে নেই যে কোন ঠাঁই।

***

সম-অধিকার!

-মুহাম্মাদ আবু সাঈদ
মধ্য নওদাপাড়া, রাজশাহী।

খেলো না আগুন নিয়ে
পুড়ে যাবে হাত,
ঘোড়ার চালে ধরা খেলে
কিস্তি হবে মাত।
অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে
সামনের দিকে চল,
আগে পিছে ভেবে-চিন্তে
যবান তোমার খোল।
তুমি শয়তানকে সাথী করে
দেমাগ কর না খারাপ,
রঙিন স্বপ্নে বিভোর হয়ে
কর নাকো আর পাপ।
স্রষ্টার সাথে বিদ্রোহ করে
ধ্বংস এনো না ডেকে,
যে জনগণ শক্তি তোমার
তারাই যাবে যে বেঁকে।
নারী-পুরুষের মর্যাদার বিষয়ে
কুরআন-হাদীছ খোল,
শয়তানী সব চিন্তা-ভাবনা
দূরে ছুড়ে ফেল।
অবাধ্যতার পরিণাম দেখনি?
সে যে ভীষণ কাল,
স্রষ্টার প্রতি হও প্রণত
আখেরে হবে ভাল।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (আন্তর্জাতিক)-এর সঠিক উত্তর

১. সঊদী আরব। ২. সঊদী আরব।
৩. মালদ্বীপ ও ভূটান। ৪. সোমালিয়া।
৫. কাজাকিস্তান।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (বিজ্ঞানী পরিচিতি)-এর সঠিক উত্তর

১. বিশিষ্ট মুসলিম বিজ্ঞানী আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে মূসা আল-খাওয়ারিযমী।
২. আল-মাসঊদী। ৩. আল-হাজেন।
৪. হাইগেন। ৫. জাবির বিন হাইয়ান।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (আন্তর্জাতিক- এশিয়া মহাদেশ)

১. জনসংখ্যায় এশিয়ার বৃহত্তম দেশ কোনটি?
২. জনসংখ্যায় এশিয়ার ছোট দেশ কোনটি?
৩. এশিয়া তথা পৃথিবীর বৃহত্তম হ্রদ কোনটি এবং উহার আয়তন কত?
৪. এশিয়া তথা পৃথিবীর গভীরতম হ্রদ কোনটি এবং উহার গভীরতা কত?
৫. এশিয়ার দীর্ঘতম নদী কোনটি এবং উহার দৈর্ঘ্য কত?

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (প্রাণীবিজ্ঞান)

১. স্বাদু পানির সবচেয়ে ক্ষুদ্র মাছের নাম কি?
২. স্বাদু পানির সবচেয়ে ক্ষুদ্র মাছটির দৈর্ঘ্য ও ওযন কত?
৩. স্বাদু পানির সবচেয়ে ক্ষুদ্র মাছ কোন দেশে পাওয়া যায়?
৪. ম্যাড ক্র্যাব কি?
৫. ম্যাড ক্র্যাব কোথায় পাওয়া যায়?

** সংগ্রহেঃ আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

বাগমারা, রাজশাহী ৮ মার্চ রবিবার: অদ্য বাদ মাগরিব সমসপুর হাফিযিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মুহাম্মাদ ইলিয়াস-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। তিনি সোনামণি সংগঠনের নামকরণ, মূলমন্ত্র, ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব ও সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র সোহেল রানা। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মাহতাবুদ্দীন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুল্লাহ নোমান।

ধামাইচ, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ, ২৫ মার্চ বুধবার: অদ্য সকাল ৭-টায় ধামাইচ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। জনাব আকবার হুসাইন মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে সোনামণি সংগঠন ও শিশু-কিশোদের জীবনে ইসলামী বিধান বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা পেশ করেন সোনামণি রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক হাফেয হাবীবুর রহামান।

উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করে রাকীবুল হাসান, জাগরণী পরিবেশন করে মাহবুব হুসাইন এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করে সোনামণি নওদাপাড়া মারকায শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ যুবায়ের হুসাইন।

বড়কুড়া, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ, ২৫মার্চ বুধবার: অদ্য বাদ যোহর বড়কুড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি সিরাজগঞ্জ যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিরাজগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে 'সমাজ সংস্কার ও ইসলামী সমাজ গঠনে সোনামণির ভূমিকা' শীর্ষক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিরাজগঞ্জ যেলার সহ-সভাপতি জনাব শফীকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আলতাফ হুসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহদীছ যুবসংঘ' সিরাজগঞ্জ যেলার সভাপতি আব্দুল মতীন, সোনামণি রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক হাফেয হাবীবুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে মুহাম্মাদ হাসান, জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রাহমান এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মুহাম্মাদ আব্দুল মতীন।

অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ হাসানকে পরিচালক ও মুস্তাফীযুর রহমান, আবু সাঈদ, আব্দুল মুমিন ও সেলিম রেজাকে সহ-পরিচালক করে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

গাবতলী, বগুড়া, ২৮মার্চ শনিবার: অদ্য বাদ আছর গাবতলী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি বগুড়া যেলা কমিটি গঠন উপলক্ষে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বগুড়া সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাফেয মুখলেছুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রহীম ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি আব্দুস সালাম প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন আবু নাঈম ও অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মাওলানা আব্দুর রহীম।

সমাবেশে মুহাম্মাদ আসাদুযযামানকে পরিচালক ও হাফেয মুহাম্মাদ নাজীবুল্লাহকে সহ-পরিচালক করে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

দর্শনপাড়া, মোহনপুর, রাজশাহী ২ এপ্রিল বৃহস্পতিবার: অদ্য সকাল ৭-টায় দর্শনপাড়া ফুরকানিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার শিক্ষক জনাব আব্দুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি রাজশাহী যেলার উপদেষ্টা আফাযুদ্দীন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুছ ছামাদ ও জাগরণী পরিবেশন করে ইমদাদুল ইসলাম।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

পাথরকুচি পাতা থেকে বিদ্যুৎ

দেশব্যাপী ভয়াবহ বিদ্যুৎ সংকটের এই সময়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিকল্প জ্বালানি হিসাবে পাথরকুচি পাতার সন্ধান দিয়ে সম্ভাবনার নতুন দ্বার উদ্ঘাটন করলেন বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ডঃ কামরুল আলম খান এবং তার সহযোগী মাস্টার্সের থিসিসের ছাত্র বিদ্যুৎ রায়। গত ৩০ মার্চ এক সেমিনারে ডঃ খান জানান, আট মাস আগে চালু করা এ ব্যতিক্রমী পদ্ধতির সাহায্যে তিনি স্বল্প পরিসরে এক কেজি পাথরকুচি পাতা থেকে ২০ ভোল্ট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছেন। এ বিদ্যুৎ দিয়ে তিনি গবেষণাগারের বাতি, ছোট পাখা এবং রেডিও চালাতে সক্ষম হয়েছেন।

তিনি বলেন, গবেষণাটি বড় আকারে পাওয়ার প্লান্টে রূপান্তর করা হ'লে দেশব্যাপী অফিস ও বাড়ীতে বিদ্যুতায়ন করা সম্ভব। ছোট একটি বাক্সে প্রথমে অল্প পরিমাণ পাথরকুচি পাতা নিয়ে রাসায়নিক দ্রবণ তৈরির মাধ্যমে অল্প পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। এটিকে বলা হয় 'সেল' বা কোষ। এ রকম কয়েকটি সেল নিয়ে একটি মডিউল এবং কয়েকটি মডিউল নিয়ে একটি বিদ্যুৎ প্লান্ট তৈরী করা হবে। এভাবে একাধিক প্লান্টকে সিরিজ বা সমান্তরালে সংযুক্ত করে তৈরী করা হবে বড় পাওয়ার প্লান্ট। এ প্লান্ট থেকে শুধু ক্ষুদ্র পরিসরেই নয়, জাতীয় গ্রিডেও বিদ্যুতের জোগান দেওয়া সম্ভব হবে। তিনি বলেন, যেহেতু পাথরকুচি পাতা বালু, পানি এবং সব ধরনের মাটিতেই জন্মে সেহেতু চরাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে পাথরকুচি চাষ এবং পাথরকুচি পাওয়ার প্লান্ট স্থাপন করা যেতে পারে। ডঃ খান আরো জানান, পাথরকুচি পাতা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন খুবই সাশ্রয়ী। কারণ পাথরকুচি পাতা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হ'লে তা দিয়ে চলবে কয়েক যুগ। মাত্র এক একর জমিতে উৎপাদিত পাথরকুচি পাতা থেকে বছরে ৬০-১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব।

বাংলাদেশে প্রতিদিন জরায়ু ক্যান্সারে ১৮ জনের মৃত্যু হয়

জরায়ু মুখ ক্যান্সারের টিকা এবার বাংলাদেশে এলো। উন্নত বিশ্বে গত ৪/৫ বছর আগে ব্যবহার শুরু হ'লেও বাংলাদেশে এসেছে সম্প্রতি। যুক্তরাজ্যের ওষুধ কোম্পানী গ্লাক্সো স্মিথ ক্লাইন (জিএসকে) 'সার্ভারিক্স' নামের এই টিকা ইতিমধ্যে বাজারজাত করার উদ্যোগ নিয়েছে।

জিএসকের জরিপ অনুযায়ী, জরায়ু মুখ ক্যান্সার বিশ্বব্যাপী নারী মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। বর্তমান বিশ্বে প্রতি ২ মিনিটে একজন নারী জরায়ু মুখ ক্যান্সারে মারা যান এবং প্রতি বছর অর্ধকোটি নারী নতুন করে আক্রান্ত হন। বাংলাদেশে প্রতিদিন গড়ে ১৮ জন নারী জরায়ু ক্যান্সারে মারা যান।

সারা বিশ্বে প্রতি বছর ২ লাখ ৭০ হাযার নারী জরায়ু মুখ ক্যান্সারে মারা যান। সাম্প্রতিককালের তথ্যানুযায়ী ১.৪ কোটির বেশী মহিলা জরায়ু মুখ ক্যান্সার নিয়ে বেঁচে আছেন এবং অর্ধকোটি প্রতি বছর নতুনভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন। বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ১৩ হাযার নারী নতুন করে এ রোগে আক্রান্ত হন এবং প্রতিবছর মৃত্যুবরণ করেন প্রায় ৬ হাযার ৬০০ নারী।

তিন মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় নিহত ৬২

দেশে গত ৩ মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় ৬২ জন নিহত ও ৪ হাযার ২৫৮ জন আহত হয়েছে। পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনার তদন্ত চলাকালে ৯ জন বিডিআর জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। সীমান্তে বিএসএফের হাতে নিহত হয়েছে ৩১ জন বাংলাদেশী। এছাড়াও ঐ সময় ৩৭ জন বাংলাদেশীকে অপহরণ করেছে বিএসএফ। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে বিচার বহির্ভূত হত্যার শিকার হয়েছে ১১ জন। মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকারে'র ত্রৈমাসিক রিপোর্টে এসব তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

বর বটে!

যৌতুকের মাত্র দশ হাযার টাকা পরিশোধ করতে না পারায় বধুবেশে স্বামীর ঘরে যেতে পারল না টাঙ্গাইলের নাগরপুরের হতভাগী সাবিনা আখতার। যৌতুকলোভী বরের পিতা বিয়ের আসর থেকে বরযাত্রী নিয়ে চলে গেছে। মেয়ের বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ায় কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা এখন পাগলপ্রায়। গত ৩ এপ্রিল বিকালে টাঙ্গাইলের নাগরপুর উপযেলার চাষাভদ্রা গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে।

১৫ কেজি ওযনের বেল!

গাইবান্ধা যেলার সাঘাটা থানার বোনারপাড়া রেল কলোনিতে একটি বেলগাছে ১৫ কেজি ওযনের বেল ধরেছে। বেল দেখার জন্য সেখানে প্রতিদিন দূর-দূরান্ত থেকে উৎসুক লোক আসছে। এলাকার বেকার যুবক জাহিদুল ইসলাম বোনারপাড়া রেলওয়ে হাসপাতালের দক্ষিণ পাশে পরিত্যক্ত জমিতে ৫ বছর আগে বনায়ন নার্সারি গড়ে তোলেন। সেখানে সাধারণ গাছের চারা ও বাঁশের চারা উৎপাদন সহ শাক-সবজির চাষ করেন। তিনি ৪ বছর আগে জনৈক কৃষি কর্মকর্তার কাছ থেকে একটি উন্নত জাতের বেল গাছের চারা এনে তার নার্সারিতে রোপণ করেন। বর্তমানে প্রায় ৭ ফুট লম্বা ও ঝোপের মতো বেল গাছটিতে বেল ধরতে শুরু করেছে। এক একটি বেলের ওযন হচ্ছে ১৫-১৮ কেজি এবং দেখতে কিছুটা তরমুজের মত। তবে গাছটিতে একসঙ্গে ১০-১৫টি করে বেল ধরে। বেল পাকার পর আবার ফুল এসে বেল ধরতে থাকে। প্রায় ১২ মাসই গাছটিতে এখন বেল দেখতে পাওয়া যায়।

দেশে শিক্ষিতের হার ৪৯ দশমিক ৭০ শতাংশ

বাংলাদেশে বর্তমান পড়তে, লিখতে ও গণনা করতে পারা শিক্ষিতের হার ৪৯ দশমিক ৭০ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর শিক্ষা বিষয়ক এক জরিপ প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। গত ১৬ এপ্রিল স্থানীয় হোটেলে আয়োজিত এক সেমিনারে এ তথ্য প্রকাশ করে পরিসংখ্যান ব্যুরো।

বছরে ২৯ হাযার ৬৬৮ কোটি টাকার ফসল অপচয় হয়

বাংলাদেশে কৃষিপণ্য উৎপাদনের পর তা সংগ্রহ, মাড়াই, সংরক্ষণ ও বাজারজাত করতে প্রতিবছর প্রায় ২৯ হাযার ৬৬৮ কোটি টাকার ফসল অপচয় হয়। শুধু ধানেই অপচয়ের পরিমাণ ২৬ লাখ আট হাযার মেট্রিক টন। প্রতি কেজি ধানের মূল্য ১২ টাকা হিসাবে অপচয়ের পরিমাণ প্রায় তিন হাযার ২১৬ কোটি টাকা। ধান, গম, ভুট্টা, ডাল, সরিষা, আলু ও শাকসবজিসহ

প্রতিটি কৃষিপণ্য সংগ্রহ, মাড়াই, সংরক্ষণ ও বাজারজাত করতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার না করাই এর প্রধান কারণ। গত ১৩ এপ্রিল রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে 'বাংলাদেশের ফসলের উৎপাদন-পরবর্তী অপচয় কমিয়ে খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করার কৌশলগত উপায়' শীর্ষক সেমিনারে এ তথ্য তুলে ধরা হয়।

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় ১৯ হাযার ৯৭৬ জন ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে

২০০৮ সালের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল গত ১৩ এপ্রিল প্রকাশিত হয়েছে। এ পরীক্ষায় সারা দেশ থেকে ১৯ হাযার ৯৭৬ জন ট্যালেন্টপুলে এবং ৩০ হাযার ৩০৮ জন সাধারণ বৃত্তি পেয়েছে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী মোট ৬ লাখ ৭০ হাযার ৩৪৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে ৪ লাখ ৯৬ হাযার ২৪৮ জন পরীক্ষার্থী। পাসের হার ৭৪ দশমিক ০৩ শতাংশ।

হিমোফিলিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা প্রতি ১০ হাযারে ১ জন

দেশে প্রতি ১০ হাযারে ১ জন রক্তক্ষরণজনিত রোগ 'হিমোফিলিয়ায়' আক্রান্ত হচ্ছে। আর প্রতি ৩ জন হিমোফিলিয়া রোগীর মধ্যে আক্রান্ত একজন রোগী বংশাণুক্রমে সঞ্চারিত না হয়ে নতুনভাবে আক্রান্ত হয়। রক্ত রোগ বিশেষজ্ঞরা জানান, হিমোফিলিয়া একটি জটিল রোগ। সময়মত রোগটি শনাক্ত করা গেলে এবং রক্তক্ষরণ বন্ধ করে সম্ভাব্য জটিলতার হাত থেকে রক্ষা করতে না পারলে কোন কোন ক্ষেত্রে রোগীর তাৎক্ষণিক মৃত্যুও হ'তে পারে। তাছাড়াও আক্রান্ত ব্যক্তি চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে যেতে পারে।

বিশ্বের ৬ হাযার বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ৪৯২২ তম!

শিক্ষার মান বিচারে বিশ্বের ছয় হাযার বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান এখন চার হাযার ৯২২তম। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসাবে খ্যাত প্রতিষ্ঠানটির স্থান দক্ষিণ এশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ৪৪। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) রয়েছে ২৯তম অবস্থানে। বিশ্বের মধ্যে ৩৮০১তম স্থানে এবং বাংলাদেশে প্রথম। এছাড়া সর্বশেষ র‍্যাংকিং অনুযায়ী দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে রয়েছে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি ও আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। উপমহাদেশের মধ্যে ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি রয়েছে ৭৫তম স্থানে এবং আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি রয়েছে ৯৯তম স্থানে। উপমহাদেশের একশ' বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ১-৭ পর্যন্ত ভারত, ৮-৯ পাকিস্তান ৯-১৫ ভারত এবং ১১তম অবস্থানে রয়েছে শ্রীলংকা। স্পেনের কনসেজো সুপিরিয়র দে ইনভেস্টিগেশন সিয়েনতিফিকাস নামক প্রতিষ্ঠানের সাইবারমেট্রিকস ল্যাবের গবেষকরা এ র‍্যাংকিং করেন। এক্ষেত্রে ইলেকট্রিক প্রকাশনা বৈজ্ঞানিক ফলাফল ও বিশ্ব পরিসরে কাজকে বিবেচনায় আনা হয়।

উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় বিজলীর আঘাত

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় বিজলী গত ১৭ এপ্রিল সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হেনে রাত দেড়টা নাগাদ মিয়ানমারের দিকে সরে গেছে। আশংকা করা হয়েছিল, বিজলী সিডরের মতো না হ'লেও বড় আকারে বিপর্যয় ঘটিয়ে যেতে পারে। বাস্তবে সেরকম কিছু ঘটেনি। সাগরেই বিজলী দুর্বল হয়ে পড়ায় আঘাত তেমন জোরালো হ'তে পারেনি। উপকূলে উঠার পর তা আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। ফালিল্লাহিল হাম্দ। বিজলীর প্রভাবে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, হাতিয়া, সন্দ্বীপ, নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, ভোলা, বরিশাল, চাঁদপুর, মংলা, বাগেরহাট প্রভৃতি এলাকা ও দ্বীপাঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়েছে। এর দাপট কম হওয়ার এটাও একটা কারণ। জানা গেছে, বিজলীর গতিবেগ ৭০ থেকে ৯০ কিলোমিটারের মধ্যে ছিল। উপকূলীয় এলাকার নিম্নাংশ ও দ্বীপগুলো ৫ থেকে ৭ ফুট জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হয়েছে। বিজলীর আঘাতে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও নোয়াখালীতে শিশুসহ ৫ জন মারা গেছেন। আর আহত হয়েছেন ১৬ জন। ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে ছয় শতাধিক ঘরবাড়ী এবং সাড়ে ছয়শ' হেক্টর ফসলি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ বিল পাস

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ বিল ২০০৯ গত ১ এপ্রিল জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে বেশী মূল্যে পণ্য বিক্রি, ভেজাল বা নকল পণ্য বিক্রি, ওযনে কারচুপিসহ ভোক্তার অধিকার ক্ষুণ্ন করা হলে সর্বোচ্চ ৩ বছরের কারাদণ্ড ও দুই লাখ টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। বাণিজ্যমন্ত্রী কর্ণেল (অবঃ) ফারূক খান বিলটি পাসের উদ্দেশ্য ও কারণ সম্পর্কে বলেন, এ পর্যন্ত দেশে সাধারণ ভোক্তাদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন আইন না থাকায় দীর্ঘদিন ধরে ক্রেতারা নানাভাবে প্রতারণা ও হয়রানির শিকার হয়েছে। ভোক্তাদের এ হয়রানি বন্ধ করতেই এই আইনটি করা হয়েছে।

মন্দায় দারিদ্র্য হার এক শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে

বিশ্বব্যাংক মনে করে, অর্থনৈতিক মন্দার কারণে আগামী দুই অর্থবছরে দারিদ্র্য হার অন্তত এক শতাংশ বেড়ে যেতে পারে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, দেশে ৪০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। দাতা সংস্থাটি বলেছে, মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ১ শতাংশ বাড়লে পরবর্তী অর্থবছরে দারিদ্র্য হার কমবে দশমিক ৬৪ শতাংশ। এই হিসাবে আগামী ২০০৯-১০ অর্থবছরে দারিদ্র্য হার বাড়বে দশমিক ৩ শতাংশ এবং পরের অর্থবছরে বাড়তে পারে আরও দশমিক ৫ থেকে দশমিক ৭ শতাংশ। বিশ্বমন্দার প্রভাব বিষয়ে বাংলাদেশ নিয়ে একটি হালনাগাদ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বিশ্বব্যাংক। গত ১৯ এপ্রিল প্রচার করা প্রতিবেদনটিতে দারিদ্র্য হার বাড়ার এই তথ্য দেয়া হয়েছে।

মন্দা মোকাবিলায় ৩ হাযার ৪২৪ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা

বিশ্বমন্দার প্রভাব মোকাবিলায় সরকার চলতি অর্থবছরের জন্য ৩ হাযার ৪২৪ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। এই প্যাকেজের অর্থ ভর্তুকি, কৃষি ঋণ এবং খাদ্য নিরাপত্তায় ব্যয় হবে। ভর্তুকির অর্থ যাবে রফতানী, কৃষি এবং বিদ্যুৎ উপখাতে। মন্দা মোকাবিলায় স্বল্পমেয়াদী উদ্যোগ হিসাবে সরকার চলতি অর্থবছরের বাজেট সংশোধন করে সমপরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ দেবে। 'প্রনোদনা প্যাকেজ' নামের এই প্যাকেজের দু'টি ভাগের একটি চলতি অর্থবছরের এবং অন্যটি আগামী অর্থবছরের রাজস্ব প্রনোদনা প্যাকেজ।

বিদেশ

গুয়ান্তানামো কারাগারের মার্কিন প্রহরীর ইসলাম গ্রহণ

ইউএস আর্মি স্পেশালিস্ট টেরি হলব্রুকস ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হওয়ার প্রেরণা পেয়েছেন গুয়ান্তানামো বে ডিটেনশন সেন্টারে মুজাহিদ হিসাবে আটক আহমাদ ইরাসিডির কাছ থেকে। মরক্কোর নাগরিক আহমাদ ইরাসিডিকে ঐ ডিটেনশন সেন্টারে 'জেনারেল' হিসাবেও অভিহিত করা হয়। মাত্র ৪ মাসের মধ্যে তিনি হলব্রুকসকে ধর্মান্তরিত করতে সক্ষম হন। ডিটেনশন সেন্টারটি স্থাপনের পরই ২০০৪ সালে টেরি হলব্রুকস সেখানে যান। তার দায়িত্ব ছিল আরো অনেকের সাথে ঐ সেন্টারে প্রহরা দেয়া এবং রুটিন অনুযায়ী আটকদের জিজ্ঞাসাবাদ করা। তিনি ছিলেন ৪৬৩ নম্বর মিলিটারী পুলিশ কোম্পানীর সদস্য। দিনের অধিকাংশ সময়ই তিনি কাজ করেছেন ঐ সেন্টারে। তার দৃষ্টি থাকতো কয়েদিরা যাতে পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করতে না পারে। এমনকি বাথরুমের নামে কেউ যাতে অন্যের সাথে দৃষ্টি বিনিময়ও করতে না পারে সে ব্যাপারেও প্রহরীরা সজাগ থাকতেন। এমন অবস্থার মধ্যেও টেরির সাথে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে ঐ জেনারেলের। গভীর রাতে জেনারেলের সেলের সামনে ছোট্ট একটি ছিদ্র দিয়ে বাক্য বিনিময় করেন টেরি। এভাবেই টেরি নিজের জীবন সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবতে শুরু করেন। এক পর্যায়ে টেরি হলব্রুকস ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জানতে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন। আরবী ও ইংরেজীতে ইসলামের বই সংগ্রহ করেন তিনি। এরপর জেনারেল তথা আহমাদ ইরাসিডির সাথে বাক্য বিনিময় করেন তিনি। ছোট্ট এক টুকরা কাগজ ও একটি কলম ঢুকিয়ে দেন আহমাদ ইরাসিডির সেলে। সেখানে আরবী ও ইংরেজীতে লিখে দিতে বলেন, শাহাদাত এবং শাহাদাতের মর্মার্থও উল্লেখ করার অনুরোধ জানান হলব্রুকস। কাগজটি হাতে নিয়ে উৎফুল্ল চিত্তে হলব্রুকস তা উচ্চারণ করেন এবং আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় বলেও চিৎকার করে ঐ ডিটেনশন সেন্টারের সকলকে জানান দেন। উল্লেখ্য, ২০০৫ সালে হলব্রুকস সামরিক বাহিনীর চাকরি ছেড়ে দেন।

ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নেতানিয়াহুর শপথ গ্রহণ

ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ৩১ মার্চ শপথ নিয়েছেন কট্টরপন্থী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। পার্লামেন্ট নেতানিয়াহুর ডানপন্থী সরকার অনুমোদন করার পর তিনি প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নেন। মন্ত্রীসভার উদ্বোধনী বক্তব্যে নেতানিয়াহু ইসরাঈলের সঙ্গে শান্তি সম্ভব বলে ফিলিস্তীনীদের আশ্বস্ত করেন। গত ১০ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনে জিতে দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক জোট হিসাবে আবির্ভূত হওয়ার মধ্য দিয়ে ১০ বছর পর আবার প্রধানমন্ত্রী হ'লেন নেতানিয়াহু। নতুন মন্ত্রীসভায় তিনি কট্টর জাতীয়তাবাদী লিবারম্যানকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়োগ করেছেন। পার্লামেন্টে নেতানিয়াহুর সরকার ৬৯-৪৫ ভোটে অনুমোদন পায়। ভোটদানে বিরত থাকেন ৫ জন। ৬ ঘণ্টার বিতর্ক শেষে নেতানিয়াহু সহ মন্ত্রীরা শপথ নেন।

লুইজিয়ানা যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ দুর্নীতিবাজ অঙ্গরাজ্য

আমেরিকায় সবচেয়ে দুর্নীতিবাজ স্টেটের তালিকায় ইলিনয়ের পরিবর্তে লুইজিয়ানার নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্টেট গভর্ণর ব্ল্যাগোজেভিচ সিনেটের শূন্যপদ পূরণের জন্য ঘুষ দাবী করায় সারা বিশ্বে ইলিনয় স্টেটের দুর্নীতির সংবাদটি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল কিছুদিন আগে। কিন্তু এরই মধ্যে লুইজিয়ানা স্টেটের ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের একজন কর্মকর্তা রাস্তার রেড লাইট অতিক্রমের মাধ্যমে দ্রুত চলাচলের অবলম্বন হিসাবে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে নিজের গাড়ির উপরে ফ্ল্যাশিং লাইট (বিশেষ পরিস্থিতিতে পুলিশ যে লাইট ব্যবহার করে থাকে) স্থাপন করে ধরা পড়েন। এ ধরনের অসংখ্য দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতির ঘটনা ঘটে চলেছে লুইজিয়ানা স্টেটের বিভিন্ন পর্যায়ে। সাম্প্রতিক সময়ে নির্বাচনে পরাজিত একজন কংগ্রেসম্যানের রান্না ঘরের ফ্রিজের ভেতর থেকে ৯০ হাযার ডলার উদ্ধার করা হয়। উল্লেখ্য, লুইজিয়ানা স্টেটে দুর্নীতির মাত্রা ১৯৯৮-২০০৭ সাল পর্যন্ত ৩ নম্বরে ছিল। ঐ বছরগুলোতে ইলিনয় স্টেটের ক্রমিং নং ছিল ১৯ নম্বরে। কিন্তু গত কয়েক বছরের ব্যবধানে গত বছর ইলিনয়কে ছাড়িয়ে গেছে লুইজিয়ানা ট্রাস্ট।

চীনে গর্ভপাতের কারণে নারীর সংখ্যা হ্রাস

চীনে নির্বাচিত গর্ভপাতের কারণে নারীর চেয়ে পুরুষের সংখ্যা ৩ কোটি ২০ লক্ষ বেশী। এর ফলে সমাজে অসমতা তৈরী হয়েছে। এই অসমতা বিরাজ করবে কয়েক দশক পর্যন্ত। এ বিষয়ে সতর্ক করে ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এদিকে নারীর চেয়ে পুরুষের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় অনেক পুরুষকেই আজীবন চিরকুমারের পথ বেছে নিতে হচ্ছে। কারণ মেয়ে স্বল্পতার কারণে বিয়ের কনে পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে চীনে এক সন্তান নীতির কারণে সমস্যা আরো প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মার্কিন মহিলা সৈনিকরা সহকর্মী সেনাদের যৌন হয়রানির শিকার

ইরাক ও অন্যত্র কর্মরত মার্কিন মহিলা সৈনিকদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে হেলেন বেনেডিক্ট তার নতুন বই 'দি লনলী সোলজার: দি প্রাইভেট ওয়ার অব ওমেন সার্ভিং ইন ইরাক' এ তুলে ধরেছেন। এ বইয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন, ২০০৩ সাল থেকে মধ্যপ্রাচ্যে ২ লাখ ৬ হাযার মহিলা সেনা কাজ করছে। এদের বেশীরভাগই ইরাকে। এদের মধ্যে ৬শ' জন আহত এবং ১০৪ জন মারা গেছে। ২০০৬ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ইরাকে যুদ্ধরত ৪০ জন মহিলার যুদ্ধ সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতার উপর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এদের মধ্যে ২৮ জন যৌন হয়রানি, প্রহার অথবা ধর্ষণের শিকার হয়েছে। পর্যালোচনায় দেখা গেছে, কর্মরত অবস্থায় ৩০ ভাগ মহিলা সৈনিক ধর্ষিত হয়েছে। ৭১ ভাগ যৌনতার কারণে প্রহৃত এবং ৯০ ভাগ যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে।

উটের প্রথম ক্লোন

ক্লোন করা ভেড়া, কুকুর, শূকর ও গরুর পর এবার জন্ম নিল উট। দুবাইয়ের বিজ্ঞানীরা দাবী করছেন, তারাই বিশ্বের প্রথম ক্লোন করা একটি মাদি উটের জন্ম দিয়েছেন। ৩৭৮ দিন গর্ভে থাকার পর এই কুঁজবিশিষ্ট মাদি উটটি ৮ এপ্রিল জন্ম নেয়। আরবীতে এই মাদি উটের নাম রাখা হয়েছে ইনজায। যার বাংলা অর্থ অর্জন। দুবাইয়ের বিজ্ঞানীদের পাঁচ বছরের চেষ্টার ফসল ইনজায।

বাম পায়ের দাম ১৯০ কোটি টাকা!

বাম পা হারিয়ে নিউইয়র্কের এক মহিলা ২৭.৫ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ১৯০ কোটি টাকা পেলেন। ফেডারেল কোর্টের জুরিরা ক্ষতিপূরণের এ অর্থ প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন নিউইয়র্ক সিটি মেট্রোপলিটন ট্র্যাঞ্জিট অথরিটিকে (এমটিএ)। উল্লেখ্য, ২০০৫ সালের নভেম্বর মাসে ম্যানহাটনে রাস্তা অতিক্রমের সময় ৪৫ বছর বয়সী গ্লোরিয়া এগুইলারকে এমটিএ'র একটি বাস চাপা

Contents

দিলে তার বাম পা কেটে ফেলতে হয়। এরপর ঐ মহিলা মামলা করেছিলেন এমটিএ'র বিরুদ্ধে।

ভারতের গোয়েন্দা উপগ্রহ উৎক্ষেপণ

ভারত গত ২০ এপ্রিল ইসরাঈলের তৈরী একটি গোয়েন্দা কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে স্থাপন করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে মুম্বাইয়ে জঙ্গী হামলার প্রেক্ষাপটে তাদের প্রতিরক্ষা পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা জোরদার করার লক্ষ্যে তারা এই উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করেছে। ভারতীয় সামরিক বাহিনী দীর্ঘদিন থেকে এ ধরনের উপগ্রহ চাচ্ছিল। উপগ্রহটি মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও দিন-রাত সব সময় ছবি সরবরাহ করতে সক্ষম। ৩শ' কিলোগ্রাম ওযনের রিস্যাট-২ উপগ্রহটি দক্ষিণাঞ্চলীয় চেন্নাই নগরীর ৯০ কিলোমিটার উত্তরে শ্রীহরিকোটা কেন্দ্র থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়।

৬ মাসের মধ্যে পাকিস্তান ভেঙ্গে পড়তে পারে

-মার্কিন বিশেষজ্ঞ

ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসের কারণে মাত্র ছ'মাসের মধ্যে পাকিস্তান ভেঙ্গে পড়তে পারে বলে হুঁশিয়ারী দিয়েছেন ডেভিল কিলফানেন নামে এক গেরিলা যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ। শীর্ষ মার্কিন সামরিক কমান্ডার ডেভিড এইচ পেট্রাসের প্রাক্তন পরামর্শদাতা তিনি। পেট্রাসও মার্কিন কংগ্রেসে দেওয়া সাক্ষ্যে পাকিস্তানের একই রূঢ় পরিণতির কথা বলেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন, সন্ত্রাসবাদ এমন একটা বিপদ যা পাকিস্তানকে বিপর্যস্ত করে দিতে পারে।

চীনের পরমাণু পরীক্ষায় দুই লাখ লোকের মৃত্যু হয়েছে

গোবি মরুভূমির পতিত জমিতে ষাটের দশকে চীনের পরমাণু বোমার পরীক্ষার ফলে প্রায় দুই লাখ লোকের মৃত্যু হয়েছে। পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের পর তা থেকে বায়ুমণ্ডল ও মাটিতে ছড়িয়ে পড়া তেজস্ক্রিয়তা থেকে লোকজন ক্যান্সারসহ নানা প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। বিভিন্ন গবেষণার ফলাফলে এ কথা বলা হয়েছে। নতুন এক গবেষণায় দেখা গেছে, ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত চালানো পরমাণু বোমার পরীক্ষার ফলে মারা যাওয়া লোকের সংখ্যা অন্য যেকোন দেশের পরমাণু বোমা পরীক্ষার ফলে নিহতের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী। জাল তাকাদা নামের জাপানের একজন পদার্থবিদ গবেষণা করে দেখেছেন, ছড়িয়ে পড়া তেজস্ক্রিয়তার কারণে প্রায় এক লাখ ৯০ হাযার মানুষ মারা গেছে। বোমার পরীক্ষার ফলে ঐ অঞ্চলে বসবাসকারী চীনা, ইউঘুর মুসলিম ও তিব্বতি জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঐ অঞ্চলে এখনো অনেক শিশু রহস্যময় ক্যান্সার নিয়ে জন্মগ্রহণ করছে।

ইহুদীবাদই হ'ল বর্ণবাদের মূল উৎস

-ইরানী প্রেসিডেন্ট

জেনেভায় জাতিসংঘের বর্ণবাদবিরোধী সম্মেলনের শুরুতে ইরানী প্রেসিডেন্ট মাহমূদ আহমাদিনেজাদ ইসরাঈলকে বর্ণবাদী রাষ্ট্র হিসাবে আখ্যায়িত করে বলেন, 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইহুদীদের ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিলিস্তীনে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল দখলকৃত ফিলিস্তীনে নিজেদের প্রয়োজনে একটি বর্ণবাদী রাষ্ট্র তৈরী করে এ অঞ্চলের স্থিতিশীলতা নস্যাৎ করে দেয়া। বর্তমানে ইসরাঈল সে উদ্দেশ্য সাধন করে যাচ্ছে। গোটা মধ্যপ্রাচ্য এক অস্থিতিশীলতার মধ্য দিয়ে ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। তিনি বলেন, ইহুদীবাদই বর্ণবাদের মূল উৎস। একে জিইয়ে রেখে বিশ্ব থেকে বর্ণবাদ নির্মূল কখনো সম্ভব নয়। ইহুদীবাদ আসলে ধর্মের লেবাসে সহজ-সরল মানুষদের মনে বর্ণবাদের বীজ বপন করছে।

চলতি বছর বিশ্ব অর্থনীতির সংকোচন ঘটবে ১.৩ ভাগ

বিশ্বজুড়ে আর্থিক সংকট চলছে। যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও ব্রিটেনসহ উন্নত এবং উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোতে এই সংকট মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আইএমএফ) ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছে, চলতি বছর অর্থাৎ ২০০৯ সালে বিশ্ব অর্থনীতি ১.৩ ভাগ সংকুচিত হবে। ১৯৪৫ সালের পর এবারই সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে। আইএমএফ আরো বলেছে, বিশ্বের অর্থনৈতিক এবং আর্থিক সংকটের কেন্দ্রস্থলে এখনো যুক্তরাষ্ট্র রয়ে গেছে। বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ যুক্তরাষ্ট্র। এই দেশের অর্থনীতি চলতি বছর ২.৮ ভাগ সংকুচিত হবে। এ সময় বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ জাপানের অর্থনীতি সংকুচিত হবে ৬.২ ভাগ। আইএমএফ বলেছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহে ৪.২, ব্রিটেনে ৪.১ এবং রাশিয়ায় ৬ ভাগ অর্থনীতির সংকোচন ঘটবে।

সিঙ্গাপুরে একসঙ্গে হৃৎপিণ্ড ও যকৃৎ প্রতিস্থাপনে সাফল্য

একজনের হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপন হ'ল, তো অন্যজনের বদল হ'ল যকৃৎ। পশ্চিমা বিশ্বে ইতিমধ্যে একই সঙ্গে দু'টি অঙ্গ বদলেও সাফল্য এসেছে। এক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল এশিয়া। এবার সিঙ্গাপুরের একটি হাসপাতালের চিকিৎসকেরা এ সফলতা অর্জন করলেন।

গত ৭ এপ্রিল সিঙ্গাপুরের অবসরপ্রাপ্ত যাজক লাউ চিন কিউইর (৫৮) দেহে এ জটিল অস্ত্রোপচার হয়। একই সঙ্গে হৃৎপিণ্ড (হার্ট) ও যকৃৎ (লিভার) বদলের পর লাউ চিন ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন। এশিয়ায় এ ধরনের অস্ত্রোপচার এটিই প্রথম। সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে সম্পন্ন হওয়া এ অস্ত্রোপচারে ঐ হাসপাতাল ও ন্যাশনাল হার্ট সেন্টারের শল্যচিকিৎসকদের একটি যৌথ দল অংশ নেয়। ১৩ ঘণ্টার এ অস্ত্রোপচারে শল্যচিকিৎসকেরা প্রথমে লাউ চিনের হৃৎপিণ্ড ও পরে যকৃৎ প্রতিস্থাপন করেন।

অ্যামিলয়েড পলিনিউরোপ্যাথি (এফএপি) নামের এক ধরনের যকৃতের সমস্যায় ভুগছিলেন লাউ চিন। মনে করা হয়, এটি বংশগতভাবেই তিনি পেয়েছেন। এ ধরনের রোগীর যকৃৎ অস্বাভাবিক আমিষ উৎপাদন করে, যা সারা শরীরে জমা হয়। এ রোগের উপসর্গ হচ্ছে শরীরে ব্যথা হওয়া, সুচ ফোটার মতো তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা অনুভূত হওয়া এবং পেশিতে দুর্বলতা অনুভব করা। শেষ পর্যায়ে এ রোগে কিডনি ও হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হয়। এক্ষেত্রে রোগীকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইলে যকৃৎ প্রতিস্থাপনের কোন বিকল্প নেই।

ডালিয়া মুজাহিদকে ওবামার উপদেষ্টা নিয়োগ

মুসলিম-আমেরিকান এবং মুসলিম বিশ্বে বিরাজমান সমস্যা সমাধানে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে পরামর্শ প্রদানের জন্য মিস ডালিয়া মুজাহিদকে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসাবে নিয়োগ দান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মিসরীয় আমেরিকান মিস ডালিয়া দীর্ঘদিন থেকে গেলাপ সেন্টারে মুসলিম বিষয়ক সিনিয়র এনালিস্ট এবং নির্বাহী পরিচালক হিসাবে কাজ করছিলেন। বিগত ৮ বছরে প্রেসিডেন্ট বুশের আচরণে মুসলিম বিশ্বের সাথে আমেরিকার যে বৈরী সম্পর্ক তৈরী হয়েছে, তার অবসানে মিস ডালিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হবেন বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা আশা করছেন। শুধু তাই নয়, ৯/১১-এর পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম-আমেরিকানদের সম্পর্কে মার্কিন প্রশাসনে কোন কোন মহলে যে ভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে তাও দূরীভূত হবে বলে আমেরিকানরা আশা করছেন।

মুসলিম জাহান

শায়খ আদিল কা'বা শরীফের প্রথম কৃষ্ণকায় ইমাম

সঊদী বাদশাহ আব্দুল্লাহ সম্প্রতি শায়খ আদিল কালবানীকে (৪৯) কা'বা শরীফের প্রধান ইমাম হিসাবে নিয়োগ দিয়েছেন। কা'বা শরীফের ইমাম সারাবিশ্বের মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত সম্মানিত। সঊদীরাও তাকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখে। তবে এ পদে সবাই নিয়োগ পান না। সঊদী আরবে জন্মগ্রহণকারী কোন আরবই কেবলমাত্র এ পদ অলংকৃত করতে পারেন। কালবানির নিয়োগ হচ্ছে একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা। কেউ কেউ কা'বা শরীফের ইমাম হিসাবে কালবানির নিয়োগকে বর্ণগত পার্থক্যের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শনে বাদশাহ আব্দুল্লাহ্র প্রচেষ্টার একটি বহিঃপ্রকাশ হিসাবে দেখছেন। তিনি একজন কৃষ্ণাঙ্গ। পারস্য উপসাগরীয় দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে পঞ্চাশের দশকে সঊদী আরবে হিজরত করেন শায়খ আদিল। তার পিতা নিম্নপদস্থ একজন সরকারী কেরানী ছিলেন। কা'বা শরীফের ইমাম হিসাবে নিয়োগ পাওয়ার আগে তিনি রিয়াদ বিমান বন্দরে একটি মসজিদে ২০ বছর ইমামতি করেন। চার বছর তিনি কিং খালেদ মসজিদের ইমাম হিসাবেও কাজ করেছেন। অসচ্ছল পরিবারের সন্তান হওয়ায় মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সমাপ্ত করেই তিনি সঊদী এয়ার লাইন্সে একটি চাকুরী নেন। এ সময় তিনি কিং সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈশ ক্লাসে ভর্তি হন। ইসলামী শিক্ষা লাভ করে তিনি কুরআন মাজীদ হিফয করেন। পরে তিনি ফিক্বহ বা ইসলামী আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁর নিযুক্তি সম্পর্কে তিনি বলেন, বাদশাহ সবার কাছে এ বার্তা পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন যে, তিনি সঊদী আরবকে এমন একটি দেশ হিসাবে শাসন করতে চান যেখানে থাকবে না কোন বর্ণবাদ, থাকবে না মানুষে মানুষে পার্থক্য। তিনি আরো বলেন, কে কোন দেশ থেকে এসেছি অথবা কোন বর্ণের তাতে কিছু যায় আসে না। যেকোন যোগ্য লোকের দেশের নেতা হওয়ার সুযোগ রয়েছে। নিউইর্য়ক টাইমস পত্রিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে শায়খ আদিল বলেছেন, 'ইসলামের ইতিহাসে কালো মানুষদের অনেক গৌরবময় কাহিনী আছে। পশ্চিমের সঙ্গে ইসলামের এটাই সবচেয়ে বড় পার্থক্য'।

আব্দুল আযীয তৃতীয় মেয়াদে আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

আব্দুল আযীয বুটেফ্লিকা তৃতীয়বার ৫ বছরের জন্য আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। ৭২ বছর বয়স্ক বুটেফ্লিকা ৫ জন প্রার্থীর সাথে নির্বাচনে লড়ে ৯০ ভাগ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী লুইসা হান্নুনে পেয়েছেন মাত্র ৪.২২ ভাগ ভোট। নির্বাচনে ৭২ ভাগ ভোট পড়ে।

সোমালিয়ার পার্লামেন্টে ইসলামী শরী'আহ আইন অনুমোদন

দেশে ইসলামী শরী'আহ আইন চালু সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব পাস করেছে সোমালিয়ার পার্লামেন্ট। পার্লামেন্টের ডেপুটি স্পীকার ওছমান এলমি বোগোরি জানান, সোমালিয়ার পার্লামেন্ট গত ১৮ এপ্রিল সরকার দলের এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে অনুমোদন করেছে। পার্লামেন্ট অধিবেশনে ৩৪০ জন সদস্য যোগ দেন এবং সকলেই দেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েমের পক্ষে ভোট দেন। ডেপুটি স্পীকার বলেন, বিলটি পার্লামেন্টে পাস হওয়ার পর সোমালিয়া এখন থেকে একটি ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত হবে এবং আমাদের সরকার একটি ইসলামী সরকার বলে বিবেচিত হবে।

চার বছরে ইরাকে ৮৭ হাযার সাধারণ নাগরিক নিহত

ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের পর থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন সহিংসতায় এক লাখ ১০ হাযার ৬০০ জনের বেশী সাধারণ ইরাকী নিহত হয়েছে। আর ২০০৫ সাল থেকে ইরাক সরকারের সংগৃহীত তথ্যমতে গত চার বছরে নিহত সাধারণ ইরাকির সংখ্যা ৮৭ হাযার ২১৫ জন। বোমা বিস্ফোরণ বা সশস্ত্র হামলায় এসব প্রাণহানি ঘটে। বার্তা সংস্থা এপি বলেছে, নিহতের প্রকৃত সংখ্যা আরও ১০ থেকে ২০ শতাংশ বেশী হ'তে পারে। যুদ্ধ শুরুর পর প্রথম দুই বছরের কোন সরকারী তথ্য না থাকলেও ২০০৫ সাল থেকে নিহতদের হিসাব রাখতে শুরু করে ইরাকের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। হাসপাতাল ও মর্গের তথ্য অনুযায়ী এ হিসাব রাখা হয়। মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা নিজের নাম না প্রকাশ করার শর্তে এ হিসাবে গোপন তথ্য এপিকে সরবরাহ করেছেন। এতে দেখা যায়, এতে চার বছরে নিহত ৮৭ হাযার ২১৫ জনের মধ্যে ৫৯ হাযার ৯৫৭ জনের মৃত্যু ঘটেছে ২০০৬ ও ২০০৭ সালে। এ সময়ে বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্ন বোমা হামলার ঘটনা বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের মৃত্যুর হার বেড়ে যায়। উল্লেখ্য, ইরাকের মোট জনসংখ্যা দুই কোটি ৯০ লাখ।

সঊদী আরব কসোভোকে স্বীকৃতি দিয়েছে

সঊদী আরব ইউরোপের নতুন মুসলিম রাষ্ট্র কসোভোকে স্বীকৃতি দিয়েছে। সঊদী আরব সরকার কসোভোর স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে মেনে নিয়েছে। সেই সঙ্গে ঘোষণা করেছে, সঊদী আরব দু'দেশের মধ্যে দূতাবাস স্থাপনসহ দু'দেশের মধ্যে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যও এগিয়ে আসবে। সঊদী সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কসোভোর সঙ্গে সঊদী আরবের আছে ধর্মীয় সম্পর্ক, তেমনই ঐতিহ্যগত যোগাযোগ। তাই কসোভোকে স্বীকৃতি দেয়ার মধ্য দিয়ে সঊদী আরব সে দেশের সঙ্গে একটি সুসম্পর্ক গড়ে তোলার আশাবাদ ব্যক্ত করেছে।

জানা গেছে, কসোভোকে স্বীকৃতি দেয়া সর্বশেষ রাষ্ট্র সঊদী আরব। বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা, সঊদী আরবের স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে কসোভোর নিরাপত্তা, স্থায়িত্ব ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ আরব দেশগুলোর মধ্যে সঊদী সরকারের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই সঊদী আরবের এই স্বীকৃতিকে ইতিবাচক অর্থে দেখা হচ্ছে।

মালয়েশিয়ার নতুন প্রধানমন্ত্রী নাজীব রাযযাক

মালয়েশিয়ার ষষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে গত ৩ এপ্রিল শপথ নিয়েছেন নাজীব রাযযাক। মাত্র এক বছরের মাথায় জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী আব্দুল্লাহ আহমাদ বাদাবীর পদত্যাগের মধ্য দিয়ে তিনি ইউএমএনও'র নেতৃত্বাধীন সরকারের দায়িত্ব নিলেন। নাজীব এমন এক সময়ে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন যখন বিশ্বমন্দার মুখে মালয়েশিয়ার অর্থনীতিও এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে অবনতিশীল এবং তীব্র জাতিগত ও ধর্মীয় বিভক্তির কারণে জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। এর আগে ২ এপ্রিল পদত্যাগ করে উপ-প্রধানমন্ত্রী নাজীবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করেন সদ্য বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী বাদাবী। ৩ এপ্রিল রাজধানী কুয়ালালামপুরের সোনারঙের গম্বুজওয়ালা জাতীয় প্রাসাদে ঐতিহ্যবাহী রীতিতে দেশের রাজার কাছে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন নাজীব।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ভূমিকম্প টের পাওয়ার যন্ত্র উদ্ভাবন

ভূমিকম্প সৃষ্টি হওয়ার ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে টের পাওয়ার একটি যন্ত্র তৈরী করেছেন তাইওয়ানের একদল গবেষক। ন্যাশনাল তাইওয়ান ইউনিভার্সিটির ভূ-বিজ্ঞান বিভাগের গবেষক উ ই মিল বলেছেন, ডেক ক্যাসেট প্লেয়ার আকৃতির ধাতব যন্ত্রটি কম্পনের গতি ও সময়ের সঙ্গে সৃষ্ট ত্বরণ শনাক্তের মাধ্যমে ভূমিকম্পটির তীব্রতার হিসাব নির্ণয় করে চলন্ত ট্রেনের গতি মন্থর করার বা প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানীগুলোকে সরবরাহ বন্ধ করে দেয়ার বার্তা দিতে পারবে। মিল বলেন, বিদেশে এ ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেয়ার যে যন্ত্র প্রচলিত আছে, তা থেকে তাদের উদ্ভাবিত যন্ত্র অনেক বেশী নিপুণ এবং এর খরচও কম। মাত্র ১০ হাযার তাইওয়ানী ডলারে (৩২ মার্কিন ডলার) এটি বাজারে ছাড়া সম্ভব হবে। পাঁচ বছর ধরে চেষ্টা চালিয়ে তারা এটি উদ্ভাবন করেছেন। মিল সাংবাদিকদের বলেন, '৩০ সেকেন্ডের মধ্যেই আমরা বলতে পারব বড় না ছোট ধরনের ভূমিকম্প ঘটতে চলেছে। কী পরিমাণ ধ্বংসযজ্ঞ ঘটবে আগে ভাগে তাও অনুমান করতে পারব আমরা'।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে সক্ষম রোবট তৈরী

সম্প্রতি নিজে নিজেই চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে এমন এক রোবট তৈরী করেছেন ব্রিটেনের এবারিসওয়াইদ বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী। অ্যাডাম নামের এ রোবট নিজেই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে সক্ষম। রোবটটি ইতিমধ্যেই ইস্ট কোষের ১২টি জিনের ভূমিকা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা দাবী করেন। এতদিন মানব বিজ্ঞানীরা ইস্ট কোষে কতটি জিন কীভাবে আছে তা শুধু জানতেন। জিনরা কীভাবে কাজ করে তা জানা ছিল না। কিন্তু রোবট বিজ্ঞানী অ্যাডাম এই প্রথম নিজে নিজে চিন্তা-ভাবনা ও পরীক্ষা চালিয়ে ইস্ট কোষের কর্মকাণ্ডের বর্ণনা তুলে ধরতে সক্ষম হয়। সে দৈনিক প্রায় এক হাযারটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে পারে। এটি একটি যুগান্তকারী বিষয় বলে মন্তব্য করেছেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ ভবিষ্যতে এ ধরনের রোবটের সাহায্যে অনেক বড় বড় জটিল গবেষণা আরো দ্রুত ও নিখুঁতভাবে করা সম্ভব হবে বলে আশা করছেন বিজ্ঞানীরা।

রোবটিক মাছ

যুক্তরাজ্যের একদল গবেষক রোবটিক্স প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে তৈরী করেছে রোবটিক মাছ, যা সমুদ্রে বিচরণ করার মাধ্যমে সমুদ্রের দূষণ সম্পর্কিত সকল ধরনের তথ্য বিজ্ঞানীদের প্রদান করবে। ২০ হাযার পাউন্ড ব্যয়ে নির্মিত এ রোবটিক মাছটির আকার মাত্র ১.৫ মিটার। রোবটটি ঠিকমতো কাজ করলে তা গোটা বিশ্বের সমুদ্র, নদী ও লেকের পানিদূষণ শনাক্ত করার কাজে ব্যবহৃত হবে।

মশা মারতে লেজার রশ্মি

ওয়াশিংটনের সিয়াটলে একটি গবেষণাগারে লেজার রশ্মি ব্যবহার করে মশা মারতে কাজ করছেন মার্কিন জ্যোতির্পদার্থ বিজ্ঞানীরা। এ লেজার রশ্মির নাম দেয়া হয়েছে মশা ধ্বংসের অস্ত্র (ডব্লিউএমডি)। মশার পাখার নড়াচড়ার ফলে সৃষ্ট শব্দতরঙ্গ এ ডব্লিউএমডি লেজার রশ্মি শনাক্ত করতে পারে। এ শব্দ তরঙ্গের উপর ভর করে কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে লেজার রশ্মির স্রোত মশাকে লক্ষ্য করে আঘাত করে। এতে মশার পাখা পুড়ে গিয়ে ধোঁয়া উড়তে থাকে। আর মাটিতে পড়ে থাকে মশার পোড়া দেহ। ২০০৮ সালের প্রথম দিকে মশা নিধনে লেজার রশ্মির ব্যবহারে বিজ্ঞানীরা প্রাথমিক সাফল্য পান।

ডায়াবেটিস মেধা কমায়

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, যারা দীর্ঘদিন ধরে টাইপ টু ডায়াবেটিসে ভুগছেন তাদের মেধা কমে গেছে এবং তাদের মস্তিষ্কের ক্ষমতাও হ্রাস পাচ্ছে। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানীর গবেষণায় দেখা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে ব্লাড সুগার লেবেল মারাত্মকভাবে নীচে নেমে গেলে রোগী হাইপোতে আক্রান্ত হয়। তখন মস্তিষ্কের বিভিন্ন সমস্যায় ভুগতে থাকেন তিনি। তার স্মরণশক্তি ও মেধাশক্তি যেমন কমে যায়, তেমনি তার মস্তিষ্কের কোষগুলোও দুর্বল হয়ে পড়ে। টাইপ টু ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ৬০ থেকে ৭০ বছর বয়সী ১ হাযার ৬৬ জন রোগীকে পরীক্ষা করে এ তথ্য উদ্ধার করেছেন বিজ্ঞানীরা। স্বেচ্ছাসেবকদের মানসিক শক্তি পরীক্ষার জন্য স্মৃতি, যুক্তি এবং কাজে মনোনিবেশসহ সাতটি টেস্ট দেওয়া হয়। ১১২ জন ডায়াবেটিস রোগী এই পরীক্ষায় সবচেয়ে কম স্কোর পান।

দুই চাকার গাড়ী

কাজের খোঁজে শহরমুখী হচ্ছে মানুষ। নগর জনাকীর্ণ হচ্ছে। বাড়ছে যানবাহন। কিন্তু রাস্তা সংকীর্ণই থাকছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের রাজপথে নামছে এমন এক গাড়ী, যা খুবই কম জায়গা দখল করবে। কেননা এটি দুই চাকার গাড়ি। দুই আসনের এ গাড়ি চালাতে লাগবে না কোন পেট্রোল বা গ্যাস। চলবে বিদ্যুতের চার্জে। এ কারণে কোন বায়ুদূষণ হবে না। খরচও কমে যাবে। কিন্তু গতিতেও নেহায়েত কম যাবে না এটি। ঘণ্টায় ৩৫ মাইল গতিতে চলবে এ গাড়ি এবং একবারের চার্জেই এক ঘণ্টা পথ পাড়ি দিতে পারবে। যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল মোটরস কর্পোরেশন ও সেগওয়ে ইনকরপোরেটেড যৌথভাবে 'পারসোনাল আরবান মবিলিটি অ্যান্ড অ্যাকসেসিবিলিটি' প্রকল্পের আওতায় নতুন এ গাড়ি উদ্ভাবন করেছে।

দুঃসহ স্মৃতি ভুলে থাকার ওষুধ আসছে

সম্প্রতি গবেষকরা একটি বিশেষ ধরনের ওষুধ তৈরীর কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন, যার মাধ্যমে মানুষ দুঃসহ কোন স্মৃতিকে ভুলতে, ভীতিকর কোন কিছুকে আড়াল করতে, নিজেকে টেনশন ও দুশ্চিন্তামুক্ত রাখতে এমনকি অপসন্দের স্বভাবকে দূরে ঠেলে দিতে পারবে। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, এ ওষুধ পুরোপুরি প্রয়োগের পর মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা আরো বাড়বে। এছাড়া কারো মস্তিষ্কে যদি স্মৃতিশক্তি ধারণের সমস্যা থেকে থাকে তাও দূর হয়ে যাবে।

ই-মশা

ডায়াবেটিসের রোগীদের রক্তের শর্করা পরীক্ষা করার একটি পদ্ধতি হচ্ছে আঙ্গুলের মাথায় সুঁই ফোটানো। এটি রোগীর জন্য বেশ পীড়াদায়ক। এ থেকে রোগীদের মুক্তি দিতে কানাডার ইউনিভার্সিটি অব কালগেরির প্রকৌশলীরা আবিষ্কার করেছেন ইলেকট্রনিক মসকিটোস বা ই-মসকিটোস (ই-মশা)। ছোট্ট এ যন্ত্রে মশার হুলের মতো চারটি সুঁই থাকবে। এটি মশার মতোই হুল ফুটিয়ে প্রয়োজনীয় রক্ত শুষে নেবে। এতে রোগী তেমন কোন ব্যথা অনুভব করবে না।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

যেলা সম্মেলন

মানবতার শেষ আশ্রয় হ'ল ইসলাম

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

কলারোয়া সাতক্ষীরা ৭ এপ্রিল মঙ্গলবারঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ কলারোয়া এলাকার উদ্যোগে অদ্য বাদ আছর কলারোয়া সরকারী কলেজ মাঠে ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা ও যশোর এম এম কলেজের সাবেক ভাইস প্রিন্সিপ্যাল কলারোয়া কলেজের প্রতিষ্ঠাকালীন অধ্যাপক প্রফেসর নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক গোলাম মুক্তাদির, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম আযাদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও খুলনা যেলা আন্দোলন সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি অধ্যাপক শাহীদুযযামান ফারূক, যেলা যুবসংঘের সভাপতি মাওলানা আলতাফ হুসাইন, ঢাকা বংশাল বায়তুল মা'মূর জামে মসজিদের ইমাম শামসুর রহমান আযাদী প্রমুখ।

প্রধান অতিথির ভাষণঃ কলারোয়ার ইতিহাসে বিশালতম এই জন সমাবেশে এবং কলারোয়ার বিভিন্ন দল ও মতের সাবেক ও বর্তমান জননেতাদের উপস্থিতিতে ঘণ্টাব্যাপী আবেগময় ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত এই কলেজের ফার্ষ্ট ব্যাচের ছাত্র হিসাবে নিজের ছোট বেলার স্মৃতিচারণ করেন এবং এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা জনাব শেখ আমানুল্লাহ, শেখ আবুল কাসেম, মরহূম মৌলভী আব্দুল আযীয প্রমুখের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর তিনি অভ্রান্ত সত্যের চূড়ান্ত উৎস হিসাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে বৈজ্ঞানিক বহুল প্রমাণাদি সহ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে এবং অবশেষে তা কুরআনী সত্যের কাছে মাথা নত করেছে। আজও অশান্ত বিশ্বে যদি শান্তি কায়েম করতে হয়, তাহ'লে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কাছেই ফিরে আসতে হবে। আর আহলেহাদীছ আন্দোলন সেই লক্ষ্যেই পরিচালিত। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন কোন গোষ্ঠীগত আন্দোলন নয়। বরং এটি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে আল্লাহ প্রেরিত অহি-র পথের আহ্বান ও সে পথে পরিচালিত করার আন্দোলন। তিনি সকলকে এ শান্তিপূর্ণ মহতী আন্দোলনকে এগিয়ে নেবার আহ্বান জানান।

তাওহীদের পথে ফিরে আসুন!

মুহতারাম আমীরে জামা'আত

ঢাকা ১০ এপ্রিল শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে রাজধানীর মাদারটেক আব্দুল আজিজ স্কুল এণ্ড কলেজ মাঠে যেলা সম্মেলন '০৯-এ প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। বক্তব্যের শুরুতে তিনি রাজধানীর বুকে সর্বপ্রথম এই ধরনের যেলা সম্মেলন অনুষ্ঠান করার জন্য উদ্যোক্তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাস ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন যাপনের মাধ্যমেই পরকালে নাজাত পাওয়া সম্ভব। তিনি বলেন, আক্বীদা বিশুদ্ধ না হ'লে সবকিছু বরবাদ হয়ে যাবে। ভুল আক্বীদার কারণেই আজ কেউ চরমপন্থী হচ্ছে, ধর্মের নামে বোমাবাজি করছে, সন্ত্রাস করছে ও নিরপরাধ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করছে। অন্যদিকে একদল ইহুদী-নাছারাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শনের অনুসারী হচ্ছে ও তা বাস্তবায়নের জন্য দলাদলি, হরতাল, অবরোধ, চাঁদাবাজি ও মানুষ হত্যা করছে। তিনি বলেন, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার মধ্যেই দেশ ও জাতির জন্য সার্বিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তিনি বলেন, মানব রচিত আইন পরিবর্তনশীল, কিন্তু আল্লাহ্র আইন সর্বযুগেই অপরিবর্তনীয়। সর্বকালের সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য এটি চিরন্তন কল্যাণ বিধান। তিনি নেতৃবৃন্দ ও দেশবাসীকে এলাহী বিধানের দিকে ফিরে আসার উদাত্ত আহ্বান জানান।

ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক ও মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে আরও বক্তব্য রাখেন, মাসিক **আত-তাহরীক** সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মজলিসে শূরা সদস্য মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, ঢাকা যেলা আহলেহাদীছ যুবসংঘের নব মনোনীত সভাপতি মাওলানা যহূরুল হক যায়েদ, নরসিংদী যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামুন, ঢাকার ডুমনী হাজীপাড়া জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আব্দুল আলীম বিন আসাদ, রেডিও-টিভি ভাষ্যকার ক্বারী গোলাম মোস্তফা প্রমুখ।

জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নাসিরাবাদ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব মুহাম্মাদ আবুল হোসাইন, বেরাইদ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মাহফূযুর রহমান ও কাঞ্চন পৌরসভার কমিশনার মুহাম্মাদ আসাদুযযামান মোল্লা। উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ, স্থানীয় প্রবীণ আলেম ও রসূলপুর মাদরাসার সাবেক প্রভাষক মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াসীন, মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, স্থানীয় ২৭ নং ওয়ার্ড কমিশনার মুহাম্মাদ গোলাম হোসাইন, বেরাইদ ইউনিয়নের সেক্রেটারী মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম সৈকত, মাদারটেক আব্দুল আজিজ স্কুল এণ্ড কলেজের প্রিন্সিপাল

Contents

অধ্যাপক মুহাম্মাদ জাহিদুযযামান, স্থানীয় ব্যবসায়ী আলহাজ্জ তমিযুদ্দীন, মুহাম্মাদ যহীরুল হক ভূইয়া, মুহাম্মাদ হাফীযুদ্দীন মিয়া, মুহাম্মাদ আওলাদ হোসাইন, মাদারটেক উত্তরপাড়া জামে মসজিদের খতীব মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ হেলালী, মাদারটেক স্কুল এণ্ড কলেজ মসজিদের ইমাম মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনার ও অন্যান্যদের মন্তব্য মতে এই ময়দানে এটিই ছিল স্মরণকালের বৃহত্তম জন সমাবেশ। তারা প্রতি বছর এখানে এ ধরনের সম্মেলন করার জন্য দায়িত্বশীলদের কাছে অনুরোধ করেন।

সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম ও মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পর্বে কুরআন তেলাওয়াত করেন ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সহ-সভাপতি নেছার বিন আহমাদ, মাদারটেক আহলেহাদীছ হাফেযিয়া মাদরাসার ছাত্র হাফেয মুহাম্মাদ আব্দুল আলীম। সম্মেলনে পার্শ্ববর্তী কুমিল্লা, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ যেলা সহ ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন এলাকা থেকে বাস রিজার্ভ করে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধী যোগদান করেন।

চরমপন্থীরা ইসলাম ও মানবতার দুশমন

- মুহতারাম আমীরে জামা'আত

গত ১লা বৈশাখ ১৪ এপ্রিল রোজ মঙ্গলবার বিকাল ৪-টায় সিরাজগঞ্জ বাজার স্টেশন সংলগ্ন স্বাধীনতা স্কয়ারে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** সিরাজগঞ্জ যেলা কর্তৃক আয়োজিত ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, ইসলাম বিশ্বমানবতার জন্য আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত জীবন বিধান। এই জীবনবিধানের সত্যাশ্রয়ী প্রভাবে অজ্ঞতায় নিমজ্জিত, যুদ্ধ বিধ্বস্ত, শোষিত-নিপীড়িত আরব জাতি পৃথিবীতে আদর্শস্থানীয় জাতিতে পরিণত হয়েছিল। মানুষকে স্রষ্টার প্রতি আত্মসমর্পণের মাধ্যমে প্রকৃত মানুষে পরিণত করাই ছিল ইসলামের লক্ষ্য। এ বিপ্লবী জীবন বিধান মানুষকে যুলুম ও নির্যাতন থেকে মুক্ত করে ইনছাফপূর্ণ একটি ঐক্যবদ্ধ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সন্ধান দেয়। সন্ধান দেয় মানুষের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির চিরন্তন পথের।

তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ' কোন মতবাদের নাম নয়, এটি একটি পথের নাম। আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র পথ। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথ। এ পথের শেষ ঠিকানা হ'ল জান্নাত। মানুষের ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনের যাবতীয় হেদায়াত এ পথেই মওজুদ রয়েছে। এ আন্দোলন ছাহাবায়ে কেরামে যুগ থেকে চলে আসা এক অভ্রান্ত সত্যের আন্দোলন। সকল মত ও পথ পরিত্যাগ করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত হওয়ার জন্য এ আন্দোলন মানুষকে আহবান জানায়।

তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সর্বদা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী। ছহীহ হাদীছের নির্দেশ অনুযায়ী এ আন্দোলন সমাজ বিরোধী, রাষ্ট্রবিরোধী ও সকল প্রকার চরমপন্থী তৎপরতার ঘোর বিরোধী। তিনি বলেন, এদেশের স্বাধীনতার মূল চেতনা হ'ল ইসলাম। আমেরিকান লেখক James J. Novak-এর একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করে তিনি বলেন, Bangladesh is a Muslim nation, The third largest after Indonesia and Nigeria... if the People were not Muslim, it would not exist as a seperate nation, but would be port of India. অর্থাৎ ইসলাম না থাকলে পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম এই মুসলিম রাষ্ট্রটি আজ ভারতের একটি বন্দর (port) হয়ে থাকত। তিনি বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে হরণ করার জন্য জনগণের মধ্য থেকে ইসলামী চেতনা নিভিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চলছে। তার অংশ হিসাবেই এখন বাঙ্গালী সংস্কৃতির নামে বৈশাখী বেহায়াপনার আমদানী করা হচ্ছে। ইলিশ-পান্তার মহড়া দেখিয়ে গরীব জনগণকে তাচ্ছিল্য করা হচ্ছে। সাপ, বিচ্ছু, হুতোম পেঁচার মুখোশ পরে আলকাতরা মাখানো চট মুড়ি দিয়ে খরতাপে রাস্তায় হেঁটে বেলেল্লাপনা করা হচ্ছে। এদিন সরকারী ছুটি ঘোষণা করে গরীব দেশটির একদিনে কেবল শিল্প খাতেই সাড়ে পাঁচশত কোটি টাকা নষ্ট করা হ'ল। সাধারণ জনগণের মধ্যে ১লা বৈশাখের কোন আবেদন নেই। অথচ টিভি পর্দায় যেন মনে হয় সারা বাংলাদেশ আনন্দে নাচছে। ইসলামী চেতনা বিনাশী এইসব সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ রুখতে হবে। নইলে এদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা থাকবে না।

তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন যেমন সকল প্রকার জাতীয়তাবাদী ও মাযহাবী বিভক্তি দূর করতে চায় তেমনি চায় প্রগতির নামে ইসলামী বিশ্বাসের পরিপন্থী সকল কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে। তিনি সকলকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিজেদের সার্বিক জীবন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ মর্তুযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে আরো বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় দারুল ইফতার সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল ইসলাম, সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ, যেলা 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী আলতাফ হুসাইন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল মতীন প্রমুখ।

আমীরে জামা'আতের সাতক্ষীরা সফর

১৯ এপ্রিল রবিবারঃ গত ১৪ ফেব্রুয়ারী তাবলীগী ইজতেমা থেকে ফেরার পথে বাস দূর্ঘটনায় আহত রুগীদের দেখার জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাদের প্রত্যেকের বাড়ীতে বাড়ীতে গমন করেন ও তাদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ-খবর নেন। ২১ জন আহতের মধ্যে এখনো শয্যাশায়ী আছেন ১০ জন। যাদের জন্য এখনো প্রচুর অর্থ ব্যয় হচ্ছে।

দায়িত্বশীল সমাবেশ

১৯ এপ্রিল রবিবারঃ অদ্য বাদ আছর বাঁকাল দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়া মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলদের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সবাইকে যথাযথভাবে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন।

Contents

আহলেহাদীছ যুবসংঘ

(১) ঢাকা যেলা কমিটি পুনর্গঠন

১০ এপ্রিল শুক্রবারঃ কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিনের উপস্থিতিতে মুহাম্মাদ যহূরুল হক যায়েদকে সভাপতি, মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ খানকে সহ-সভাপতি ও মুহাম্মাদ ফযলুল হক-কে সাধারণ সম্পাদক করে ঢাকা যেলা আহলেহাদীছ যুবসংঘের কমিটি পুনর্গঠন করা হয় এবং একই দিনে অনুষ্ঠিত 'আন্দোলন'-এর ঢাকা যেলা সম্মেলনে তাদেরকে সবার সামনে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

(২) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি পুনর্গঠন

১০ এপ্রিল শুক্রবারঃ কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের উপস্থিতিতে হোসায়েন আল-মাহমূদকে সভাপতি, আহসানুর রাক্বীবকে সহ-সভাপতি ও আব্দুর রাক্বীবকে সাধারণ সম্পাদক করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

(৩) বগুড়া সরকারী আযীযুল হক কলেজ শাখা পুনর্গঠন

বৃ-কুষ্টিয়া, বগুড়া ১৩ এপ্রিল সোমবারঃ অদ্য বাদ যোহর বগুড়া শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত বৃ-কুষ্টিয়া দারুল হাদীছ সালাফিয়া মাদরাসা মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বগুড়া সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সহ সভাপতি মাওলানা আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাফেয মাওলানা মুখলেছুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রহীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ডাঃ আবূবকর ছিদ্দীক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন বৃ-কুষ্টিয়া দারুল হাদীছ সালাফিয়া হাফেযিয়া মাদরাসার শিক্ষক হাফেয ইসমাঈল হোসাইন এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে অত্র মাদরাসার ছাত্র রেযাউল করীম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'যুবসংঘ' -এর প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রাযযাক বিন তমিযুদ্দীন।

সমাবেশে মুহাম্মাদ মুফাযযল হোসাইনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আব্দুল মুমিনকে সাধারণ সম্পাদক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যুবসংঘ বগুড়া সরকারী আজিজুল হক কলেজ শাখা পুনর্গঠন করা হয়।

(৪) নরসিংদী যেলা কমিটি পুনর্গঠন

পাঁচদোনা, নরসিংদী ২৬ মার্চ বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নরসিংদী যেলার উদ্যোগে পাঁচদোনা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা যুবসংঘের সভাপতি দেলোওয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জালালুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নরসিংদী সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মাওলানা আমীনুদ্দীন, সহ-সভাপতি অধ্যাপক শফিউদ্দীন আহমাদ, সাধারণ সম্পাদক আমীর হামযাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহফূযুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল ক্বাইয়ূম প্রমুখ।

উক্ত সমাবেশে মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-মামুনকে সভাপতি, জাহাঙ্গীর আলমকে সহ-সভাপতি ও আব্দুস সাত্তারকে সাধারণ সম্পাদক করে মোট ৯ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

(৫) কুমিল্লা যেলা কমিটি পুনর্গঠন

শাসনগাছা, কুমিল্লা ২৭ মার্চ শুক্রবারঃ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে শাসনগাছা আল-মারকাযুল ইসলামী কমপ্লেক্সে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জালালুদ্দীন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন' -এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুসলিম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আমজাদ হোসায়েন, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক মাওলানা আবু তাহের। উক্ত সমাবেশে সাইফুল ইসলামকে সভাপতি, মুহাম্মাদ হারূন ইবনে রশীদকে সহ-সভাপতি, মুহাম্মাদ জাফর ইকরামকে সাধারণ সম্পাদক করে মোট ৯ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

সুধী সমাবেশ

পিরোজপুর ১২ এপ্রিল রবিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব যেলার সোহাগদল আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে পিরোজপুর যেলা 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হামীদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ইমামুদ্দীন। প্রধান অতিথি স্বীয় আলোচনায় যঈফ ও জাল হাদীছকে মুসলিম ঐক্যের অন্যতম প্রধান বাধা হিসাবে উল্লেখ করে যঈফ ও জাল হাদীছ বর্জন করতঃ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ নিঃশর্তভাবে মেনে নেওয়ার মাধ্যমে বৃহত্তর মুসলিম ঐক্যের আহ্বান জানান।

নান্দুহার, পিরোজপুর ১৩ এপ্রিল সোমবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব পিরোজপুর যেলা 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে নান্দুহার স্কুল মাঠে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক আব্দুল হামীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জনাব মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ইমামুদ্দীন। প্রধান অতিথি উপস্থিত জনতাকে সকল মতপার্থক্য পরিহার করে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান।

Contents

লাইব্রেরী উদ্বোধন

মোহনপুর, রাজশাহী ৫ এপ্রিল রবিবার: 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী যেলার মোহনপুর থানাধীন খানপুর এলাকার উদ্যোগে স্থানীয় বাগবাজারে একটি লাইব্রেরী ও পাঠাগার উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আরিফুল ইসলাম, কেশরহাট ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন, ধুরইল গার্লস কলেজের প্রভাষক কাযেমুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মোহনপুর থানার সভাপতি ডা. সাইফুল ইসলাম, খানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জান মুহাম্মাদ, খানপুর এলাকার সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আলী, সাধারণ সম্পাদক দিদারবখশ, মব্বতপুর শাখার সভাপতি আলহাজ্জ আব্দুস সাত্তার, পিয়ারপুরের দায়িত্বশীল আলহাজ্জ যয়নুল আবেদীন প্রমুখ। বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের স্থানীয় শাখা সভাপতি রবীউলকে সভাপতি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মুহাম্মাদ আনারুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ৩০ সদস্যের একটি লাইব্রেরী পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়।

মহিলা সালাফিয়া মাদরাসার ছাত্রীদের কৃতিত্ব

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ মহিলা সালাফিয়া মাদরাসার ছাত্রীরা ২০০৯ সালের ইবতেদায়ী বৃত্তি পরীক্ষায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। মোট ৬ জন অংশগ্রহণ করে তিন জনই বৃত্তি পেয়েছে। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রীরা হচ্ছে- (১) জারীন, পিতা- শামসুল আলম (যশোর) (২) রুবাইয়া তাবাসসুম, পিতা- আবু তারেক (রাজশাহী) ও (৩) রুমাইছা, পিতা- ওছমান গণী (নওগাঁ)। এদের মধ্যে রুবাইয়া তাবাসসুম দুর্গাপুর থানা থেকে মেধা তালিকায় প্রথম স্থান লাভ করেছে। ফালিল্লাহিল হাম্‌দ।

মৃত্যু সংবাদ

(১) 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বগুড়া যেলার গাবতলী থানার তল্লাতলা শাখার দফতর সম্পাদক আব্দুল আলীম দুলাল (২০) গত ১৭ মার্চ ০৯ রোজ মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২-টায় মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেঊন। তার পিতার নাম আব্দুল গণী। সে শহীদ জিয়া ডিগ্রী কলেজের ছাত্র ছিল। পরদিন সকাল ১১টায় তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন তার নিকটাত্মীয় মাওলানা শফীকুল ইসলাম। অতঃপর পারিবারিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। উক্ত জানাযায় উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া যেলার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রহীম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বগুড়া যেলার সাধারণ সম্পাদক ডা. আবুবকর ও অন্যান্য এলাকা ও শাখা দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ। ঐদিন সন্ধ্যায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন তার বাড়ীতে গিয়ে শোকাহত পরিবারকে সান্ত্বনা দেন। এ সময় মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তার পিতাকে সান্ত্বনা দান করেন এবং সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

(২) সাতক্ষীরা যেলার কাকডাঙ্গা গ্রামের জনাব ডাঃ আব্দুল মজীদ (৭৮) ৬ এপ্রিল দিবাগত রাতে নিজ বাড়ীতে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন। তিনি ছিলেন 'আন্দোলন'-এর একনিষ্ঠ সুধী ও আপোষহীন সত্যসেবী। মিথ্যার বিরুদ্ধে ও সত্যের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠ জনাব ডাঃ আব্দুল মজীদ আজীবন 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর একান্ত সাথী ও শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। আন্দোলন-এর বিভিন্ন সভায় ও রাজশাহীর তাবলীগী ইজতেমায় তাঁর ওজস্বিনী কণ্ঠে পঠিত স্বরচিত কবিতা সমূহ শ্রোতাদের আন্দোলিত করে তুলত। মৃত্যুকালে তিনি দুই ছেলে ও দুই মেয়ে রেখে যান। তাঁর বড় ছেলে রিয়াদে কর্মরত মাওলানা আবুল কালাম আযাদ পিতার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে আগের দিন বাড়ীতে পৌছেন এবং ৭ এপ্রিল বাদ যোহর পিতার জানাযায় ইমামতি করেন। তিনি বর্তমানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর সঊদী আরব শাখার সভাপতি।

জানাযাপূর্ব সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি পিতার জন্য সকলের নিকট দো'আ চেয়ে নেন। অতঃপর কাকডাঙ্গা সিনিয়র মাদরাসার সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা রফিউদ্দীন আনছারী, বর্তমান অধ্যক্ষ মাওলানা মফীযুদ্দীন, সাবেক সেক্রেটারী জনাব বনী আমীন বক্তব্য রাখেন। সবশেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর মরহুম পিতা মাওলানা আহমাদ আলীর (১৮৮৩-১৯৭৬) প্রতিষ্ঠিত শেষ স্মৃতি কাকডাঙ্গা সিনিয়র মাদরাসার প্রতিষ্ঠাকালীন সাথী ও শিক্ষক হিসাবে ডাঃ আব্দুল মজীদের স্মৃতিচারণ করেন এবং কাকডাঙ্গা মাদরাসায় তার দশ বছরের ছাত্র জীবনে ও পরবর্তীকালে মরহুমের সাথে তাঁর সুসম্পর্কের কথা স্মরণ করেন। তিনি সকলকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করে পরকালীন জীবনের পাথেয় সঞ্চয়ের আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন। অতঃপর কবরস্থানে গিয়ে তিনি দাফনে অংশ নেন। এই সময় সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র সভাপতি ও সেক্রেটারীসহ বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

(৩) মুহতারাম আমীরে জামা'আতের একমাত্র মামীমা আকলীমা খাতুন (৮৩) গত ১৭.০৪.০৯ তারিখ মাগরিবের ছালাতের পূর্বে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তার জানাযায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আত পরদিন বেলা সাড়ে ১২-টায় ট্রেনযোগে যশোর পৌছেন। সেখান থেকে যশোর ও সাতক্ষীরা যেলা নেতৃবৃন্দসহ পাটকেলঘাটা থানাধীন কাটাখালি গ্রামে পৌছেন এবং বেলা আড়াইটার সময় জানাযায় ইমামতি করেন। জানাযায় সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলবৃন্দ ও আত্মীয়-স্বজনসহ স্থানীয় জনগণ অংশগ্রহণ করেন।

জানাযাপূর্ব সংক্ষিপ্ত ভাষণে সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান বিগত হজ্জ কাফেলায় তার সাথী মরহুমার স্মৃতি চারণ করেন ও তাঁর মাগফেরাতের জন্য দো'আ করেন। স্থানীয়দের মধ্যে অধ্যাপক সুজা'আত আলী ও জনাব নূরুল হোদা বক্তব্য রাখেন। অতঃপর মরহুমার উপস্থিত একমাত্র ভাগিনা মুহতারাম আমীরে জামা'আত বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে সবাইকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করে পরকালীন পাথেয় হাছিলের আহ্বান জানান। মরহুমার সন্তানদের পক্ষে খায়রুল আনাম সবার নিকটে মায়ের পক্ষে দো'আ চেয়ে নেন। উল্লেখ্য যে, আমীরে জামা'আতের একমাত্র মামু আলহাজ্জ আলী আবুবকর ১৯৬৫ সালে পশ্চিম বঙ্গের ঘোড়ারাস গ্রাম থেকে এখানে হিজরত

করে আসেন ও ১৯৯৩ সালের ১৪ এপ্রিল ৯৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। মরহূমার পুত্র খায়রুল আনাম খাঁ ইতিপূর্বে ফরিদপুর যেলা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। অপর পুত্র আলহাজ্জ ডাঃ আব্দুল খালেক বর্তমানে মানিকহার এলাকা 'আন্দোলন'-এর কর্ম পরিষদ সদস্য। অপর দুই পুত্র আব্দুর রহীম ও রফীকুল ইসলাম 'আন্দোলন'-এর একনিষ্ঠ কর্মী।

জানাযায় অন্যান্যের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি ও মরহূমার বেহাই আলহাজ্জ মাষ্টার আব্দুর রহমান, 'আন্দোলন'-এর সঊদী আরব শাখার সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, যেলা সেক্রেটারী মাওলানা ফযলুর রহমান সহ যেলা 'আন্দোলন' ও যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ।

(৪) সাতক্ষীরা যেলার আশাশুনি থানাধীন নওয়াপাড়া গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক জনাব জালালুদ্দীন আহমাদের পুত্র 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ও বুধহাটা এলাকার সভাপতি মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন (৩৫) গত ২৩ এপ্রিল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সোয়া দু'টায় হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। ২৪ এপ্রিল বিকাল পাঁচটায় তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি মাওলানা আলতাফ হুসাইন। জানাযার প্রাক্কালে **মুহতারাম আমীরে জামা'আত** মোবাইল ফোনের মাধ্যমে মৃতের পিতার সাথে কথা বলেন ও তাঁকে ও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানান। অতঃপর পারিবারিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। উক্ত জানাযায় উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুছ ছামাদ এবং সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীল সহ কর্মী ও সুধীগণ। মাওলানা আলীমুদ্দীন তাঁর স্ত্রী, দু'টি মেয়ে সাদিয়া (প্রতিবন্ধী ৮), শামীমা (৭ মাস) রেখে যান।

(৫) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সঊদী আরবের আল-খাফজী শাখার সাবেক সভাপতি বাংলাদেশের ফেনী যেলার ছাগলনাইয়া থানার নিজকুঞ্জরা গ্রামের মৃত মুজীরুল হক ভুইয়ার পুত্র আব্দুর রহমান হাবীব (৫২) গত ২৪ এপ্রিল দিবাগত রাত ১০-টায় তার গ্রামের বাড়ীতে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন। তিনি কিছুদিন থেকে হার্টের অসুখে ভুগছিলেন। তিনি স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র আব্দুল হামীদ (১৫) সহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে যান। তার জানাযা পরদিন সকাল ১০-১৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হয় এবং পারিবারিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। জানাযায় ইমামতি করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কুমিল্লা যেলা সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ। এ সময়ে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুসলিম, যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি হারূন ইবনে রশীদ, প্রচার সম্পাদক আব্দুল হান্নান, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরবের আল-খাফজী শাখার অর্থ সম্পাদক জনাব রফীকুল ইসলাম প্রমুখ।

(৬) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নাটোর যেলার সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও শাখারীপাড়া দ্বিমুখী ফাযিল মাদরাসার আরবী প্রভাষক জনাব মুযযাম্মিল হক (৪৭) গত ১৮ এপ্রিল শনিবার বাদ মাগরিব হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন। তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে, ১ মেয়ে ও বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। পরদিন সকাল সাড়ে আটটায় শাখারীপাড়া মাদরাসা ময়দানে তাঁর জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয় এবং নিজ গ্রাম শাখারীপাড়ার পারিবারিক গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

[আমরা মৃত সকলের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।-সম্পাদক]

Contents

পাঠকের মতামত

ভাষ্কর্য বিতর্ক : কিছু কথা

*মুহাম্মাদ আবুল কালাম শামসুদ্দীন**

ভাস্কর্য নিয়ে চলে আসা বিতর্কের বিষয়ে জনৈক লেখক, কোথায় যাচ্ছে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়? শীর্ষক নিবন্ধে মূর্তি স্থাপনের পক্ষে যে যুক্তি দেখিয়েছেন সেগুলো হ'ল:

১। হাজী ক্যাম্পে বৎসরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে ২৫ দিন হাজীগণ উপস্থিত থাকেন। অতএব মাত্র ২৫ দিনের জন্য ৩৬৫ দিন আউল-বাউলের ভাস্কর্য্য দেখা হতে কেন বিদেশী অতিথিগণ বঞ্চিত হবেন।

২। মৌলবাদীরা কেমন করে যরূরী অবস্থার মধ্যে এসব ভাংচুর করে। এসব মৌলবাদীদের আটক না করার জন্য তিনি পাকিস্তানী ভুতকে দায়ী করেছেন।

৩। এদেশে আজও রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য তৈরী হ'ল না, এ দুঃখ আমরা রাখব কোথায়? বলে আক্ষেপ করেছেন।

৪। ১৪০০ বৎসর আগের নবী (ছাঃ) এর যুগে যা ছিল, আজ সে প্রেক্ষাপট অনেক পরিবর্তিত হয়েছে।

৫। ইসলামের বহু আগে সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই পৃথিবীতে গুহা চিত্র ছিল। ইসলামে নবী (ছাঃ) সেগুলো বিনষ্ট করতে বলেননি কখনো *(প্রথম আলো ১ নভেম্বর '০৮)*।

উপর্যুক্ত ৫টি বিষয়ে আমরা আমাদের মতামত তুলে ধরতে চাই।

১. হাজী ক্যাম্পের সামনে মূর্তি স্থাপন করলে বিদেশী অতিথিগণ মূর্তি দেখে বেশী খুশী হবেন এবং আমাদেরকে বেশী সাহায্য করবেন, এরূপ ভেবে মূর্তি স্থাপন করা সুবিবেচনাপ্রসূত মতামত নয়। মূর্তিপূজার দেশ ভারতেও মূর্তি দেখিয়ে বিদেশী সাহায্য নিয়ে উন্নয়ন করছে না, বরং তাদের মেধা, সততা, দেশপ্রেমকে কাজে লাগিয়ে তারা এগিয়ে যাচ্ছে। মূর্তির স্থান মূর্তিপূজকদের উপাসনালয়ে, রাস্তায় নয়। বিদেশী অতিথিগণ বিমানবন্দরে মূর্তি দেখার চেয়ে সেখানে দুর্নীতি মুক্ত ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা দেখতে চান। বিমানবন্দরে ঘুষ দিয়ে এবং অযথা হয়রানির শিকার হয়ে বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে এসে লালন শাহের মূর্তি দেখে বিদেশীরা তুষ্ট হয়ে যাবেন, এমনটা ভাবাও বিজ্ঞজনোচিত লোকের পক্ষে সমীচীন নয়। জ্যান্ত মানুষের কর্মদক্ষতা না দেখিয়ে মৃত মানুষের মূর্তি প্রদর্শনে বিদেশীদের মন ভুলানোর চিন্তাও সঠিক নয়।

২. মৌলবাদী শব্দের অর্থ প্রথমে ঐ প্রবন্ধের লেখককে বুঝতে হবে। মৌলবাদী তারাই যারা তাদের মূলনীতি নিয়ে চলে। ঈমানদার ব্যক্তি যদি তার ধর্মের মূলনীতি মেনে চলেন, তবে ঐ প্রবন্ধকারের বলার কিছু নেই। পিতা মুসলমান এবং নামও ইসলামী কায়দায় হ'লেই কেউ মুসলিম হয় না। নিজের মুসলমানিত্ব নিজেকেই অর্জন করতে হয়। মনে রাখতে হবে 'ঈমানহীন কর্ম এবং কর্মহীন ঈমান'-এর কোন মূল্যই আল্লাহ্‌র কাছে নেই। যরূরী আইন কোন ধর্মের লোকের বিশ্বাসের উপর প্রয়োগ করা যায় না। তাছাড়া মূর্তি স্থাপন কোন ধর্মীয় কাজ নয়।

৩. মানুষকে সম্মান দেখানোর জন্য তার মূর্তি বানাতে হবে- এই যদি নীতি হয় তবে পৃথিবীর কোথাও কোন চাষের, বসবাসের, চলাচলের জন্য রাস্তার জায়গা অবশিষ্ট থাকবে না। সব সম্মানিত লোকের মূর্তিতে ভরে যাবে। বরং কোন বিখ্যাত ব্যক্তির রচনাবলী পাঠ করে এবং তা থেকে শিক্ষা নিয়ে ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে শিক্ষার প্রতিফলন ঘটালেই তার প্রতি প্রকৃত সম্মান দেখানো হয়। মূর্তি স্থাপন করলে তাঁর প্রতি বরং অত্যাচারই করা হয়।

মূর্তি তৈরীর ইতিহাস শয়তানের ইতিহাস। হযরত নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণের মৃত্যুর পর তাদের অনুসারীরা হা-হুতাশ করতে থাকে। এই সুযোগে শয়তান মানুষের রূপে আবির্ভূত হয়ে তাদের মূর্তি তৈরী করে বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করে। যুগের আবর্তনে ঐ মূর্তিগুলিই মানুষের উপাস্য হয়ে যায়। এতে শয়তানের উদ্দেশ্য সাধিত হয় *(ছহীহ-বুখারী ২৩ খণ্ড, ৭৩২ পৃঃ)*।

৪. ১৪০০ বৎসর পূর্বে মানুষের জন্য প্রেরিত পবিত্র কুরআনে সকল সমস্যার সমাধান দেয়া আছে। যন্ত্রের আবিষ্কারক যেমন একটা নকশা এঁকে রাখেন যাতে যন্ত্রের কোন সমস্যা দেখা দিলে ঐ নকশা অনুযায়ী তা সমাধান করা যায়। মানুষের আবিষ্কারক মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য গাইডলাইন দিয়েছেন পবিত্র কুরআন। মূর্তি বিষয়ে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা কেন পবিত্র কুরআনের সাহায্য নিচ্ছি না। একজন মুসলিম হিসাবে ঐ প্রবন্ধকারের কুরআন শরীফের মূলনীতিতে মৌলবাদী হওয়া উচিত ছিল।

৫. গুহাচিত্রের বিষয়ে উপরে বলা হয়েছে। নবী করীম (ছাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় কোথাও কোন মূর্তি স্থাপনের অনুমতি দিয়েছেন বলে জানা যায় না। তাছাড়া তাঁর মিশন ছিল আল্লাহ্‌র একত্ব প্রচার করা। আল্লাহ্‌র একত্বের সঙ্গে মূর্তির কোন স্থান নেই। ইবরাহীম (আঃ) মূর্তি ভাঙ্গার জন্য ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন; যে মূর্তিগুলি ছিল তাঁরই পিতার তৈরী। মূর্তি তৈরী বা রাখার কোন অনুমতি যদি সৃষ্টিকর্তার পক্ষ হ'তে থাকত তবে ইবরাহীম (আঃ) একজন আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল হয়ে নিজ পিতার হাতের তৈরী মূর্তি ভাঙ্গতেন না। জ্ঞানতাপস সক্রেটিসও তাঁর পিতার মূর্তি তৈরীর পেশা বেছে নেননি; বরং তিনি জ্ঞানের পথ বেছে নিয়েছিলেন।

উক্ত নিবন্ধের লেখক একজন উচ্চশিক্ষিত বর্ষীয়ান ব্যক্তি। সরকারের কর্মকর্তা পর্যায়ে তিনি চাকুরী করেছেন। তিনি দেশের উন্নয়নের জন্য, জনগণের দারিদ্র মোচনের জন্য, রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলা গড়ার জন্য, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য লালন অথবা অন্য কোন বাউলের মূর্তি স্থাপনের পরামর্শ দিবেন, না-কি সরকারী কর্মকর্তাদের ও রাজনীতিবিদদের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি উচ্ছেদ করতে পরামর্শ দিবেন?

একটা কথা মনে রাখতে হবে মানুষের চির শত্রু হচ্ছে শয়তান। শয়তানের মেধা যে কোন পর্যায়ের শিক্ষিত মানুষের চেয়ে বেশী। শয়তানের খপ্পর থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্য অবশ্যই দরকার। ঐ নিবন্ধের লেখকের মেধা-জ্ঞান যত বেশীই হোক তা শয়তানের প্রজ্ঞাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। অপরদিকে শয়তান তার নিজের মূলনীতিতে প্রচণ্ড মৌলবাদী। মানুষের সামাজিক অবস্থান, জ্ঞান, মেধা, আর্থিক অবস্থা ভেদে সৃষ্টিকর্তা থেকে বিমুখ করার কৌশল অবলম্বন করে থাকে।

পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, ইতিহাস পড়া হয়, শুনা হয়, ইতিহাসের উপর গবেষণা করে ডিগ্রী নেয়া হয়, ইতিহাস পড়িয়ে জীবিকা নির্বাহ করা হয়, কিন্তু ইতিহাস হ'তে শিক্ষা নেয়া হয় না। ১৪০০ বৎসর আগের আবুল হাকাম (জ্ঞানের পিতা)-এর আবু জাহল (অজ্ঞের পিতা)-এ পরিণত হওয়ার ইতিহাস আমাদেরকে কি কোনই শিক্ষা দেয় না?

** হাতেম খাঁ, রাজশাহী।*

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/২৮১) জনৈক বক্তার মুখে শুনেছি, জুম'আর দিন ওযূ-গোসল করে ও আতর ব্যবহার করে ছালাতের উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে মসজিদের দিকে গমন করলে প্রতি কদমে এক বছরের গোনাহ মাফ হবে। উক্ত কথার প্রমাণ জানতে চাই।

-ইমদাদুল হক
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ হাদীছটি নিম্নরূপ: 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন জানাবাতের গোসল করল এবং পায়ে হেঁটে আউয়াল ওয়াক্তে মসজিদে গেল ও শুরু থেকে খুৎবা পেল। ইমামের কাছাকাছি ও মনোযোগ দিয়ে খুৎবা শুনল, কোনরূপ গোলমাল করল না। সে ব্যক্তি প্রতি কদমে এক বছরের নফল ছালাত ও ছিয়ামের সমান নেকী পেল' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/১৩৮৮)*। অত্র হাদীছে এক বছরের গোনাহ মাফের কথা নেই।

প্রশ্নঃ (২/২৮২) মানুষের রোগ-ব্যাধি হলে গোনাহ মাফ হয় কি?

-যহূরুল ইসলাম
বিপ্রবর্থা, যেবপাড়া, গাজীপুর।

উত্তরঃ মানুষের রোগ-ব্যাধি হলে গুনাহ মাফ হয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে বিপদাপদ (রোগব্যাধি) দেওয়া হয়' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৫৩৬)*। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মুসলমান যদি কোন বিপদ, রোগ, ভাবনা, চিন্তা, কষ্ট বা দুঃখ পায় এমনকি শরীরে যদি কাঁটাও ফুটে, তাহ'লে তার দ্বারা আল্লাহ তার গোনাহ দূর করে দেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৩৭)*।

প্রশ্নঃ (৩/২৮৩) দ্বিতীয় বিবাহ করার জন্য স্ত্রীর কাছে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন আছে কি?

-রফীকুল ইসলাম
বিপ্রবর্থা, পূর্বপাড়া, গাজীপুর।

উত্তরঃ স্ত্রীর অনুমতি বাধ্যতামূলক নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলিম ব্যক্তিকেই দু'জন, তিনজন, চারজন বিবাহ করার জন্য শর্তহীনভাবে ইখতিয়ার দিয়েছেন *(নিসা ৩)*। তবে বিবাহ করার চেয়ে স্ত্রীদের মাঝে ইনছাফ করার বিষয়টি বেশী যরূরী ও কঠিন। এজন্য দু'জন, তিনজন বিবাহ করার আগে ইনছাফের বিষয়টি ভাবতে হবে। কারণ ইনছাফ না করতে পারলে ক্বিয়ামতের মাঠে ঐ স্বামীকে অর্ধাঙ্গ করে উঠানো হবে *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ,সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩২৩৬; 'বিবাহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯)*।

প্রশ্নঃ (৪/২৮৪) ঈছালে ছওয়াব ও ওরস শব্দের অর্থ কী? উক্ত পদ্ধতিতে ছওয়াব পৌঁছানো সম্ভব কি? এ ধরণের ওয়ায মাহফিল করা ও সেখানে যাওয়া যাবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুজীবুর রহমান
বাঁকাল, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ 'ঈছাল' আরবী শব্দ, অর্থ পৌঁছানো। ছওয়াব আরবী শব্দ, অর্থ নেকী। ওরসও আরবী শব্দ, অর্থ বাসর রাত। ছওয়াব পৌঁছানোর মাত্র দু'টি পথ রয়েছে। (ক) মৌখিক দো'আ *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৩৩)*। (খ) দান-ছাদাক্বাহ করা *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫০)*। প্রচলিত ঈছালে ছওয়াব ও ওরসের মাহফিল স্পষ্ট বিদ'আত। অতএব এধরণের ওয়ায মাহফিলে যাওয়া যাবে না।

প্রশ্নঃ (৫/২৮৫) অনেক সময় মাহরাম পুরুষ ছাড়াও নিজ প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে কথা বলতে হয় এবং প্রয়োজনীয় লেনদেন করতে হয়। এ সময় মুখ খোলা রাখা যাবে কি?

-তাসনীমা
সরকারী আযীযুল হক কলেজ, বগুড়া।

উত্তরঃ মুখ ঢেকে রাখা অতি উত্তম ও তাক্বওয়াপূর্ণ হ'লেও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মুখ খোলা যায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আসমা বিনতে আবুবকর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আসলেন। এ সময় তার পরনে চিকন কাপড় ছিল। তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, 'আসমা! নারী যখন যুবতী হয় তখন তার হস্তদ্বয় ও মুখমণ্ডল ছাড়া অন্য কোন অঙ্গ দেখানো জায়েয নয়' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৭২)*। বিশেষ প্রয়োজনে মুখ খুলে অন্যের সাথে কথা বলা যাবে।

প্রশ্নঃ (৬/২৮৬) ৭ম দিনে আক্বীক্বার জন্য ক্রয় করা ছাগল হারিয়ে গেলে বা মারা গেলে করণীয় কী?

- সৈয়দ ফয়েয
ধামতি, মিরবাড়ী, কুমিল্লা।

উত্তরঃ আক্বীক্বার জন্য ক্রয় করা ছাগল মারা গেলে বা হারিয়ে গেলে পুনরায় ছাগল ক্রয় করতে হবে। নিজের সামর্থ্য না থাকলে কর্য করতে হবে বা অন্যের নিকট সহযোগিতা নিতে হবে। কারণ আক্বীক্বা দেয়া একটি

গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'বাচ্চা আক্বীক্বার সাথে বন্ধক থাকে। তার পক্ষ থেকে সপ্তম দিনে আক্বীক্বা করতে হবে, নাম রাখতে হবে এবং মাথা মুণ্ডন করতে হবে' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪১৫৩ 'আক্বীক্বা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৭/২৮৭) আহলেহাদীছ ও মাযহাবীদের ছালাতে ফরয ও ওয়াজিবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেবল ইমামগণের ব্যাখ্যাগত মতপার্থক্যের কারণে সুন্নাতের ক্ষেত্রে কিছু ভিন্নতা রয়েছে। সুতরাং উভয়ের ছালাতই সঠিক। যেকোন একটির প্রতি আমল করলেই চলবে। উক্ত দাবীর সত্যতা জানতে চাই।

-আহসানুল্লাহ
প্রধান সড়ক, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ এখানকার মৌলিক পার্থক্য হ'ল- তাক্বলীদে শাখছী বা অন্ধ ব্যক্তিপূজা। তাঁরা তাঁদের মাযহাবের ফিক্বহ বা ইমাম ও পীরদের অন্ধ অনুসরণ করেন। দ্বিতীয় পার্থক্য হ'ল, জাল ও যঈফ হাদীছ এবং ছহীহ হাদীছ। মাযহাবী ভাইগণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে জাল ও যঈফ হাদীছের ভিত্তিতে ছালাত আদায় করে থাকেন। আহলেহাদীছগণ ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে ছালাত আদায় করে থাকেন। যেমন (১) ওযূতে গর্দান মাসাহ করার কোন ছহীহ হাদীছ নেই। বরং ইমাম নববী একে বিদ'আত বলেছেন। (২) ছালাতের পূর্বেই জায়নামাযের দো'আ মনে করে 'ইন্নী ওয়াজ্জাহতু...' পড়া। যার কোন ভিত্তি নেই। (৩) ছালাতের শুরুতে নিয়ত বা সংকল্প করা ফরয। কিন্তু মুখে আরবী-বাংলা নিয়ত পড়া বিদ'আত (৪) ইমামের পিছনে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করার হাদীছ ছহীহ, কিন্তু না পড়ার কোন হাদীছ নেই (৫) মাযহাবের দোহাই দিয়ে ফজর ও আছরের ছালাত নিয়মিতভাবে দেরীতে পড়া। অথচ আউয়াল ওয়াক্তে পড়ার ছহীহ দলীল রয়েছে। (৬) বুকের উপর হাত বাঁধার হাদীছ ছহীহ, আর নাভীর নীচে হাত বাঁধার হাদীছ যঈফ। (৭) জোরে আমীন বলার হাদীছ ছহীহ, আর চুপে চুপে আমীন বলার হাদীছ যঈফ। (৮) রাফ'উল ইয়াদায়েনের হাদীছ ছহীহ ও মুতাওয়াতির পর্যায়ের। আর রাফ'উল ইয়াদায়েন না করার হাদীছ যঈফ। (৯) রুকূ-সিজদা, ক্বিয়াম-কু'উদ সবকিছু ধীরে-সুস্থে করা ফরয। কিন্তু দ্রুত করা নিষেধ (১০) সিজদায় যাওয়ার সময় আগে মাটিতে দু'হাত রাখার হাদীছ ছহীহ, কিন্তু আগে হাঁটু রাখার হাদীছ যঈফ (১১) পুরুষ ও মহিলার সিজদার নিয়ম একই। কিন্তু মহিলাদের মাটিতে নিতম্ব রাখার হাদীছ যঈফ। অমনিভাবে পুরুষের নাভির নীচে হাত ও মহিলাদের বুকের উপর হাত বাঁধার প্রথা একেবারেই ভিত্তিহীন (১২) দুই সিজদার মাঝের বৈঠকে বসে দো'আ পাঠ করার ছহীহ হাদীছ রয়েছে। না পড়ার কোন দলীল নেই (১৩) সিজদা থেকে উঠে সুস্থিরভাবে বসে অতঃপর মাটিতে দু'হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ানোর হাদীছ ছহীহ, কিন্তু ভর না দিয়ে সোজা উঠে দাঁড়ানোর হাদীছ জাল ও যঈফ (১৪) শেষ বৈঠকে ডান পায়ের তলা দিয়ে বাম পায়ের অগ্রভাগ বের করে নিতম্বের উপরে বসবে ও ডান পা খাড়া রাখবে, এটাই ছহীহ হাদীছ। এটা না করার কোন দলীল নেই (১৫) বৈঠকে বসে 'আশহাদু' বলে আঙ্গুল উঠাবে ও 'ইল্লাল্লাহ' বলে আঙ্গুল নামাবে- এ প্রথার কোন ভিত্তি নেই; বরং তাশাহহুদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে (১৬) আট রাক'আত তারাবীহ্‌র হাদীছ ছহীহ। কিন্তু ২০ রাক'আতের হাদীছ জাল ও যঈফ (১৭) ঈদায়নের জন্য অতিরিক্ত ১২ তাকবীর ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। পক্ষান্তরে ৬ তাকবীরের কোন হাদীছ নেই (১৮) ঈদায়নের জামা'আতে মহিলাদের পর্দার সাথে যোগদানের ব্যাপারে ছহীহ হাদীছ সমূহে তাকীদ রয়েছে। এর বিপক্ষে কোন দলীল নেই (১৯) জানাযার ছালাতে সূরা ফাতেহা ও অন্য একটি সূরা পড়ার ছহীহ হাদীছ রয়েছে। না পড়ার কোন দলীল নেই।

অতএব উভয়ের ছালাত আল্লাহ্‌র নিকট কবুল হবে এ কথা না বলে কেবল এটুকু বলা যায় যে, রাসূলের পদ্ধতি ছাড়া কারো ছালাত কবুল হবে না। যারা রুকূ-সিজদা পূর্ণ করে না তাদেরকে নবী করীম (ছাঃ) 'নিকৃষ্টতম চোর' (أسوأ الناس سرقة) বলেছেন *(আহমাদ, মিশকাত হা/৮৮৫)*। একশ্রেণীর ছালাত আদায়কারী ক্বিয়ামতের দিন কারূণ, ফেরাউন, হামান, উবাই বিন খালাফের সাথে থাকবে *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫৭৮)*। একশ্রেণীর ছালাত আদায়কারী হত্যাযোগ্য অপরাধী *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৯৪; 'মু'জেযা সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, ছালাত কবুল হওয়ার জন্য কেবল সুন্নাতী পদ্ধতিই যথেষ্ট নয়, বরং ইখলাছে নিয়ত হ'ল আবশ্যিক পূর্বশর্ত। অথচ মাযহাবী গোঁড়ামীর কারণে মানুষ খোলামনে ছহীহ হাদীছ মানতে পারে না। তাই সবকিছুর পূর্বে মাযহাবী সংকীর্ণতা ও ব্যক্তিগত যিদ পরিহার করা আবশ্যক। আল্লাহ বলেন, '(ক্বিয়ামতের দিন) দুর্ভোগ ঐসব মুছল্লীর জন্য' 'যারা তাদের ছালাত সম্পর্কে উদাসীন'। 'যারা তা লোক দেখানোর জন্য করে থাকে' *(মা'উন ৪-৫)*।

প্রশ্নঃ (৮/২৮৮) আমি মাগরিবের ছালাতের পর 'ছালাতুল আউওয়াবীন' নামে ৬ রাক'আত ছালাত পড়ি। এর পক্ষে ছহীহ দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-অধ্যাপক শফীউদ্দীন আহমাদ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ মাগরিবের ছালাতের পর আউওয়াবীনের ৬ রাক'আত ছালাত পড়ার পক্ষে বর্ণিত হাদীছগুলো জাল ও যঈফ *(আলবানী, মিশকাত হা/১১৭৩-১১৭৫)*। সুতরাং এ আমল থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্নঃ (৯/২৮৯) বিতর ছালাত আদায়ের পর শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়া যাবে কি? তাহাজ্জুদ পড়লে পুনরায় বিতর পড়তে হবে কি?

-আহমাদ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ বিতর ছালাত আদায়ের পর শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়া যাবে। পরে আর বিতর পড়তে হবে না। কেননা একরাতে দুই বিতর নেই। রাসূল (ছাঃ) বিতর ছালাত আদায়ের পরও দু'রাক'আত ছালাত পড়তেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১২৮৪)*।

প্রশ্নঃ (১০/২৯০) ছালাত আদায়ের জন্য সুতরা কতটুকু উঁচু হওয়া প্রয়োজন? ব্যাগ, জুতা বা তাসবীহ দ্বারা সুতরা করা যাবে কি?

-তাজুল ইসলাম
এলাহাবাদ, কুমিল্লা।

উত্তরঃ সুতরার উচ্চতা সম্পর্কে হাদীছে কিছু পাওয়া যায় না। রাসূল (ছাঃ) কখনো সওয়ারীকে সুতরা হিসাবে গ্রহণ করতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৭৪)*। তিনি বলেন, 'যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি ছালাত আদায় করবে তখন যেন কোন কিছুকে সুতরা হিসাবে গ্রহণ করে। অতঃপর কোন ব্যক্তি যদি সুতরার মধ্য দিয়ে পার হ'তে চায় তবে সে যেন তাকে বাধা দেয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭৭৭)*। অতএব সুতরা কোন একটি বস্তু হ'তে হবে, তা যেকোন উচ্চতার হোক না কেন। তবে দাগ টেনে সুতরা করার হাদীছ যঈফ *(যঈফ আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৭৮১; যঈফুল জামে' হা/৫৬৯)*।

প্রশ্নঃ (১১/২৯১) নাপিতকে চুলসহ অনেকের দাড়িও কেটে দিতে হয়। এজন্য পাপ হবে কি?

-আব্দুস সালাম
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ দাড়ি কেটে দিলে পাপ কাজে সহযোগিতা করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা ভাল কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর; পাপ কাজে সহযোগিতা কর না' *(মায়েদাহ ২)*।

প্রশ্নঃ (১২/২৯২) যারা শুধু জুম'আ ও ঈদের ছালাত আদায় করে তাদেরকে মুসলিম বলা যাবে কি?

-আহমাদুল্লাহ
বাউটিয়া, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ এরা মুসলিম। তবে বড় পাপী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত তরককারী মুসলমানকে 'কাফের' বলেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৯ 'ছালাত' অধ্যায়)*। তবে এদের 'মুরতাদ' বা ধর্মত্যাগী বলেননি। তিনি বলেছেন, 'আমাকে আদেশ করা হয়েছে, যে ছালাত আদায় করেনা এমন ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ করব (বা ছালাত আদায়ের জন্য তাকে বাধ্য করব)' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২)*।

প্রশ্নঃ (১৩/২৯৩) ঈদের দিনে 'আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল-হামদুলিল্লাহি কাছীরা ..... তাকবীর পড়া যাবে কি?

-মনীরুযযামান
আনন্দনগর, নওগাঁ।

উত্তরঃ এটি কোন হাদীছে বর্ণিত হয়নি। বরং বিদ্বানগণের অনেকে পসন্দ করেছেন। ঈদের তাকবীরের দো'আর ব্যাপারে বিদ্বানগণ কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করেননি। তবে ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে ছহীহ সূত্রে নিম্নোক্ত আছারটি বর্ণিত হয়েছে, যা সমাজে প্রসিদ্ধ।- আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ *(মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, ইরওয়া ৩/১২৫ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৪/২৯৪) অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা ও আযান দেওয়া যাবে কি?

-ইলিয়াস
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা ও আযান দেওয়া যাবে। তবে ওযূ করে আযান দেওয়া উত্তম। আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আমাকে বললেন, 'মসজিদ থেকে আমাকে মুছাল্লাটি এনে দাও। আমি বললাম, আমি ঋতুবতী। তিনি বললেন, তোমার ঋতু তোমার হাতে লেগে নেই' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৯ 'পবিত্রতা' অধ্যায় 'ঋতুকাল' অনুচ্ছেদ)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ঋতুবতী বা অপবিত্র মানুষ মসজিদে যেতে পারে।

প্রশ্নঃ (১৫/২৯৫) সমাজে বহুল প্রচলিত কথা আছে যে, 'জান বাঁচানো ফরয'। এ কথাটি কি ঠিক? এর উপর ভিত্তি করে বহু মানুষ রোগমুক্তির আশায় পীর-ফকীরের নিকট যায়।

-যুলফিক্বার
শাহযাদপুর, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ বাক্যটি মানুষের তৈরি, যার দ্বারা জীবন রক্ষার গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা আক্বীদা যদি এটাই হয় যে, জান বাঁচানোর দায়িত্ব মানুষের, তাহ'লে সেটা শিরক হবে। কোন ডাক্তার, কবিরাজ বা পীর-ফকীরের ক্ষমতা নেই মানুষের জান বাঁচানোর। তবে বাধ্য হ'লে আল্লাহ যতটুকু নির্দেশ দিয়েছেন ততটুকু আমরা করতে পারি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'বাধ্যগত অবস্থায় কোনরূপ বাড়াবাড়ি না করে শূকর, রক্ত বা মৃত ভক্ষণ করায় কোন গোনাহ নেই' *(বাক্বারাহ ১৭৩)*।

প্রশ্নঃ (১৬/২৯৬) বিচার করার পর আবারো যেন দ্বন্দ্ব-ফাসাদে লিপ্ত না হয়, সে জন্য গ্রামের বিচারকেরা অপরাধীর নিকট থেকে অগ্রিম কিছু টাকা নেন যাকে 'মুচলেকা' বলে। এটা নেওয়া জায়েয হবে কি?

-আহমাদ
বড় কালিকাপুর, নওগাঁ।

Contents

উত্তরঃ সামাজিক বিশৃঙ্খলা রোধের জন্য এটা করা যেতে পারে। তবে পক্ষপাতিত্বের জন্য নিলে সেটা ঘুষ হিসাবে গণ্য হবে। বিচারককে ধৈর্য সহকারে এবং নিঃস্বার্থভাবে বিচার করতে হবে। বিচারক তিনভাগে বিভক্ত। (১) যিনি হক্ব বুঝেন এবং হক্ব অনুযায়ী বিচার করেন। এমন ব্যক্তি জান্নাতী (২) হক্ব বুঝে না-হক্ব বিচার করেন এমন বিচারক জাহান্নামী (৩) না বুঝে বিচার করেন, এমন বিচারকও জাহান্নামী *(আবুদাউদ, নাসাঈ, বুলূগুল মারাম হা/১৩৮৩)*।

প্রশ্নঃ (১৭/২৯৭) জনৈক আলেম বলেন, কুনূত পড়ার পর বা হাত তুলে দো'আ করার পর মুখে হাত মাসাহ করা যাবে না। ছহীহ দলীলের আলোকে একথার সত্যতা জানতে চাই।

- হাবীবুর রহমান
বৃ-কুষ্টিয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ উক্ত আলেমের বক্তব্য সঠিক। কারণ মুখে হাত মাসাহ করা সম্পর্কে যে কয়টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে সবগুলোই যঈফ। ইমাম আবুদাউদ মুখে হাত মাসাহ করা সংক্রান্ত হাদীছ উল্লেখ করে বলেন, 'এই হাদীছ অন্য সূত্রেও মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব থেকে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকটিই সীমাহীন দুর্বল। এই সূত্রও সেগুলোর মত। তাই এটাও যঈফ' *(আবুদাঊদ হা/১৪৮৫, পৃঃ ২০৯)*। শায়খ আলবানী (রহঃ) এ সংক্রান্ত হাদীছগুলো পর্যালোচনা শেষে বলেন, দো'আর পর মুখে দু'হাত মাসাহ করা সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ নেই' *(আলবানী, মিশকাত হা/২২৫৫ -এর টীকা দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৮/২৯৮) সিজদার সময় হাতের আঙ্গুলগুলো খোলা থাকবে না জমা থাকবে? সিজদার সময় আগে কপাল যাবে না আগে নাক যাবে? অনেকে বলেন, সিজদার সময় নাক মাটিতে না থাকলে ছালাত বাতিল হয়ে যাবে।

-ওমর ফারূক
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ সিজদার সময় হাতের আঙ্গুলগুলো একত্রিত করে রাখবে। নাক আগে না কপাল আগে এ মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না। তবে উভয়টিই মাটিতে রাখতে হবে। ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন রুকূ করতেন তখন আঙ্গুলগুলো খোলা রাখতেন আর যখন সিজদা করতেন তখন আঙ্গুলগুলো জমা করে রাখতেন (যাতে আঙ্গুলগুলো ক্বিবলামুখী থাকে)। *-(হাকেম, বুলূগুল মারাম হা/২৯৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমাকে সাত হাড়ের উপর সিজদা করতে বলা হয়েছে। তার একটি হচ্ছে কপাল ও নাক' *(বুখারী, বুলূগুল মারাম হা/২৯৪)*। নাক মাটিতে না রাখলে ছালাত বাতিল হবে কথাটি ঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (১৯/২৯৯) বাংলা ফিক্বহ মুহাম্মাদী বইয়ে লেখা আছে, ছালাতের মধ্যে হাঁচি আসলে 'আল-হামদু লিল্লা-হি হামদান কাছীরান ত্বাইয়েবাম মুবা-রাকান ফীহি, মুবা-রাকান আলাইহি কামা ইউহিব্বু রাব্বুনা ওয়া ইয়ারযা' বলতে হবে। একথা কি ঠিক? ছালাতের মধ্যে হাঁচির দো'আর উত্তর দিতে হবে কি?

-ছিদ্দীকুর রহমান
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ছালাতের মধ্যে হাঁচি আসলে উক্ত দো'আ পড়া যায় *(তিরমিযী, আবুদাউদ, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৯৯২; মির'আত ৩/১৯৩ পৃঃ হা/৮৮৪-এর আলোচনা দ্রঃ)*। তবে উক্ত দো'আর জবাব দিতে পারবে না। কারণ তখন সম্বোধনের ব্যক্তি হবে মানুষ, যা ছালাতের মধ্যে জায়েয নয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৯৭৮)*।

প্রশ্নঃ (২০/৩০০) কবরে তিনটি প্রশ্ন করা হবে না পাঁচটি জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মেহদী আরিফ
ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ কবরে মানুষকে মৌলিক তিনটি প্রশ্ন করা হবে। (১) তোমার প্রতিপালক কে? (২) তোমার দ্বীন কী? (৩) ঐ ব্যক্তি কে যাঁকে তোমাদের নিকট পাঠানো হয়েছিল? মুমিন ব্যক্তি উক্ত তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিলে তাকে আরো দু'টি প্রশ্ন করা হবে। (ক) তুমি এগুলো কীভাবে জানতে পেরেছ? (খ) তুমি কি আল্লাহকে দেখেছ? কিন্তু কাফের ব্যক্তি উক্ত তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়ে বলবে, হায়! হায়! আমি কিছুই জানিনা *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৩১; ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৩৯ 'কবরের আযাব' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২১/৩০১) একদা নবী করীম (ছাঃ) একটি কবরের পার্শ্ব দিয়ে যাওয়ার সময় তার শাস্তি অনুভব করেন। তারপর তিনি তাতে খেজুরের ডাল পুঁতে দিলে কবরের শাস্তি বন্ধ হয়ে যায়। উক্ত ঘটনা কি সত্য?

-আব্বাস
বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ উক্ত ঘটনা সত্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'টি গাছ থেকে দু'টি ডাল নিয়ে দু'টি কবরে পুঁতে দিয়েছিলেন এবং প্রত্যেকটিই চিরে দিয়েছিলেন। তবে কবরের শাস্তি জানতে পারা ও খেজুরের ডাল পোঁতার কারণে তা কাঁচা থাকা পর্যন্ত শাস্তি হালকা হওয়ার বিষয়টি রাসূল (ছাঃ) 'অহি' মারফত অবগত হয়েছিলেন, যা ছহীহ মুসলিমে জাবের (রাঃ) বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীছ থেকে জানা যায় *(মুসলিম হা/৩০১২ 'যুহ্দ' অধ্যায় ১৮ অনুচ্ছেদ; হা/২৯২ 'ত্বাহারৎ' অধ্যায় ৩৪ অনুচ্ছেদ, ইবনু আব্বাস হ'তে; বুখারী হা/৬০৫২ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'গীবত' অনুচ্ছেদ)*। ডালের কারণে শাস্তি লাঘবের কথাটি ঠিক নয়। কারণ সেটা হ'লে ডাল চিরে ফেলা হ'ত না। তাতে ডাল সত্বর শুকিয়ে যায়। নবী ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে ডাল পোঁতার কোন নির্দেশ বা আমল পাওয়া যায় না। এখানে শাস্তি লাঘবের মূল কারণটি হ'ল- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দো'আ ও সুফারিশ, খেজুরের ডাল নয় *(বিস্তারিত দ্রঃ আলবানী, মিশকাত হা/৩৩৮-এর টীকা ৫)*।

প্রশ্নঃ (২২/৩০২) কীভাবে কবর যিয়ারত করতে হবে? শুরুতে ৩/৪ বার নাস, ফালাক্ব, ইখলাছ ও দরূদ পড়া যাবে কি?

-খলীলুর রহমান
বাঁকাল, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ যে কোন সময়ে কবরের পাশে গিয়ে কবর যিয়ারতের প্রাথমিক দো'আ পড়বে। তারপর হাত তুলে দীর্ঘ সময় ধরে কবরবাসীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। এ সময় অন্যান্য দো'আ সহ জানাযার দো'আগুলো বার বার পড়তে পারে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) কবরের পার্শ্বে গিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে তিন তিনবার হাত তুলে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন *(মুসলিম হা/৯৭৪ 'জানাযা' অধ্যায় ৩৫ অনুচ্ছেদ)*। কবরের পাশে গিয়ে কুরআন তেলাওয়াত বা কোন সূরা পড়া কিংবা ৩/৪ বার দরূদ পড়া যাবে না। এর প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে দো'আ হিসাবে যে সব আয়াত রয়েছে সেগুলো পড়া যাবে। যেমন- 'রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বাইয়ানী ছাগীরা'। উল্লেখ্য, কবরস্থানে গিয়ে দলবদ্ধভাবে হাত তুলে দো'আ করার কোন প্রমাণ নেই। ছাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈগণ থেকেও এরূপ কিছু পাওয়া যায় না। বরং প্রত্যেকে নিজে নিজে দো'আ করবেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৩৩)*।

প্রশ্নঃ (২৩/৩০৩) মসজিদে টাইল্সের মিম্বর তৈরি করা যাবে কি?

-রকীবুদ্দীন
বাঁশদহা বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ কাঠ ব্যতীত টাইল্স বা ইট-সিমেন্ট বা অন্য কিছু দ্বারা মিম্বর তৈরি করা উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে এ ধরনের মিম্বর ছিল না। বরং তিনি কাঠের মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। সে সময় মাটি বা পাথর দ্বারা মিম্বর তৈরি করা কঠিন ছিল না বরং কাঠ সংগ্রহ করে মিস্ত্রি ডেকে মিম্বর তৈরি করাই কঠিন ছিল। এরপরও রাসূল (ছাঃ) জনৈক মহিলাকে বলেন, সে যেন তার গোলামকে দিয়ে একটি কাঠের মিম্বর তৈরি করে দেয়। ইমাম বুখারী (রহঃ) একটি অধ্যায় রচনা করেন যে, 'কাঠের মিম্বর তৈরি ও মসজিদ নির্মাণে কাঠমিস্ত্রি ও রাজমিস্ত্রির সাহায্য গ্রহণ করা'। সাহল (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) জনৈক মহিলার নিকট লোক পাঠিয়ে বললেন, তুমি তোমার গোলাম কাঠমিস্ত্রিকে বল, সে যেন আমার জন্য কাঠের মিম্বর তৈরি করে যাতে আমি বসতে পারি' *(বুখারী হা/৪৪৮)*।

প্রশ্নঃ (২৪/৩০৪) দীর্ঘদিন অসুস্থ ব্যক্তির নিকটে ১০/১২ জন আলেম গিয়ে সোয়া লক্ষ বার দো'আয়ে ইউনুস পড়া যাবে কি? অনেকে বলেন, এভাবে পড়লে হয় রোগী দ্রুত সুস্থ হবে, নয় মারা যাবে। একথা কি ঠিক?

-আনোয়ার
কালিগঞ্জ, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ রোগী বা কোন কিছুর উদ্দেশ্যে দো'আয়ে ইউনুস সোয়া লক্ষ বার পড়ার কোন দলীল নেই। এভাবে পড়লে পাপ হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কেউ যদি এমন কোন আমল করে যে আমলের উপর আমার কোন নির্দেশনা নেই তা প্রত্যাখ্যাত' *(বুখারী ২/১০৯০)*। তবে কোন সমস্যাকে দূর করার জন্য অত্র দো'আটি ইচ্ছামত যেকোন সংখ্যায় পড়া যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, এই দো'আ ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে পড়েছিলেন। তিনি বলেন, যে কোন মুসলিম ব্যক্তি যে কোন সমস্যায় দো'আটি পড়লে তা কবুল করা হবে । এ সময় জনৈক ছাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! দো'আটি কি ইউনুস (আঃ)-এর জন্য খাছ, না অন্য সকল মুমিন পড়তে পারে? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা কি আল্লাহর বাণী শুননি? 'আমি ইউনুসকে বিপদ থেকে রক্ষা করেছি। অনুরূপ আমরা মুমিনদেরকেও রক্ষা করব' *(আম্বিয়া ৮৮, তিরমিযী, মিশকাত হা/২২৯২; তারগীব হা/২৩৭০)*।

প্রশ্নঃ (২৫/৩০৫) ফরয ছালাতের সময় বাচ্চা কাঁদলে পিছনে গিয়ে বাচ্চা কোলে নিয়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-হুসাইন
ভোটমারী, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় ছেলে কোলে নিতে হবে না; বরং ছালাত সংক্ষিপ্ত করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বাচ্চাদের কান্না শুনে ছালাত সংক্ষিপ্ত করতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৩০)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৩০৬) 'কুচে' সাপ খাওয়া যাবে কি? অনেকেই একে হারাম বলেন।

-ছাদিকুল ইসলাম
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ রুচি হলে কুচে খাওয়া যাবে। কারণ পানি হতে যা কিছু শিকার করা হয় ব্যাঙ ব্যতীত সবই হালাল। আল্লাহ বলেন, 'সমুদ্রের শিকার তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে' *(মায়েদাহ ৯৬)*। রাসূল (ছাঃ) ব্যাঙ মারতে নিষেধ করেছেন *(আবুদাউদ হা/৩৮৭১, ৫২৬৯)*। তবে যে সব প্রাণী মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তা থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ক্ষতি করনা এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়োনা' *(মুওয়াত্ত্বা, মালেক, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৫০)*।

প্রশ্নঃ (২৭/৩০৭) একজন মহিলার কী কী গুণ থাকলে জান্নাতে যেতে পারবে?

-আব্দুর রহমান
নওগাঁ।

উত্তরঃ নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'কোন মহিলা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করলে, রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করলে, লজ্জাস্থানের হেফাযত করলে ও স্বামীর আনুগত্য করলে সে জান্নাতের যেকোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে' *(আল-হিলইয়া, মিশকাত হা/৩২৫৪)*।

Contents

প্রশ্নঃ (২৮/৩০৮) ছালাতের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় মুছল্লীদের জন্য ইমাম অপেক্ষা করতে পারবেন কি?

-আতাউর রহমান
সন্ন্যাস বাড়ী, নওগাঁ।

উত্তরঃ ছালাতের সময় নির্ধারণ করা থাকলেও ইমাম মুছল্লীদের জন্য অপেক্ষা করতে পারেন। মানুষ বেশী হলে রাসূল (ছাঃ) তাড়াতাড়ি ছালাত আদায় করতেন। আর কম হলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৮)*। তবে শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে নির্ধারিত সময়ে ছালাত আদায় করা ভাল।

প্রশ্নঃ (২৯/৩০৯) বিদ'আতী ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-শামসুল হক
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ইমাম নির্ধারণের সময়ই তার আমল আখলাক সম্পর্কে জানতে হবে। যিনি ইমাম হবেন তিনি শিরক-বিদ'আত ও যাবতীয় অপসন্দনীয় কর্ম থেকে বিরত থাকবেন। ইমামতি একটি আমানতপূর্ণ কাজ। তাছাড়া ইমাম মুসলমানদের জন্য আদর্শ। তাই বিদ'আতী ও ফাসিক ব্যক্তিকে ইমাম নির্ধারণ করা উচিত নয়। এক্ষণে যে বিদ'আত ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয় না, এমন বিদ'আতকারী ব্যক্তির পিছনে সাময়িকভাবে ছালাত আদায় করা যেতে পারে। হাসান বাছরী বলেন, আপনি বিদ'আতীর পিছনে ছালাত আদায় করুন। বিদ'আতের গোনাহ তার উপর বর্তাবে *(বুখারী, 'বিদ'আতীর ইমামতি' অনুচ্ছেদ)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'অনেকেই তোমাদেরকে ছালাত আদায় করায়। তারা যদি ঠিক করে তাহলে তোমাদের জন্য নেকী রয়েছে। আর তারা যদি ভুল করে, তাতে তোমাদের নেকী হবে আর তাদের গোনাহ হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৩)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৩১০) রুকূ থেকে উঠে হাত কোথায় থাকবে? অনেকে ছেড়ে দেন, কেউ কেউ বুকে বাঁধেন, কেউ উঁচু করে রাখেন। কোনটি সঠিক?

-আব্দুল্লাহ
বাহাদুরপুর, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ যারা রুকূ থেকে উঠে বুকে হাত রাখেন তারা নিম্নের দলীল পেশ করেন- 'লোকদের নির্দেশ দেওয়া হ'ত যে, ছালাতে প্রত্যেকেই ডান হাত বাম হাতের উপর রাখবে' *(বুখারী হা/৭৪০, 'ছালাতে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা' অনুচ্ছেদ)*। তাঁরা মনে করেন, সিজদা অবস্থায় হাত থাকবে মাটিতে, রুকূ অবস্থায় থাকবে হাঁটুতে, বসা অবস্থায় থাকবে রানের উপর। আর দাঁড়ানো অবস্থায় রুকূর আগে ও পরে থাকবে বুকের উপর। যাঁরা মনে করেন রুকূ থেকে উঠে হাত ছেড়ে দিতে হবে তাদের দলীল হল- 'অতঃপর তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে এমনভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন যে, প্রত্যেক হাড় স্ব স্ব জোড়ে ফিরে যেত *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৯২)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তুমি তোমার মাথা এমনভাবে উঠাও যেন প্রত্যেক হাড় তার স্ব স্ব জোড়ের স্থানে যেতে পারে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৮০৪)*। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, উক্ত হাদীছগুলো প্রমাণ করে না যে, রুকূর পর বুকে হাত বাঁধতে হবে বা হাত উঁচু করে ধরে রাখতে হবে। যেমন আমাদের কিছু ভাই মনে করেন *(আলবানী, মিশকাত হা/৮০৪-এর ৫ নং টীকা; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৬৪)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৩১১) পেশাব-পায়খানা শেষে পানি থাকা অবস্থায় ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করার পর পানি নেওয়া যাবে কি?

-মুনীরুল ইসলাম
উল্লা বাজার, ভরতখালী, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ পানি থাকা অবস্থায় ঢিলা-কুলখ ব্যবহার করা যাবে না। শুধু পানি ব্যবহার করতে হবে। আর পানি না থাকলে পানির বদলে ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করতে হবে। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন পেশাব-পায়খানার জন্য বের হতেন তখন আমি ও অপর একটি ছেলে পানির পাত্র নিয়ে আসতাম। তিনি তার দ্বারা শৌচকার্য সম্পাদন করতেন *(বুখারী হা/১৫০)*। পানি না থাকা অবস্থায় তিনি পাথর দ্বারা শৌচকার্য সারতেন *(বুখারী হা/১৫৫)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৩১২) আল্লাহ আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার জন্য ফেরেশতাকে মাটি আনার জন্য বলেন। ফেরেশতা কোন কোন স্থান থেকে মাটি নিয়েছিলেন এবং কোন কোন অঙ্গ তৈরি করেছিলেন?

-ইউসুফ
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা মাটি আনার জন্য ফেরেশতাকে পাঠাননি। বরং আল্লাহ নিজে সমস্ত পৃথিবী হ'তে এক মুষ্টি মাটি নিয়েছেন এবং পৃথিবীর মাটি অনুযায়ী আদম সন্তান, লাল, সাদা, কাল ও মধ্যম রংয়ের, নরম, কঠোর, দুষ্ট ও পবিত্র মেযাজের হয়েছে *(আহমাদ, মিশকাত হা/১০০)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩১৩) ইদরীস (আঃ) জান্নাতে প্রবেশ করলেন। পিছন থেকে জিবরীল (আঃ) অনেকবার ডাকলেন। কিন্তু তিনি জান্নাত থেকে বের হননি। এ ঘটনা কি ঠিক?

-আবু তাহের
কাঠমা, জামালপুর।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। তবে ইদরীস (আঃ)-এর জান্নাতে প্রবেশ সম্পর্কে একটি মিথ্যা কাহিনী আছে *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৩৯)*।

Contents

প্রশ্নঃ (৩৪/৩১৪) কবর যিয়ারতের প্রসিদ্ধ দো'আ আস-সালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবূরে .... ওয়া নাহনু বিল আছারি। এর সনদ সম্পর্কে জানতে চাই।

-আব্দুল হাই
বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছটি যঈফ *(তিরমিযী, আলবানী, মিশকাত হা/১৭৬৫)*। তবে আরো কয়েকটি দো'আ ছহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩১৫) রেডিও ও টেলিভিশনের ব্যবসা করা যাবে কি? এর জন্য ঘর ভাড়া ও মোবাইল ফোনে গান-বাজনা ডাউন লোড করা যাবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শফীকুল ইসলাম
দারুশা, রাজশাহী।

উত্তরঃ রেডিও-টেলিভিশন হারাম বস্তু নয়। এর ব্যবসা করা যায় এবং ঘরও ভাড়া দেওয়া যায়। কিন্তু উত্তম হ'ল এর ব্যবসা না করা এবং এর জন্য ঘর ভাড়া না দেওয়া। কারণ এগুলো অন্যায় প্রচারেই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর অন্যায়ের সহযোগিতা করা নিষিদ্ধ *(মায়েদাহ ২)*। তাছাড়া আল্লাহ মানুষের জন্য হালাল রূযী আহরণের অনেক পথ খোলা রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إنك لن تدع شيئا لله عز و جل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه– 'তুমি যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোন কিছু ত্যাগ কর, তাহ'লে আল্লাহ তোমাকে তার চেয়ে যা উত্তম তা দান করবেন' *(আহমাদ হা/২৩১২৪ সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩১৬) আল্লাহর ৯৯টি গুণবাচক নাম কীভাবে পাঠ করতে হবে? ইয়া আল্লাহ, ইয়া রহমান বলে না হুওয়াল্লাহ, হুওয়ার রহমান বলে?

-হাফীযুর রহমান
রাম রায়পুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ হুওয়াল্লাহু, আর-রাহমানু বলে পাঠ করতে হবে। কারণ এভাবেই হাদীছে এসেছে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২২৮৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩১৭) মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার সময় কবরের চার কোণায় দাঁড়িয়ে 'চার কুল' পড়ার দলীল আছে কি?

-মুহসিন
কিশোরীনগর, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ দাফন করার সময় কবরের চার কোণায় দাঁড়িয়ে চার কুল অর্থাৎ সূরা কাফেরূন, ইখলাছ, ফালাক্ব এবং নাছ পড়ার প্রমাণে কোন দলীল পাওয়া যায় না। এটি বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে এ ধরনের অসংখ্য বিদ'আত সমাজে চালু আছে। এগুলো থেকে বিরত থাকা আবশ্যক *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর (ছাঃ), পৃঃ ১২৭)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩১৮) কোন কোন কুরআনের শুরুতে কিংবা শেষে তাবীযের বিভিন্ন ধরনের নকশা অংকন করা আছে। একশ্রেণীর আলেম টাকার বিনিময়ে উক্ত নকশার মাধ্যমে তাবিয দিয়ে থাকেন। এটা কি শরী'আত সম্মত?

-আবুল কালাম আযাদ
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উক্ত নকশা যারা অংকন করেছেন তারা কুরআনের উপর মহা অন্যায় করেছেন। কারণ শরী'আতে এর কোন ভিত্তি নেই। মূলত তাবীয লেখা ও তা লটকানো শিরক। তা যেকোন পদ্ধতিতে হৌক, এমনকি কুরআনের আয়াত দিয়ে তাবীয দেওয়াও শিরক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তাবীয লটকালো সে শিরক করল' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৯২; তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৫৫৬, সনদ হাসান)*। একশ্রেণীর কথিত আলেম এটাকে বিনা পুঁজির ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাদের প্রতারণা থেকে জনগণকে সাবধান থাকতে হবে।

প্রশ্নঃ (৩৯/৩১৯) মানুষ ও জিন ব্যতীত অন্যান্য জীবের প্রাণ সংহার করেন কে? এবং মালাকুল মউতের জীবন হরণ করবেন কে?

গোলাম কিবরিয়া
দোলেশ্বর, ঢাকা।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে মালাকুল মাউত সকল প্রাণীর প্রাণ সংহার করবেন। এমনকি মশা-মাছিরও প্রাণ সংহার করেন *(তাফসীরে কুরতুবী, সূরা সাজদাহ, ১১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৩২০) ফেরাউন কোন্ সাগরে ডুবে মরেছিল?

- আবু রাশেদ ফরহাদউল করীম
আগারগাঁও, ২৪৬/ঈ২ ঢাকা-১২০৫।

উত্তরঃ ফেরাউন কোন্ সাগরে ডুবে মরেছিল, সে সম্পর্কে বিদ্বানগণ একমত হ'তে পারেননি। তবে গত ১৯০৭ সালে ফেরাঊনের লাশ উদ্ধার পাওয়ার পর এ সম্পর্কে মোটামুটি একটা নিশ্চিত ধারণা পাওয়া গেছে যে, ফেরাউন লোহিত সাগর সংলগ্ন তিক্ত হ্রদে ডুবে মরেছিল। এর অনতিদূরে সিনাই উপদ্বীপের পশ্চিম তীরের ছোট পাহাড়টিকে স্থানীয় লোকেরা 'জাবালে ফেরাউন' বা ফেরাউনের পাহাড় বলে আখ্যায়িত করে থাকে। এই পাহাড়ের পাদদেশ থেকে ফেরাঊনের মমি করা লবণাক্ত লাশ উদ্ধার করেন বৃটিশ নৃতত্ত্ববিদ স্যার ক্রাঁফো ইলিয়ট স্মিথ ১৯০৭ সালে। - *(মওলানা মওদূদী, রাসায়েল ও মাসায়েল ৫/৯৯)*।